মায়াবাদ শোধন

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

মায়াবাদ শোধন

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্‌বাদিরাজ-স্বামিপাদকৃত যুক্তিমল্লিকা; সাত্বত-সম্প্রদায়াচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারকবর শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যকৃত বেদান্ততত্ত্বসার; গৌড়ীয়দর্শনসিদ্ধান্তসম্রাট শ্রীলশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর মায়াবাদ শোধক ষোড়শযুক্তি সম্বলিত ও গৌরকৃষ্ণ পার্ষদ-প্রবর রূপানুগপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের মায়াবাদ শোধন সমন্বিত মায়াবাদ শোধক বিচারগ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদ-প্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের অনুকম্পিত
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীরূপানুগভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড্
কলিকাতা—৫৩।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, শতীশ মুখার্জি রোড্
কলিকাতা—২৬।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-১২

আনুকূল্য—২·৫০

সন ১৩৭৪। ইং ১৯৬৭।

॥ বিষয়জ্ঞাপনী ॥

জীব-ব্রহ্ম ঐক্যবাদ শোধন—১-২। ব্রহ্ম ও তদ্‌গুণ সমূহের ভেদ প্রতিপাদক বাক্যসকলের অর্থ সমাধান—২-৮। বিম্বপ্রতিবিম্বের স্বারূপ্য—৯। নির্গুণ ব্রহ্মের নিরাকরণ—৯-১২। বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদনে শাস্ত্রপ্রমাণ—১২-১৭। নির্গুণত্বে ব্যাহতি ১৭-২৩। নির্গুণত্ব ও ঐক্যের বিরোধ প্রতিপাদন—২৩-৩৩। সগুণত্ব স্থাপন—৩৩-৪১। মায়াবাদ—বাক্যের অখণ্ডার্থতা নিরাস—৪১-৪৭। সগুণবাদ উপসংহার—৪৭। **শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের-মায়াবাদ শোধন**—৪৮-১০৪। মায়াঙ্গীকার খণ্ডন—৪৮-৪৯। অধ্যারোপবাদ খণ্ডন—৫০-৫২। বাধিতানুবৃত্তি খণ্ডন—৫২-৫৫। মিথ্যাত্বদর্শন খণ্ডন—৫৫-৫৭। ব্রহ্মের বিশিষ্টত্ব সাধন—৫৭-৫৮। মায়া ও তৎকার্য্যের পারমার্থিকত্বসাধন—৫৮-৫৯। জগৎ নশ্বর হইলেও মিথ্যা নহে—৫৯-৬২। চিৎ ও অচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সাধন—৬২-৬৬। অধোক্ষজ পরমাত্মাই সর্ব্বাধার—৬৬-৬৮। আরোপিত বিষয়ের মিথ্যাত্ব খণ্ডন—৬৮-৭২। ব্যবহারিক সত্তাখণ্ডন—৭২-৭৩। অবচ্ছেদবাদ খণ্ডন—৭৩-৭৯। জীব হইতে ঈশ্বরোৎপত্তি অসঙ্গত, জীবসত্তা নিত্যপ্রলয়ে অবিভক্ত, ব্রহ্মের জীবভাব প্রাপ্তি খণ্ডন, জীব ও ঈশ্বর পৃথক্‌বস্তু—৭৯-৮৫। 'আভাস' শব্দের প্রতিবিম্বার্থকত্ব খণ্ডন—৮৫-৮৭। জীব ও ঈশ্বরের অংশ-অংশিত্ব সাধন—৮৭-৮৮। জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ বৈশিষ্ট্য, বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যাংশ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপৈকত্ব খণ্ডন—৮৮-৯২। প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন—৯৩-৯৬। আত্মার সাদৃশ্যই অভেদ শ্রুতির তাৎপর্য্য—৯৬-৯৭। নারায়ণ কল্যাণগুণী—৯৭-৯৮। নারায়ণের সর্ব্বকারণকারণত্ব স্থাপন—৯৮-৯৯। জীব ও ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য অজ্ঞানকৃত নহে—৯৯-১০১। ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে ব্রহ্মের বিলক্ষণত্ব সাধন—১০১-১০৩। বিষ্ণুর অদ্বিতীয়ত্ব সাধন ও ব্রহ্মের দ্বিবিধত্ব নিরসন—১০৩-১০৪। শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর মায়াবাদ শোধক ষোড়শশাস্ত্রযুক্তি—১০৪-১১০। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের মায়াবাদ শোধন—১১০-১২৬।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড্ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদনমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মায়াবাদ-শোধন

যুক্তিমল্লিকা গ্রন্থে (শ্রীবাদিরাজ-স্বামিকৃত)

জীব-ব্রহ্ম ঐক্যবাদ শোধন :—পরমাত্মা ও সর্ব্ব জীবের ঐক্যমত স্বীকার করিলে লোকে বিবাদস্থলে পরস্পরের প্রতি —"তুমি চণ্ডাল, পশু, ম্লেচ্ছ, চোর, জার, গর্দ্দভ, বানর, জারজ, গোলক" প্রভৃতি যে সকল তুচ্ছ উক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে তৎসমুদয় বস্তুতঃ পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মই যদি স্বকীয় পাপকর্ম্ম-ফলে হীনযোনি প্রাপ্ত হইয়া জীবরূপে সংসারদশা গ্রস্ত হ'ন তাহা হইলে জীবের ঐ সংসারদশারূপ গলবন্ধন বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই নহে কি? ইহলোকে জীবের অঙ্গবিশেষের হীনতাবশতঃ অন্ধ, বধির, মূক, পঙ্গু, নপুংসক, বিনাসিক প্রভৃতি নিন্দা হইয়া থাকে, ব্রহ্মকে নিরাকার বলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-হীনতাবশতঃ উক্ত নিন্দাসমষ্টি তাঁহাতেই প্রযুক্ত হয়।

লোকের যৎকিঞ্চিৎ সদ্‌গুণের অভাব হইলে তাহাকে বিদ্যাহীন, বিনয়হীন, নির্দ্দয়, আচারহীন, অশুচি, অনুদার, ধৈর্য্যহীন, শৌর্য্যহীন প্রভৃতি নিন্দা করা হয়, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও ঐ সমস্ত নিন্দাভাজন হইতে হয়। কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অর্থব্যয় ও প্রয়াসপূর্ব্বক গ্রাম, তড়াগ, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলে ঈর্ষাপরায়ণ অপর ব্যক্তিগণ যদি

ঐ সমস্তকে মিথ্যা বলে তাহা হইলে যেরূপ কর্ত্তার নিন্দা হয় সেইরূপ এই জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগৎকর্ত্তা শ্রীহরিরই নিন্দা হইয়া থাকে।

মায়াবাদিরগণের মতে ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলা হইয়া থাকে, তাহাদের মতে মায়া শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অতএব ইহলোকে যেরূপ অজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয় সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রয় বলিলে ব্রহ্মকে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হয়। পরন্তু ব্রহ্মই অনাদি কর্ম্মবন্ধনবশতঃ সংসার দশাগ্রস্ত হ'ন বলিলে তাঁহাকে পাপীও বলা হইয়া থাকে। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে মায়াবাদিগণের যাবতীয় মতই ভগবানের নিন্দাজনক হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম ও তদ্‌গুণসমূহের ভেদ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের অর্থ সমাধান :—শ্রুতিতে যে ভেদদর্শনের নিষেধ হইয়াছে তাহা অনুমানও আগম প্রমাণ অসিদ্ধ ভেদজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে হইবে, অতএব ভেদদর্শন করিবে না ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ সূর্য্যাদি পদার্থ চক্ষুর দর্শনের যোগ্য ধর্ম্মবিশিষ্ট, বিষ্ণুর ধর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে, অতএব তাঁহার ও তদীয় ধর্ম্মের ভেদদর্শনের নিষেধ হইয়াছে। যথায় জ্ঞানের নিষেধ তথায় অর্থেরই অভাব, যথায় অর্থের অভাব তথায় জ্ঞানেরই নিষেধ এরূপ নিয়মহেতু বিষ্ণু ও তদীয়গুণের ভেদজ্ঞান করিবে না এইরূপ জ্ঞাননিষেধ-হেতু জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভেদেরও নিষেধই হইয়া থাকে। অতীন্দ্রিয় সর্ব্ববস্তুর প্রত্যক্ষকারী বিষ্ণু নিজের

কেশের পর্য্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মত্ব জানিতেছেন, অতএব তিনি স্বগত-ভেদ অঙ্গীকার করেন না, অতএব কল্পিত ভেদকে অঙ্গীকার কে করিবে ?

যথায় কালবিশেষে বস্তু নিষেধ তথায় বস্তুর অসত্তা নাই পরন্তু যথায় সর্ব্বদা নিষেধ তথায় বস্তুরই অসত্তা জানিতে হইবে, বস্তুর সর্ব্বথা নিষেধই অপ্রামাণিক বলিয়া কথিত হয়। যথা—ইদানীং ঘট দেখা যাইতেছে না এই বাক্যদ্বারা ঘটের সর্ব্বতোভাবে অসত্তা সিদ্ধ হয় না, শশশৃঙ্গ দেখা যায় না, এইরূপ নিষেধে তাহার সত্তাই নিষিদ্ধ হইতেছে। "বিষ্ণু ও তদীয় ধর্ম্মের ভেদ দর্শন করিবেন না"—এই শ্রুতিতেই কাল উল্লেখপূর্ব্বক নিষেধ না থাকায় সর্ব্বতোভাবে নিষেধের বিষয়ীভূত ভেদ পদার্থেরই অভাব জানিতে হইবে। সূর্য্যাদি দৃষ্টান্তে উদয়াদিকালবিশেষে দর্শননিষেধহেতু বস্তুসত্তার অভাব হয় না, অতএব বিচার করিলে তোমার দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষেই বিষম হইয়া থাকে।

যদি কোন পুরুষের সম্বন্ধে বলা হয় যে—"তাহার প্রতি দোষ দৃষ্টি করা উচিত নহে" তাহা হইলে যেরূপ তাহার দোষেরই অভাব বুঝায়, সেইরূপ বিষ্ণু সম্বন্ধেও ধর্ম্মের ভেদ দর্শন করিবে না এই নিষেধ বাক্যর দ্বারা ধর্ম্মের অভেদই সিদ্ধ হইতেছে। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" এই ভাগবত-বাক্যে দ্বিতীয় পদার্থের অভিনিবেশ-হেতু ভয় হয় এরূপ বলায় দ্বিতীয়পদার্থই নাই একথা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন।

"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাং" এইরূপ

ভাগবতের উক্তি হরি, হর ও ব্রহ্মার ভেদ নিষেধ করিবার জন্য এবং ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য তোমার মতে প্রমাণ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র ভেদের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই তোমার কার্য্য, অন্য অভিন্ন পদার্থে ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য এত আগ্রহ কেন? "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিবাক্য প্রথমেই ধর্ম্মভেদ নিষেধ করিয়া থাকে। এই বাক্যবলেও "বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ দর্শন করিবে না" ইত্যাদি বাক্য ভেদের অসত্তা হেতুই ভেদদর্শনের নিষেধ করিতেছে এইরূপ মনে হয়, অতএব বিষ্ণুর ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপই হইয়া থাকে। যথায় ধর্ম্মী বর্ত্তমানেও ধর্ম্মের নাশ হয় তথায়ই উভয়ের ভেদ হয়। ধর্ম্ম-নাশেও ধর্ম্মী বস্তুর বিনাশাভাবই ভেদের কার্য্য। পুরুষ স্বয়ং জীবিত থাকিয়াই হস্তদ্বারা শত্রু বিনাশ করেন। ঐক্য-প্রতিপাদক বাক্যবলবশতঃও ঐক্যবিরোধী বিষ্ণুসম্বন্ধীয় গুণ সকল পত্যিাজ্য ইহা বলিতে পার না।

বিরোধিগুণসকলের অভাবে ঐক্য শাস্ত্র-বোদ্ধ হইয়া থাকে, ঐক্য অবগত হইলে বিরোধিগুণের নাশ হয় এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। বিরোধিগুণের সত্তাদশায় প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ ঐক্য যোগ্যতার অভাবে বাক্যগোচর হয় না। বাক্য-প্রতিপাদিত অভেদ হইতেই গুণত্যাগ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ (তর্কদোষ-বিশেষ) স্পষ্টভাবেই হইয়া থাকে, অতএব ঐক্য বাক্যের অর্থান্তর বক্তব্য। সাদৃশ্যাদিরূপ গৌণ ঐক্য সম্ভব হইলে স্বরূপগত ঐক্য অঙ্গী-কার্য্য হয় না, শ্রুতিতে উক্ত সত্য নিত্যপ্রভৃতি গুণের ত্যাগ

সর্ব্বতোভাবে অনুপপন্ন (অযুক্ত)। অতএব ঐক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক গুণত্যাগ করা অথবা গুণ অঙ্গীকারপূর্ব্বক ঐক্য পরিত্যাগ উচিত তাহা চিন্তা করিয়া দেখ, নিষেধরূপ ঐক্য অঙ্গীকার করিয়া বিধিরূপ গুণের ত্যাগ করিলে নিষেধরূপ শূন্য অঙ্গীকার করিয়া বিধিরূপ ব্রহ্মের পরিত্যাগও প্রসঙ্গলব্ধ হইয়া থাকে।

গুণের সম্বন্ধে যে সত্যত্ব শ্রুত হয় উহা ব্যবহারিক এবং নিত্যত্ব অর্থ চিরকাল অবস্থিতি পরন্তু নাশশূন্যতা নহে যদি এইরূপ বলা যায় তাহা হইলে তাদৃশ সত্যত্ব এবং নিত্যত্ব ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও হউক। সন্দিগ্ধ শ্রুতিবিষয়ক নির্গুণতা আশ্রয় করিয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মসকলের ব্যবহারিকতা-কল্পনে শক্তি আছে কি? পঙ্কমধ্যে আরূঢ়স্তম্ভের ন্যায় নৈর্গুণ্যশ্রুতির অর্থও চঞ্চলই হইয়া থাকে। ব্যবহারিকতা স্বীকার করিলেও তাহাদের (গুণসকলের) বাধ না হওয়ায় সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে, বাধ অঙ্গীকার করিলে বাধিতার্থ প্রতিপাদক শ্রুতির অপ্রমাণ্য হয়, অতএব উভয়বক্যের প্রামাণ্যের অনুকূল অর্থই বক্তব্য। ব্রহ্মস্বরূপের নাশাভাবদশায় তাঁহার গুণসকলের নাশ কিরূপে সম্ভবপর, ঘটের ছিদ্র না থাকিলে তদীয় জলাহরণ-যোগ্যতা-রূপ ধর্ম্মের নাশ কিরূপে হইতে পারে? "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" এই শ্রুতি স্পষ্টভাবে গুণসকলের স্বাভাবিকত্বই বলিতেছেন।

পার্থিব গুণনাশ পীলুপাক বা পীঠরপাকবশতঃ হয় বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তন্মধ্যে পীলুপাকে ধর্ম্মীরই নাশ এবং পীঠরপাকে পূর্ব্বধর্ম্মনাশদ্বারা ধর্ম্মান্তর উৎপত্তি স্বীকৃত হয়।

(ঘট প্রথমতঃ অপক্ক অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ থাকে অগ্নিসংযোগে তাহার ঐ কৃষ্ণগুণের অভাব হইয়া রক্তগুণ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ অগ্নিসংযোগে পরমাণু পর্য্যন্ত ঘটাবয়ব ভগ্ন হয়, পশ্চাৎ পরমাণুসকলে অগ্নির পাকদ্বারা রক্তরূপের উৎপত্তি এবং রক্ত পরমাণুদ্বারা রক্ত ঘটান্তরের উৎপত্তি হয়, অতএব এই পীলুপাকবাদির মতে পরমাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘট'টীই অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ধর্ম্মীরই নাশ হয়। পীঠরপাক-মতে—ধর্ম্মী ঘটাবয়ব নষ্ট না হইয়া পাক-বশতঃই রূপান্তরের উৎপত্তি হয়।) উভয়মতেই ধর্ম্মী বিদ্যমান থাকিলে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মনাশ স্বীকৃত হয় নাই, উৎপন্নদ্রব্য ক্ষণকাল পর্য্যন্ত গুণক্রিয়াশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এইরূপ তার্কিক-গণের বচন কেবলমাত্র দুরাগ্রহমূলক, তদ্দ্বারা পটোৎ-পত্তিকালে শুক্লরূপের নাশ ক্ষণকালও দেখা যায় না। ধর্ম্মীর বিকার হইলে ধর্ম্মেরও বিকার হয়, ধর্ম্মী অবিকৃত থাকিলে ধর্ম্মসকলও অবিকৃতই থাকে, জলীয় পরমাণু সকলের শুক্লত্ব নাশ কোথাও হয় না। পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার পাকদ্বারাও পাকের অযোগ্যবস্তুতে বিকার হইতে পারে না। হরিও অগ্নিমধ্যে অবস্থান করেন, অগ্নিকে ভক্ষণ করেন, তথাপি নিত্য-মুক্তত্বহেতু তাঁহার বিকার নাই। অতএব বিষ্ণুর নিত্যমুক্ত চেতনত্বনিবন্ধন তদীয় রূপ, সৌন্দর্য্য, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, পরাক্রম, স্বাতন্ত্র্য, বশিত্ব এবং ঈশত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণই নিত্য। এই সকল গুণ অন্য কাহারও নিকট হইতে বরপ্রভৃতি কোন উপায়ান্তর দ্বারা লব্ধ নহে, এই সকল নিরুপাধিকগুণের ধর্ম্মী-

নাশ-পর্য্যন্ত নাশ সম্ভব নহে। লোকমধ্যে মানসিকজ্ঞান বিনষ্ট হইতে দেখা যায়, তথাপি অন্য একটী জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, অথবা বিনষ্টজ্ঞানের সংস্কার থাকে, পরন্তু সাক্ষী জ্ঞান নিত্য পদার্থ। মনেরও মনস্ত্ব, অণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম নিত্য, অতএব ধর্ম্মী বিদ্যমান থাকিতে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের সংহার কোথাও দেখা যায় না। কুত্রচিৎ ধর্ম্মী নষ্ট হইলেও প্রতিযোগিতা-প্রভৃতি তদীয় ধর্ম্মের নাশ কুত্রাপি দেখা যায় না, অতএব ধর্ম্মী থাকিতে ধর্ম্মনাশ কোথাও সম্ভবপর নহে। রজতভ্রমস্থলে ধর্ম্মী রজতের বাধাসত্ত্বেই রজতত্ব-রূপ ধর্ম্মের বাধা দৃষ্ট হয়, অতএব লৌকিক রীতি-অনুসারেও সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুধর্ম্মের বাধা অসম্ভব।

ঘটাদিবস্তুগত সকলধর্ম্মই ধর্ম্মিসত্তা সমানকালীন হইয়া থাকে, অতএব বিষ্ণুগত ধর্ম্ম সকলও তদীয় সত্তার সমকালীনই নির্ণীত হয়। শাস্ত্র বা লোকমধ্যে অদৃষ্টবিষয়ককল্পনায় তোমার দুরদৃষ্টই হইয়া থাকে, নিত্যসত্যধর্ম্মীতে ধর্ম্মও নিত্য-সত্যই হইয়া থাকে। যদিও আকাশের শব্দগুণ অনিত্য তথাপি ভেরী তাড়নাদি উপাধি-জন্যত্ব-হেতু উহা ঔপাধিকগুণ বলিয়াই স্বীকার্য্য পরন্তু আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে। যেহেতু নৈয়ায়িক শব্দ, বুদ্ধি এবং কর্ম্মকে ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া থাকেন, অতএব তদ্দ্বারাও শব্দ আকাশের স্বাভাবিক গুণ নহে ইহা জানা যাইতেছে। পরমাণুর অণুত্ব, গগনের মহত্ব এবং অবকাশপ্রদত্ব এই সকলই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহারা কখন নষ্ট হয় না, অতএব স্বাভাবিক ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মিবস্তুর

নাশকালেই নষ্ট হয়। শ্রুতি স্মৃতিকেও স্বাভাবিকরূপে শ্রুত হরির ধর্ম্মসমূহ সত্য, নিত্য এবং অমায়িক। অবিদ্যা ও বিদ্যার মধ্যে বিরোধ-হেতু শ্রীহরির বিদ্যা, শক্তি, তেজঃ, বল প্রভৃতি ধর্ম্ম অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত হইতে পারে না, বিষ্ণু যেরূপ অমায়িক, তদীয় ধর্ম্মসকলও সেইরূপ অমায়িকই হইয়া থাকে। সত্যত্ব, স্বাভাবিকত্ব এবং নিত্যত্ব-হেতু বিষ্ণুর যাবতীয় ধর্ম্মই ব্রহ্মের ন্যায় অমায়িক এইরূপ অনুমানও অমায়িকত্ব সাধন করিয়া থাকে।

জবাকুসুম প্রভৃতি উপাধি নিজগত রক্তধর্ম্মই দর্পণাদিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, জবাকুসুমে রক্তিমা না থাকিলে দর্পনেও তাহার প্রতিফলন হইতে পারে না, এইরূপ মায়া-ভিন্নত্ব, অজড়ত্ব, সত্তা, চিন্ময়ত্ব, আত্মত্ব, ব্যাপ্তত্ব, নিত্যশুদ্ধত্ব এবং নিত্যমুক্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম জড়ভূত অবিদ্যায় সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ, অতএব অবিদ্যা নিজ মধ্যে অবিদ্যমান গুণসকল কিরূপে ব্রহ্মবস্তুর উপর আরোপ করিতে পারে এবং সেই ধর্ম্মসকলই বা কিরূপে ঔপাধিক হইতে পারে?

জীবগত-মায়াবন্ধন অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ নহে যেহেতু অবিদ্যায় উহা নাই, যদি জীবগত মায়াবন্ধনই ঔপাধিক না হয় তাহা হইলে সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি বিষ্ণুধর্ম্মসকল কিরূপে ঔপাধিক হইতে পারে? ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে "ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের দৃষ্টি স্বল্পমাত্রও মায়াদ্বারা সম্বন্ধ হয় না ইহা জানা যায়। অতএব বিষ্ণুর দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সর্ব্বদা স্বাভাবিক এবং নিত্য।

বিম্ব ও প্রতিবিম্বের স্বারূপ্য ঃ জীবগণের প্রতিবিম্বত্ব-হেতু বিম্বভূত বিষ্ণুই তাহাদের উপাধি স্বধর্ম্মারোপিণী মায়া কেবলমাত্র স্ফটিকাদির ন্যায় নিমিত্তই হইয়া থাকে পরন্তু বিম্বরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ উপচারবৃত্ত্যনুসারে (লক্ষণাদ্বারা অর্থবোধ) মায়াও উপাধি বলিয়া কথিত হয়। অতএব বিম্বভূত বিষ্ণুর গুণসকলই জীবে দৃশ্য হইতে পারে, অন্যের গুণ দৃশ্য হইতে পারে না, যেরূপ সূর্য্য-প্রতিবিম্বগত-প্রভা বিম্বগত সূর্য্য হইতেই হইয়া থাকে। বিম্বভূত-বিষ্ণুর গুণসকল নিরুপাধিক, বিষ্ণুর নাশ হইলে উহাদেরও নাশ সম্ভবপর, বিষ্ণুর নাশ না হইলে উহাদেরও নাশের অভাব হইয়া থাকে। প্রতিবিম্বভূত নিখিলজীবের বিম্বভূত বিষ্ণু আমাদের সিদ্ধান্তে পরমব্রহ্ম নামে কথিত, তিনি সত্য ও নিত্য, কখনও নির্গুণ নহেন। বিষ্ণু স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট, যেহেতু তিনি সগুণ প্রতিবিম্বভূত-জীবের বিম্বস্বরূপ, যেমন জবাকুসুম, এই অনুমান দ্বারা আমি স্বগুণত্ব সাধন করিতে সমর্থ। "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণত্ব বলিয়া থাকেন, তিনিই তোমার মায়া উপাধিযুক্ত (শবল) ব্রহ্মের বিম্বস্বরূপ, তিনিই আমাদের প্রভু। বিম্বসম্বন্ধে স্বাভাবিকগুণের নিয়মহেতু তোমার ও আমার পক্ষে সগুণব্রহ্মই গতি, তুমিও নির্গুণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।

নির্গুণ ব্রহ্মের নিরাকরণ ঃ—স্বাভাবিকগুণবিশিষ্ট বিম্বভূত-সগুণ-ব্রহ্ম এবং ঔপাধিকগুণবিশিষ্ট প্রতিবিম্বভূত সগুণব্রহ্ম এইরূপ ব্রহ্মদ্বয় কল্পনা করিলে গৌরব দোষ ঘটে, একটী মাত্র

সগুণ ব্রহ্মের স্বীকারেই আবশ্যক সিদ্ধি হয় বলিয়া তাদৃশ স্বীকার করিলেই তুমি লোকে গৌরবভাজন হইতে পার।

মায়াবিদ্যা-বিশারদব্যক্তিকর্ত্তৃক মায়াবলে প্রদর্শিত বস্তু-সকল মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা প্রযত্নাদি গুণসকল মায়িক হয় না। এইরূপ বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রপঞ্চ মায়িক হইলেও তদীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, শক্তি, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, ভার্য্যা এবং ধামপ্রভৃতি বস্তুসকল অমায়িকই হইয়া থাকে।

গুণবান্ মহাপুরুষগণের গুণস্তুতি করিলে নিজেরও মহাফল প্রাপ্তি হয়, যেহেতু বিষ্ণুর গুণসকলের সত্যত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদন-দ্বারা বিশ্বসৌরভে প্রতিপাদ্যমান বিশ্বসত্যত্ব বিষয়ের অর্দ্ধেকভার অবসান হইয়াছে। বিশ্বসৌরভের অন্তঃপাতী ভগবানের গুণসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতির বিচারব্যতীত কেবলমাত্র লৌকিক-বিচারদ্বারাই সত্যরূপে সিদ্ধ হওয়ায় অর্দ্ধেক ভার দূর হইয়াছে।

"নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্য-ভোগোপকরণাচ্যুত" পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মা এই বচন দ্বারা প্রভু বিষ্ণুকে নিত্যজ্ঞানাদিবিশিষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "ন যত্র মায়া" এই ভাগবতবাক্যের দ্বারা মায়া-স্পর্শশূন্য বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর মহিমা অবগত হওয়া যায়, এতাদৃশ লোকমর্য্যাদা এবং শ্রুতি স্মৃতিমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর ধর্ম্মনাশ কিরূপে বলিতে পার? অতএব বিষ্ণুর জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই স্বাভাবিক, বিষ্ণুর অবিনশ্বরত্ব-হেতু তাহারাও অবিনশ্বর। বিষ্ণুধর্ম্মের বাধরাহিত্য-হেতু তদ্‌বিরুদ্ধ তোমার

ঐক্যবাদই বাধ্য হইয়া থাকে। ঐক্যের অন্যথাসঙ্গতি হয় না বলিয়া গুণ পরিত্যাগরূপ অর্থাপত্তিকল্পনা তোমারই অনর্থকারণ হইয়া থাকে। কারণব্যতীত গুণ পরিত্যাগ করিলে তোমার পাণ্ডিত্যেরই নাশ হয়, গুণসমূহের অপরিত্যাগে তোমার নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব পরোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার অনাবশ্যক ও অশ্রৌত, "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য" এই শ্রুতি সগুণব্রহ্মেরই প্রকাশ করিতেছেন।

"একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা" এই শ্রুতি ও সর্ব্বাধারত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমব্রহ্মেরই স্তব করিতেছেন। যেহেতু বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধাররূপে শ্রুত হইতেছেন সেইজন্য তোমার নির্গুণ বহ্ম ব্যর্থই হইয়া যায়। "যো নঃ পিতা বিধাতা" এই শ্রুতিও বিষ্ণু জগৎকর্ত্তা এবং মোক্ষদাতা ইহাই বলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম কেবলমাত্র ভোগেরই জন্য, পরন্তু কোন কার্য্যকারী নহেন।

"এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ" এই ভাগবত-বাক্যে বিষ্ণুরই মোক্ষদান শক্তি অবগত হওয়া যায়। তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম মোক্ষেরও প্রয়োজক নহে। শ্রুতিসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী একব্রহ্ম এবং তোমার অভিমত নির্গুণ একব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মদ্বয়ের অঙ্গীকারে ব্রহ্মে দ্বৈতকল্পনাদ্বারা তোমার অপসিদ্ধান্তরূপ অনর্থই হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত যুক্তি-অনুসারে সগুণব্রহ্মের নির্গুণত্ব কখনও হইতে পারে না, অতএব তোমার পক্ষে অন্য একটী নির্গুণ ব্রহ্ম কল্পনা করিলে ব্রহ্ম-বিষয়ক দ্বৈতভাবাপত্তিদ্বারা তোমার সিদ্ধান্তহানি অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে অনবসর-হেতু দুঃস্থ, প্রয়োজনশূন্য এবং অনর্থকারী অন্য একটী ব্রহ্ম কোন বিদ্বান্‌ই স্বীকার করিতে পারেন না।

বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদনে মহাভারত এবং ভাগবতের প্রমাণ :—মহাভারতের অনেক বাক্য বিষ্ণুরই পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তন্মধ্যে যথা—"নারায়ণের সমান-বস্তু ভূত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকালে অন্য কেহই নাই, এই সত্য-প্রতিজ্ঞাদ্বারা সর্ব্ববিষয় সাধন করিব।" "জগতে ক্ষর এবং অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ বর্ত্তমান, ব্রহ্মা প্রভৃতি নিখিলজীব নশ্বরদেহযুক্ত বলিয়া 'ক্ষর' নামে অভিহিত, লক্ষ্মীদেবী নিত্য-দেহবিশিষ্ট-হেতু অক্ষরা বলিয়া প্রসিদ্ধ।" "ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে ভিন্ন উত্তমপুরুষ বিষ্ণু পরমাত্মা-নামে কথিত, সর্ব্বতোভাবে অবিনশ্বর মহাপ্রভু ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া পালনকার্য্য সাধন করিতেছেন।" "যেহেতু আমি ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, সেইজন্য পৌরুষেয় গ্রন্থ এবং অপৌরুষের বেদশাস্ত্রে পুরুষোত্তম-নামে প্রসিদ্ধ।" এইরূপ বহুবাক্য বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব ও পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। যাবতীয় ধর্ম্মশূন্য তোমার অভিলষিত নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ?

"সত্য, শৌচ, দয়া, দান, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জ্জব, শম, দম, তপঃ, সাম্য, সহিষ্ণুতা, উপরতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, নৈপুণ্য, কান্তি, সৌভাগ্য, মৃদুতা, ক্ষমা, প্রগল্‌ভতা, বিনয়, শীল, সহন

ওজঃ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অনহঙ্কার প্রভৃতি অনেক গুণ মহত্বপ্রার্থী জনগণের প্রার্থণীয়, এই সকল গুণ যে ভগবানে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়া কদাচিৎও নষ্ট হয় না, এতাদৃশ গুণাধার শ্রীপতি কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কলিস্পৃষ্ট এই লোক-দর্শনে আমি শোক করিতেছি।" ভাগবতে ধরিত্রীদেবী ধর্ম্মের সহিত এইরূপ সংবাদ-প্রসঙ্গে গুণসকলের নিত্যত্ব পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন। তাদৃশ কৃষ্ণ কিরূপে নির্গুণ হইতে পারেন? ধরিত্রীদেবী সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুর বিষয়ে পূজ্য সদ্‌গুণসমূহ বর্ণন করিয়া জড় হেয়গুণসমূহের অভাবই নির্গুণ-শ্রুতির অর্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। "আমি অনন্তগুণশালী, আমার এক একটী গুণও অনন্ত, এইরূপ বিগ্রহও অনন্ত, আমার নাভিদেশ সঞ্জাত পদ্ম হইতে চতুর্ম্মুখ উৎপন্ন হইয়াছেন।" শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে নিজের গুণ, দেহ এবং অবতারের অনন্তত্ব বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেশ, কাল এবং গুণ-দ্বারা অনন্ত, অতএব তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম কোন্ দেশে কোন্ কালে আত্মলাভ করিতে পারেন? তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও গুণ হইতে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জায় শশকের শৃঙ্গদ্বয়-মধ্যে লীনভাবে অবস্থান করিতেছে। নিখিল-ধর্ম্মশূন্য নির্গুণ ব্রহ্ম বস্তুতঃই বর্ত্তমান আছে, তাহার দর্শন মাত্রেই জীবেরও বস্তুতঃই সর্ব্বধর্ম্মবিনাশরূপ মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু নির্গুণবাদী নির্গুণ ব্রহ্মের মোক্ষসাধকত্ব বলেন, অতএব ধর্ম্মশূন্য ঐ ব্রহ্মে প্রমাণগম্যত্ব এবং জ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ ধর্ম্মদ্বয়

অবশ্যই লব্ধ হইতেছে। এইরূপে প্রমেয় এবং দৃশ্যপদদ্বারা ব্রহ্মের বাচ্যত্ব অঙ্গীকার্য্য, অন্যথা লক্ষ্যত্ব অঙ্গীকার করা উচিৎ, শক্তি বা লক্ষণা-দ্বারা তাঁহার পদার্থত্ব-লাভ হইতেছে। এইরূপ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি অসদ্‌বস্তুর নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মের বস্তুত্বও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসকলের আবশ্যকতা-হেতু নির্গুণ-ব্রহ্মসাধক তুমি স্বয়ংই সধর্ম্মক-ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া তাহার স্বরূপ নষ্ট করিয়াছ, নির্গুণ-ব্রহ্মসাধক তুমিই তাদৃশ ব্রহ্মের বাধকই হইয়াছ, অন্যের তাহার নিরাকরণের আর প্রয়োজন নাই। মৃন্ময়পদার্থের স্বরূপ জলাদিমগ্ন হইলে তদীয় রূপও মগ্ন হইয়া থাকে, এইরূপ ব্রহ্মনাশ হইলে তাহার ধর্ম্মনাশও অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্ম সধর্ম্মকরূপে সিদ্ধ হইবেন ভয়ে যদি প্রমাণ না বল, তাহা হইলে তৈলহীন দীপের ন্যায় তাঁহার উত্থানই অসম্ভব। "বৃহন্তো হ্যস্মিন্ গুণাঃ" এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-শব্দের "গুণপূর্ণত্ব" অর্থ সিদ্ধ হয়। তাদৃশ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বলিলে 'ব্রহ্ম নির্গুণ' এই পদদ্বয়েরই পূর্ব্বোত্তর বিরোধ হয়। প্রমাণসকল ব্রহ্মের স্বরূপ-মাত্র জ্ঞাপন করিয়া যদি নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের ধর্ম্মনাশের জন্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত প্রমাণসকল দ্বারা জ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধিই হইয়া থাকে, নির্গুণ-ব্রহ্মাশ্রিত ধর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞাপক হইলে ব্রহ্মের ধর্ম্মাশ্রয়ত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রমাণসকল যদি অন্যনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় ধর্ম্মসকলও অন্যত্রই হইয়া থাকে, মিথ্যাভূত প্রমাণসকল যদি জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে জ্ঞাপনীয় বস্তুও মিথ্যাই হইয়া থাকে। আরোপিত

ধূমদর্শনে অনুমিত অগ্নিও যেরূপ আরোপিতই হয়, শূদ্রস্ত্রী-প্রসূত কুমারও যেরূপ শূদ্রই হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত প্রমাণ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মও মিথ্যাই হইয়া থাকে। প্রমাণ-সকলের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকারও দুর্ব্বলাশ্বের খুরাঘাত অপেক্ষা রাজকীয় অশ্বের খুরাঘাতের ন্যায় অধিক ব্যথা-জনক; যেহেতু প্রাতিভাসিক সত্তা-স্বীকারে বিশেষ্যমাত্র ব্যতীত কেবলমাত্র আরোপ্য বস্তুরই বাধা হইয়া থাকে, পরন্তু মিথ্যাত্ব-স্বীকারে সর্ব্বতোভাবে বস্তুসত্তার বাধা-নিবন্ধন মহা অনিষ্টই হইয়া থাকে। তোমার মতে, ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত পদার্থের বাধা হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্যই ব্যবহারিক পদের অর্থ। প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক, এই উভয়ের মধ্যে একটী ধর্ম্ম সমান এই যে, উভয়েই ত্রৈকালিক-সত্তা-শূন্য। ব্রহ্মজ্ঞানেও বিশেষ ফল কিছুই নাই, প্রাতিভাসিক পদার্থের ন্যায় ব্যবহারিক পদার্থও ত্রৈকালিক-সত্তা-শূন্যই হইয়া থাকে, অতএব ব্যবহারিক সত্তা-শব্দে কেবল একটী নামের আড়ম্বর মাত্র। তুমি যে ব্রহ্মগুণের বাধা বলিয়াছ, ঐ বাধ-পদার্থের বাধ হয় কিনা? যদি বাধ থাকে, তাহা হইলে গুণসকল অবাধিতই সিদ্ধ হয়; যদি বাধ না থাকে, তাহা হইলে বাধ নিত্যপদার্থ বলিয়া অদ্বৈতবাদের হানিই হয়। বাধ পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ বলিলে ব্রহ্ম পুনরায় ধর্ম্মীই হইয়া পড়েন, তাহা হইলে জড়ত্ব, ভাবপ্রতীতি-সাপেক্ষত্ব, অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া থাকে। অভাবত্বের প্রয়োজক ধর্ম্মসকল ব্রহ্মে যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিষেধরূপত্বও হইতে

পারে না, সেইজন্য ব্রহ্মগুণসমূহের নিষেধ হইতে না পারায়, তাহারা অসৎও হয় না।

নির্গুণত্ব যদি শাস্ত্র-বোধ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-রূপ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ধর্ম্মহীন হইতে পারিলেন না। নির্গুণত্ব যদি শাস্ত্র-বোধ্য না হয়, তাহা হইলে স্বতঃই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল না, অতএব সদ্‌গুণসিন্ধু বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম,—এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বমনোরম।

ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদনে শাস্ত্র-প্রমাণঃ—"যে মার্গ অবলম্বনে ভগবান্ বিষ্ণু আরাধিত হ'ন, উহাই নিষ্কণ্টক মার্গ"। এইরূপ মহাভারত-বাক্য দ্বারা বিষ্ণুবিহীন আগমের কুমার্গত্ব উক্ত হইয়াছে; অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ম্মূলক। এই ভারত-বাক্য দ্বারা অবৈষ্ণব পুরাণ, অবৈষ্ণব মত, এবং অবৈষ্ণব শ্রুতি-সকলের কুমার্গত্ব সিদ্ধ হইল। বিষ্ণুর পূজ্যতা ও স্বামিত্ব-প্রতিপাদক পন্থাই নিষ্কণ্টক ও বিশুদ্ধরূপে সিদ্ধ হইল। ভারতবাক্যে "সম্পূজ্যতে" এই পদে "সম্" এই উপসর্গদ্বারা নির্গুণত্ব প্রভৃতি অসম্যক্ ভাবের নিষেধ এবং উত্তমত্বরূপে আরাধনা-প্রতিপাদন-হেতু ভেদ সাধিত হইল, সাম্যভাবে পূজাও নিষিদ্ধ হইল।

পুরাণসকলের মধ্যে শৈব পুরাণ—শিববিষয়ক, ব্রাহ্ম পুরাণ—ব্রহ্মবিষয়ক এবং বৈষ্ণবপুরাণ—বিষ্ণুবিষয়ক। ত্রিবিধ পুরাণ ত্রিবিধ দেবতার বিষয়ক বলিয়া নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক পুরাণ নাই; পুরাণসকল শ্রুতির অর্থস্বরূপ বলিয়া উহাদের বাক্য শ্রুতিবাক্যই হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব

অপেক্ষা অতিরিক্ত নির্গুণ-ব্রহ্ম লোক বা পুরাণ সম্মত নহে। ইতিহাস এবং পুরাণানুসারেই বেদর্থের বিস্তার করিবে। অল্পজ্ঞ লোকের নিকট বেদ সর্ব্বদাই আত্মবিনাশ-ভয়গ্রস্ত। এই স্মৃতিবাক্য-অনুসারে পুরাণও মহাভারতাদির অনুসরণেই বেদার্থ বিচার করিলে শ্রুতিতেও বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ হন। বেদ, মূলরামায়ণ এবং মহাভারতে আদি, অন্ত্য এবং মধ্যভাগে সর্ব্বত্র বিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। "জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিবচন আমার উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধান করিয়াছেন, ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি শ্রুতিবচনও ইন্দ্রাদি যাবতীয় নামে আমারই অভিধান করিতেছেন, "চত্বারি শৃঙ্গানি" ইত্যাদি বাক্যসকল আমাকেই নানাকৃতিবিশিষ্টরূপে বিকল্প করিতেছে, "মা হিংস্যাৎ" নিষেধবচন ও আমাকে উদ্দেশ করিয়াই হিংসা নিষেধ করিতেছে। এইসকল বাক্যের অর্থ এক আমিই অবগত; অন্য কেহই জানিতে পারে না, সর্ব্ববেদে একমাত্র আমিই জ্ঞেয়বস্তু "শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বচনদ্বারা নিজের উত্তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বোদাহৃত মহাভারতীয় বচনসমূহ মধ্যভাগে উদাহৃত ভাগবতীয় বচনসমূহ এবং অন্ত্যে উহাহৃত গীতা-বচনসমূহ হইতে বিষ্ণুই সর্ব্ববেদের বিষয়রূপে নিশ্চিত সিদ্ধ হইলেন। বেদমধ্যগত নির্গুণ উক্তিও বিষ্ণুকেই প্রভুরূপে কীর্ত্তন করিতেছে; "নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽভয়োঽচিন্ত্যোঽচলোঽচ্যুতঃ" ইত্যাদি বিষ্ণুর সহস্রনাম-মধ্যে তদীয় অনেক গুণসমূহের অন্তর্গত নির্গুণত্ব বলা হইয়াছে।

নির্গুণত্বে ব্যাহতি ঃ—শ্রুতিরূপিণী রাজনন্দিনী স্মৃতিরূপিণী

সখীর বশীভূতা হইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট মার্গেই গমন করেন, পরন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে কখনও ভ্রমণ করেন না। তুমিও সকল-বৈদিকপদের ও বাক্যের অখণ্ডার্থ-ব্রহ্মস্বরূপ-পরত্ব বলিয়া থাক; এইরূপে গুণাভাবাদি-বিশিষ্টার্থপরত্ব তুমিও স্বয়ং স্বীকার কর না। ইদানীং নির্গুণপদের গুণাভাব-বিশিষ্টার্থপরত্বের অঙ্গীকার-হেতু তোমারই অপসিদ্ধান্ত হয়, এইরূপে তোমার ঐক্য বা নির্গুণত্ব কুত্রাপি সিদ্ধ হয় না। এইরূপে শ্রুতিসমূহের স্বার্থপ্রতিপাদনরূপ আহার লুপ্ত করিয়া তুমি তাহাদের বধসাধনই করিতেছ। আমরা জড়গুণাভাব-প্রতিপাদনরূপ কুভোজ্য প্রদান করিয়াও কথঞ্চিৎ তাহাদিগকে জীবনদান করিতেছি। সর্ব্বতোভাবে অর্থনাশ অপেক্ষা অর্থের কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ,—এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্গুণবাক্য মনস্ত গুণকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রাকৃত গুণত্রয়েরই পরিত্যাগ করিতেছেন। ঘট যেরূপ মুক্ত বলিয়া ভাবধর্ম্ম-সকলের আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাও মুক্ত বলিয়াই ভাবধর্ম্মসকলের আশ্রয়—এইরূপ অনুমান ব্রহ্মের সগুণত্বই সাধন করিয়া থাকেন। অনুমানের হেত্বভূত মুক্তত্বপদের অর্থ কেবলমাত্র বদ্ধ না লীলাধীকরণত্বই জানিবে। বস্তুতঃ বদ্ধচেতনেরই সম্ভব, অতএব ঘটে ও মুক্ত পুরুষে তাদৃশ বদ্ধাভাব বর্ত্তমান। অভাবরূপধর্ম্ম অদ্বৈতবাধক হয় না,—এইরূপ তোমার মতেও বদ্ধাভাবরূপ মুক্তত্ব ব্রহ্মে। বর্ত্তমানই আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মুক্ত পুরুষে বদ্ধাভাব অবশ্যই স্বীকার করেন। ব্রহ্মে যদি মুক্তত্বধর্ম্ম না থাকে তা' হইলে বদ্ধ পুরুষের ন্যায় বদ্ধত্ব-

ধর্ম্মপ্রাপ্তিবশতঃ মহা অনিষ্টই উপস্থিত হয়। শুদ্ধমতে ব্রহ্মের বদ্ধত্ব নাই, তথাপি পরসম্মত হেতুদ্বারা কেবলমাত্র পরপক্ষকে দোষ দেওয়াই হইল অথবা ভক্তগণের ভক্তিপাশবদ্ধত্ব এবং ভক্ত-বিষয়ক করুণাবদ্ধত্ব ভগবানে বর্ত্তমান আছে। যদি ব্রহ্মে বদ্ধত্ব বা মুক্তত্ব কিছুই নাই বল, তাহা হইলে উভয়ধর্ম্মের অভাব-হেতু তিনি ঘটতুল্যভাবধর্ম্মেরই আশ্রয় হইয়া পড়েন, কিন্তু নিত্যমুক্ত বিষ্ণু এবং ঘটমধ্যে বদ্ধ অথবা বদ্ধধ্বংসরূপ মুক্তত্ব বর্ত্তমান নাই। ঘটের অংশ বিশেষ (কপাল) ঘটাভাবের অর্থাৎ ঘটভগ্ন হইলে অবশিষ্ট অংশ যেরূপ ঘটের অভাবের আধার বলিয়া অভাব-ধর্ম্মবিশিষ্ট সেইরূপ সমস্ত বস্তুর অভাবের আধার স্বরূপ তোমার ব্রহ্মও অভাবধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে দৃষ্যভাবে নির্ণীত হইলেন। সর্ব্বধর্ম্মের অভাব হইলেও অভাবের আধারত্বরূপধর্ম্ম তাহাতে বর্ত্তমানই থাকে। অতএব এই হেতু কখনও সাধ্যব্যভিচারী বা অসিদ্ধ হইতে পারে না। এতাদৃশ হেতু যদি পক্ষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে তাহা হইলে ভাবধর্ম্মেরই সাধন করিয়া থাকে। যদি পক্ষেই অবস্থান করে তাহা হইলে স্বাশ্রয়ত্বরূপ ভাবধর্ম্মস্থাপন করিয়া থাকে, অতএব এতাদৃশ যুক্তি অনুসারে কোন স্ত্রীসমাগমেই ব্যভিচার দোষ হয় না, যেহেতু সকলেই গান্ধর্ব্বরীতিতে নিজের পরিণীতাই হইয়া থাকে। মুক্তত্ব ভাবধর্ম্ম বলিয়া তৎসত্তাবশতঃ ভগবান্ ধর্ম্মী হ'ন না কি? এতাদৃশ অভাবাধারত্বরূপ হেতু অর্দ্ধনারীশ্বরতুল্য প্রথমভাগে অভাবরূপ এবং অন্ত্যভাগে ভাবরূপ; অতএব স্বাশ্রয়স্থলে

শিরোভূষণ ভাবধর্ম্মই নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সমস্ত মুক্ত গণেরও অভীষ্ট নিত্যত্ব, ধর্ম্মশূন্যত্ব, স্বরূপত্ব, অবাধ্যত্ব আনন্দরূপত্ব, দুঃখবিরোধিত্ব, জ্ঞানরূপিত্ব, অজ্ঞানশূন্যত্ব এবং নিত্যশুদ্ধত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলকে কেহই বিষ্ণু হইতে নিবারণ করিতে পারে না, যদি এই সকল ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা না যায় তাহা হইলে ব্রহ্মের শূন্যত্ব নিরাকরণে কেহই সমর্থ নহেন। ব্রহ্মে ব্যবহারিক ধর্ম্ম আছে তোমার এবম্বিধ বচনও ব্যাহত, ত্রিকালসত্তাশূন্যত্বই ব্যবহারিকপদের অর্থ। অতএব "ত্রৈকালিক অবর্ত্তমান বস্তু আছে" এই কথা বলিলে বাক্য ব্যাঘাত হয় না কি? ব্যবহারিক পদার্থ সম্বন্ধে মুক্তত্ব ব্যাহত হইল অতএব ব্রহ্ম মুক্ত পরন্তু তাহাতে মুক্তত্ব ধর্ম্ম নাই এইরূপ বলিলে পুনরায় ব্যাঘাত দোষ ঘটিয়া থাকে। "এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পরন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব নাই এই গোসম্পদ্ বিশিষ্ট পরন্তু ইহার গো নাই, এই ব্যক্তি ধনী পরন্তু ইহার ধন নাই, ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ব্রহ্ম মুক্ত, সত্য, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে মুক্তত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানময়ত্ব, আনন্দস্বরূপত্ব বর্ত্তমান নাই এরূপ কথা কোন্ উন্মত্ত বলিয়া থাকে? অতএব নির্গুণ বাণী ব্যাহতিরূপা স্বৈরিণীর গৃহে প্রবেশই করেন না যদি তোমার দুঃসঙ্গবশে প্রবেশ করেন তাহা হইলে স্বৈরিণীর সঙ্গদোষে নির্গুণাখ্যধর্ম্মপ্রতিপাদন-হেতু ব্যাহতা হইয়া দুষ্টা হয়। যদি নির্গুণবাণী ব্রহ্মে নির্গুণত্ব-রূপধর্ম্ম সন্নিবেশ করে তাহা হইলে আমার অনুমানের সাধিকাই হইবে। যদি তাহার সন্নিবেশ না করে তাহা হইলে সাধিকা

কিংবা বাধিকা কিছুই হয় না। ছত্রধারী রাজপুরুষে ছত্রব্যতীত ছত্রছায়ার বিরোধী সূর্য্যতাপের নিবারণ সম্ভব হয় না, এইরূপ নির্গুণ পদদ্বারা নির্গুণত্বরূপ ধর্ম্মের আরোপ ব্যতীত গুণাভাববিরোধিগুণের নিবারণ করিতে সামর্থ্য নাই। পূতনা রাক্ষসী যেরূপ শব্দ উচ্চারণমাত্রেই সকলকে ভীত করিয়াছিল সেইরূপ এই নির্গুণ শ্রুতি রাক্ষসী নহে যে শব্দ-মাত্রেই লোকভীতি উৎপন্ন করিবে।

'আনন্দরূপমমৃতম্ ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুর সুখ এবং রূপ কীর্ত্তন করিতেছেন। ব্রহ্মের সুখরূপত্ব না থাকিলে উক্ত শ্রুতি-সঙ্গত হয় না। যেরূপ ব্রাহ্মণরূপত্বশূন্য শূদ্র ব্রাহ্মণরূপ হয়না সেইরূপ সুখরূপত্বশূন্য ব্রহ্ম সুখরূপও হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ সুখজ্ঞান প্রভৃতি পদসকলকে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মপর বলিয়া থাকেন। পরন্তু যদি ব্রহ্মে সুখজ্ঞানাদিধর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে তিনিও সুখজ্ঞানাদি রূপ হইতে পারেন না, ব্রহ্মে সুখ জ্ঞানাদির সত্তা স্বীকার করিলে গঙ্গাপদের প্রবাহে লক্ষণা অঙ্গীকার যেরূপ ব্যর্থ সেইরূপ সুখজ্ঞানাদিরও ব্রহ্মে লক্ষণা স্বীকার ব্যর্থ হইয়া থাকে। মোক্ষে সুখরূপত্ব অস্বীকার করিলে তার্কিকগণের মুক্তির ন্যায় গৌণ-মুক্তিই হইয়া থাকে এবং সুখাদিরূপ ভাবধর্ম্ম সকলের অনঙ্গীকারে মুক্তত্বের অসিদ্ধি হয়।

আমাদের বিষ্ণুসংজ্ঞক ব্রহ্ম অসমান, বহু প্রমাণ সিদ্ধ এবং অনন্তগুণ রঞ্জিত। তিনি নিখিল বেদাভিমানিনী লক্ষ্মীর সঙ্গ হইতেই সর্ব্বেশ্বররূপে প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব

অনুকূল তর্কনামক মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত মদীয় অনুমানরূপ রাজশাসন সর্ব্বত্র বিরাজিত। অতএব শ্রুতিও পুরাণস্থিত নির্গুণ পদ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকেই বুঝাইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্ম আপাতপ্রতীতি ও ভ্রান্তি নাম্নী দাসীযুগলের সঙ্গী বলিয়া প্রিয় নহে। একো দেব এই উপক্রমবাণী একমাত্র বিষ্ণুকেই পতিরূপে বরণ করিয়া পতিব্রতার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, স সর্ব্বদৃক্ এই উপসংহারবাণী বিষ্ণুর প্রতিই নিজের পক্ষপাত জ্ঞাপন সহকারে সর্ব্বসাক্ষী বিষ্ণুতে স্বীয় অন্তঃকরণের শুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছেন। নিজপতির সর্ব্বার্থনাশরূপ নির্গুণত্ব প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি গৌরব প্রকটন পূর্ব্বক তাঁহার গুণসকলই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদীয় অযোগ্য প্রাকৃতগুণসকল দূরীভূত করিয়াছেন। জলপূর্ণ নদীর মধ্যস্থিত সেতু ভঙ্গ হইলে জল যেরূপ অতিবেগে প্রবাহিত হয় সেইরূপ নৈর্গুণ্য সেতু নঞ্ প্রত্যয়দ্বারা ভগ্ন হওয়ায় গুণসমূহ প্রবাহ-রূপে উপস্থিত হইতেছে।

মীমাংসকগণ "কপিঞ্জলান্ আলভেত" এই শ্রুতিস্থিত বহুবচনান্ত কপিঞ্জল পদদ্বারা বহু কপিঞ্জল পক্ষীর বধরূপ অর্থলাভসত্ত্বেও বহুপক্ষিবধজনিত পাপাশঙ্কায় যেরূপ যজ্ঞে তিনটী মাত্র পক্ষিবধ করিয়াই বহুবচনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সেইরূপ কপিঞ্জলন্যায়ানুসারে শ্রুতিস্থিত অনন্ত গুণসমূহের নাশরূপ পাপাশঙ্কায় আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র প্রাকৃত গুণত্রয়ের বিনাশ করাই সঙ্গত হয়।

অভাবধর্ম্মের নিষেধ অস্বীকার করিলে গুণসকলও

গুণাভাবের অভাবরূপ বলিয়া তাহাদেরও নিষেধ হয় না, ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলের অভাব স্বীকার করিলে অভাবরূপ দ্বিতীয় পদার্থ তোমাকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃতই হইল, সর্ব্বপদদ্বারা অভাবেরও নিষেধ বলিলে পুনরায় সমস্ত পদার্থের সত্তাই উপস্থিত হয়। "নেহ নানা" ইত্যাদি শ্রুতির অপ্রামাণ্যভয়ে সর্ব্বার্থত্যাগ-স্বীকার করিলে গুণবাচক বহুশ্রুতির অপ্রামাণ্যরূপ ভয়ই বা দেখ না কেন? নির্গুণ শ্রুতি সগুণবাদী কর্ত্তৃক উক্ত যুক্তিসমূহ দর্শনে তদ্দীয় মার্গাবলম্বনে হরিপদাশ্রয়ই করিয়াছেন। তুমি নির্গুণশ্রুতির লক্ষণা স্বীকার কর, যে স্থলে মুখ্য অর্থের বাধা হয় তথায়ই লক্ষণা স্বীকার্য্য, সর্ব্বগুণাভাবই নির্গুণপদের মুখ্যার্থ। তাদৃশ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা স্বীকারহেতু সর্ব্বগুণাভাবরূপ অর্থ তোমা কর্ত্তৃকই স্বীকৃত হইতেছে না। মায়াবাদী পদসমূহের বাচকত্ব অঙ্গীকার করেন না, "বাচ্যার্থের অভাবে শ্রুতি ব্যর্থা হন" বেদবাণী এইরূপ আলোচনা করিয়া অনন্তবেদেরই বাচকত্বরূপে স্বার্থকতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নির্গুণত্ব ও ঐক্যের বিরোধ প্রতিপাদন:—যদি ব্রহ্ম নির্গুণ উক্তিরবাচ্য হ'ন তাহা হইলে বাচ্যত্ব নিবন্ধন তাহার ধর্ম্মিত্ব লাভ হয়, পক্ষান্তরে যদি নির্গুণ উক্তি লক্ষ্য হ'ন তাহা হইলে লক্ষ্যত্ব নিবন্ধনও ধর্ম্মিত্ব লাভ হইয়া থাকে; আর যদি বাচ্যত্ব বা লক্ষ্যত্ব একটীও না হয় তাহা হইলেও অশাব্দত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ধর্ম্মসকল ব্যবহারিক হইলে তাহাদের বাধানিবন্ধন তাহারা অর্থক্রিয়ারূপ প্রয়োজন সাধক হইতে পারে না। কুঞ্জস্থিত অগ্নিবর্ণ কুচ্‌ফল সকলকে

অগ্নিরূপে কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা শীত নিবৃত্তি হয় না। নির্গুণ শ্রুতি এই সমস্ত বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক বিবিধ ব্যাঘাত দোষ-ভয়ে ভীতা হইয়া অব্যাহত গুণ-সম্পন্ন বিষ্ণুকেই অকপট অনুরাগ সহকারে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

তোমার মতে ভেদের মিথ্যাত্বনিবন্ধন যেরূপ অদ্বৈত সিদ্ধ হয়, সেইরূপ নির্গুণত্বও যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে গুণশ্রুতি বলে সগুণত্ব সত্যরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। নির্গুণ প্রতিপাদক-বাক্য অতত্ত্বজ্ঞাপক বলিয়া তত্ত্বের বাধক হয় না। যেরূপ আরোপিত রজত সত্যরজতের বাধক হয় না সেইরূপ আরোপিত নির্গুণত্ব অনারোপিত গুণের বাধক হইতে পারে না। নির্গুণত্ব যদি মিথ্যা না হয় তাহা হইলে নির্গুণত্বরূপ গুণের প্রাপ্তিনিবন্ধন নিজেরই ব্যাঘাত হয়, পক্ষান্তরে ভাবমাত্রের নিষেধ অঙ্গীকার করিলে অন্যোন্যাভাবরূপ ভেদের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধধ্বংস এবং বন্ধের অত্যন্তাভাবরূপ মন্ত্রিদ্বয় মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্ব্বদা ভেদরূপ রাজার অস্তিত্বই জ্ঞাপন করিতেছে। অল্পজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বের অভাবরূপ দূতদ্বয়ও শত্রু শিবির হইতে সমাগত হইয়া ভেদরূপ রাজার উভয়পার্শ্বে বিরাজিত রহিয়াছে। তোমার অভেদবাক্য ভাবরূপের পার্থক্য অথবা ভাবরূপের ভেদ বিনষ্ট করুক্, অভাবাত্মক ধর্ম্ম যেরূপ নির্ভয় সেইরূপ ভেদও নির্ভয় হউক। তত্ত্ববাদিগণও অন্যোন্য ভাবের অতিরিক্ত পার্থক্য এবং জীবমধ্যে স্বরূপ বিভাগরূপ ভেদকে নিরাকরণ করিয়া থাকেন। "ঘট হইতে পট ভিন্ন, পট হইতে ঘট ভিন্ন" এইরূপ অন্যোন্যাভাব তত্ত্ববাদিগণের

স্বীকৃত। তুমি যেরূপ শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষার জন্য নৈর্গুণ্য শ্রুতির ভাবমাত্র নিষেধেই তাৎপর্য্য নির্ণয় কর সেইরূপ অন্যোন্যাভাবাতিরিক্ত পৃথক্ত্বের নিষেধ বিষয়েও আমাদের বুদ্ধি জানিবে। লোকে আত্মাহত্যার ন্যায় পরহত্যাও দূষণীয়, এইরূপ নির্গুণশ্রুতিরও স্বব্যাঘাত দোষের ন্যায় পরকীয় ব্যাঘাতের ভয়ও বর্ত্তমান আছে। অভাবধর্ম্মের অঙ্গীকারেও যদি ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অঙ্গীকৃত না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের শূণ্যতাপ্রাপ্তিরূপ দোষভয় অবশ্যই শ্রুতিতে বর্ত্তমান আছে।

"তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্র নিষ্ঠ "তৎ" পদদ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন করিয়া জীবনিষ্ঠ 'ত্বং' পদদ্বারা জীবের ব্যপদেশ করিতেছে, 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ববিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না, তোমার মতে বিশেষ পদার্থের অস্বীকার হেতুভেদেই একমাত্র গতি। যেহেতু উক্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক তোমার মতে সত্যভূত চিৎপদার্থদ্বয়ের ঐক্যকথা প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেইহেতু তৎপ্রসঙ্গে ব্যবহারিকভেদ অবলম্বনে জীব ও ঈশ্বরের 'তৎ' ও 'ত্বং' এই ভিন্ন পদ দ্বারা গ্রহণ বলিতে পার না। অথবা নির্গুণশ্রুতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঐক্যরূপ ভাবধর্ম্ম নিজ বিরোধী বলিয়া নিরাকরণ করিতে পারে এইরূপে নির্গুণ শ্রুতিদ্বারা ঐক্যরূপ বিরোধী পরাভূত হইলে সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি শ্রুতি প্রবলা হইয়া ভেদকে রাজপদে স্থাপন এবং অভেদসংজ্ঞক তদীয় শত্রুকে বিনাশ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বলবতী অনন্তা সগুণাশ্রুতি ভাবমাত্র নিষেধরূপ সঙ্কোচমার্গে পলায়নপর

নির্গুণশ্রুতিকে গুণত্রয় নিষেধরূপ কোণে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। নির্গুণ শ্রুতির এইরূপ চিন্তা যে—যদি আমি গুণ-সকলকে মুখ্যভাবে নিষেধ করি তাহা হইলে উহারা ব্যবহারিক হইবে, অন্যথা উহারা অবাধনীয়ই হইয়া থাকে। আমিও যদি মুখ্যভাবে স্বার্থপরা হই তাহা হইলেই গুণনিষেধ করিতে পারিব, যেরূপ গঙ্গা পদ স্বার্থবিরোধী লক্ষ্য তীরে বর্ত্তমান হইয়াও তীরত্ব, পার্থিবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিরাকরণ করে না, সেইরূপ আমিও নির্গুণবাদী নির্দ্দিষ্ট উক্তি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপ মাত্র প্রতিপাদিকা হইয়াও মুখ্যার্থ নৈর্গুণ্যবিরোধীভূত ভগবানের গুণসকলের নিষেধে সমর্থা নহি। অতএব আমি শব্দাভিধেয়ত্ব, শব্দবোধ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অন্যের নিষেধ-পরায়ণা হইয়া নিজ সহায়ভূত ধর্ম্ম সকলকে কিরূপে নিষেধ করিতে পারি, আমার সহিত ভগবানের নিকট হইতে প্রকাশিতা মদীয়া সহোদরা "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" এই বাণী কৃতঘ্নতা দোষকারিণী উপজীব্য-বিরোধিনী আমাকে পরিহাস করিবে। ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণভূত সগুণ বাক্যসকল নির্গুণশ্রুতির উপজীব্য, নির্গুণ শ্রুতি স্বয়ং উপজীবক, লোকমধ্যে সর্পারোপের উপজীব্যভূত সত্যসর্প বাধিত হয় না, পরন্তু উপজীবক আরোপিত সর্পই বাধিত হইয়া থাকে, এইরূপ উপজীবক নির্গুণ শ্রুতিদ্বারা উপজীব্য গুণশ্রুতির বাধা হইলে লোকানুভব বিরোধ ঘটিয়া থাকে। অতএব নির্গুণত্ব উপজীব্য গুণবাধক হইতে পারে না। সেই হেতু শাব্দত্ব বোধ্যত্ব ধর্ম্মীত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের নিষেধে অশক্ত নঞ্‌রূপ কুঠারদ্বারা তজ্জাতীয় শুভ গুণসকলকে

কিরূপে ছেদন করিব, অতএব কুঠারধারবিশিষ্ট নঞ্‌রূপ কুঠারদ্বারা মন্দজনাশঙ্কিত দুর্গুণ সকলেরই ছেদন করিব এইরূপ চিন্তা করিয়া নির্গুণ শ্রুতি দূরে চলিয়া গেল। শাব্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলের উপজীব্যত্ব হইলেও গুণসকলের উপজীব্যত্ব না থাকায় শ্রুতির অন্যগুণবিরোধ হয় না, এইরূপ বলিলেও গুণ সকলের ভাবত্বরূপ সজাতীয়তা নিবন্ধন স্বামীর ন্যায় তদীয় সহোদরগণ যেরূপ পোষ্য, সেইরূপ অন্য গুণসকলও পোষ্য হইয়া থাকে। আরও দেখ—সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অপূর্ব্ব সর্ব্বগুণসমূহের তত্তৎ শ্রুতি অনুসারে প্রসক্তি হইলেই নিষেধ হইতে পারে, অন্যথা সম্ভব হয় না। শ্রৌতপদসকল যদি মুখ্যত্বরূপে গুণসকলের কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেই উহারা গুণপ্রসক্তি কারক হইতে পারে। গুণবিশিষ্টে গুণ থাকিলেই শব্দের মুখ্যবৃত্তির সম্ভব হয়, এইরূপ নিষেধের জন্য ধর্ম্মীতে গুণসত্তাপেক্ষিনী শ্রুতি স্বয়ং উপজীবিনী হইয়া ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটের নিষেধের ন্যায় গুণবিশিষ্টপদার্থে কিরূপে গুণ নিষেধ করিতে পারে। এইরূপ নিষেধের জন্য প্রসক্তিজনক বাক্য গুণপ্রসাধকই হইয়াছে, অতএব সকল শ্রুতিই নির্গুণশ্রুতির উপজীব্য।

যেখানে যাহার সত্তা নাই, তথায়ই তাহার নিষেধ করিব —এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বেদবাণী ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিত বিষ্ণুসম্বন্ধে গুণত্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন। এইরূপ উত্তম গুণপূর্ণ শ্রীহরির প্রতি প্রযুক্ত 'নির্গুণ' শব্দ অশুভ গুণেরই নিষেধক, শুভগুণের নিষেধক নহে।

"নিষেধার্থ গুণসমূহের শ্রুতিতে অনুবাদ"—এইমত খণ্ডন বিষেশতঃ—"নাই গুণ যাহাতে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস অপেক্ষা নির্গুণ-পদে 'গুণ নহেন' (গুণ অর্থাৎ গৌণ নহেন পরন্তু মুখ্য) এইরূপ তৎপুরুষ সমাস কল্পনা করিলে ভগবানের প্রাধান্যই রক্ষিত হয়। অথবা, নির্গুণ-পদে—'নিঃ' অর্থাৎ নির্গত হইয়াছে 'গুণ' অর্থাৎ এই গৌণজগৎ যাহা হইতে—এইরূপ অর্থ-কল্পনাদ্বারা ভগবানের জগৎসৃষ্টিরূপ গুণেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে। "শিব সংহারশক্তিযুক্ত এবং ত্রিলিঙ্গ। অহঙ্কারই বৈকারিক, তৈজস ও রাজস ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া তদভিমানী শিবও ত্রিলিঙ্গ পদবাচ্য হইয়া থাকেন"। "অহঙ্কার হইতে ষোড়শ বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, বক্ষ্যমান মার্গাবলম্বী পুরুষ সর্ব্ববিধ বিভূতি লাভ করেন।" "পরম পুরুষ, প্রকৃতি-বিলক্ষণ শ্রীহরি নির্গুণ, সর্ব্বজ্ঞানী ও সর্ব্বসাক্ষী-পদে কথিত হইয়া থাকেন; তদীয় সেবকপুরুষ নির্গুণ হইয়া থাকেন।"

উপরিউক্ত ভাগবত শ্লোকসমূহে সর্ব্বসাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণ-পূর্ণ বিষ্ণু বিষয়ে 'নির্গুণ' শব্দশ্রুত হইতেছে, অতএব "কেবলো নির্গুণশ্চ," এই শ্রুতি ও ভাগবতানুসারে একত্বাদিগুণবিশিষ্ট বিষ্ণুকেই প্রাকৃত গুণত্রয়শূন্যত্ব নিবন্ধন 'নির্গুণ' বলিয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতির একার্থতাবশতঃ অনিন্দ্য বিবিধ গুণপরিপূর্ণ বিষ্ণুই 'নির্গুণ ব্রহ্ম' ও 'শুদ্ধ ব্রহ্ম' বলিয়া কথিত। যে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে গুণত্রয় বিয়োগরূপ নৈর্গুণ্য সংজ্ঞক মোক্ষ লাভ হয়, তিনি কিরূপে শবল (গৌণ) ব্রহ্ম হইতে পারেন? যদীয় পাদসলিলভূতা গঙ্গা সদ্যই লোকশুদ্ধিজনক, তিনি স্বয়ং

কিরূপে অশুদ্ধ হইতে পারেন? "তং ভজন্ নির্গুণোভবেৎ" —এই স্মৃতিবাক্যপ্রোক্ত মোক্ষ ও গুণত্রয়শূন্যরূপত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষ সর্ব্বধর্ম্মশূন্য হইলে তাহার জন্য কেহই যত্ন করিত না। সগুণ প্রীতিলভ্য নৈর্গুণ্য ও ত্রিগুণশূন্যত্বরূপেই সিদ্ধ হয়। "তং যথোপাসতে তথৈব ভবতি" এই শ্রুতি সগুণ উপাসনায় সগুণ প্রাপ্তিরই উল্লেখ করিতেছেন। "হরিস্তু নির্গুণঃ" এই স্মৃতিস্থ নির্গুণশব্দ বিশেষণাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র চিন্মাত্রগ্রহণে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইতে পারে না।

সেইরূপ ভবিষ্যৎকালীন নৈর্গুণ্য অপেক্ষা করিয়াও প্রযুক্ত হইতে পারে না, নির্গুণবাদীরমতানুসারে এই উভয়ধর্ম্ম শিবমধ্যেও বর্ত্তমান, অতএব তাঁহাকে সগুণ প্রতিপাদন করিয়া শ্রীহরিকে কেবলমাত্র তাদৃশ নির্গুণ বলা যায় না। অতএব এই নির্গুণ শব্দ গুণত্রয়রাহিত্যবশতঃই শ্রীহরি এবং মুক্তপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হয়। শিব প্রভৃতি মুক্তির পূর্ব্বে গুণবদ্ধ বলিয়া সগুণ-শব্দবাচ্যই হইয়া থাকেন।

বিষ্ণু সম্বন্ধে প্রভৃতির অতীতত্ব কীর্ত্তনহেতু ও ত্রিগুণশূন্য বলিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। শিব প্রাকৃত অহঙ্কারাদি-যুক্ত বলিয়া সগুণরূপে কথিত হন। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে স্মৃতিস্থ "ত্রিলিঙ্গ" এবং "প্রকৃতেঃ পরঃ" এই বিশেষণদ্বয় ব্যর্থ হয়। গুণপূর্ণত্ব উক্তি ও মহাদেবের প্রতি আবরণ গুণপূর্ণ এইরূপ লাক্ষণিক অর্থযুক্ত হইয়া পড়ে। "সম্পদ্‌সকল প্রাকৃত বলিয়া প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের উপাসনায় সম্পদাদি লাভ হইয়া থাকে, অপ্রাকৃত উপাসনায় তাহার লাভ হয় না" ইত্যাদি

বচন মদীয় মতের সমর্থন করিতেছে।" উপক্রম অনুসারে এইরূপ অর্থই বর্ণনা করা উচিত, উপক্রমের বিরোধ হইলে ভাগবতবাক্য উন্মত্তবচনের ন্যায় অপ্রমাণিত হয়। অপ্রাকৃত পুরুষপ্রবর বিষ্ণু স্বস্বরূপদর্শী—এই উক্তি দ্বারা চিন্মাত্রাকার কথিত হইতেছে এবং উপদ্রষ্টা এই পদে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, অতএব সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতি কখনও হইতে পারে না। "স সর্ব্বদৃক্" এই স্মৃতিবাক্য এবং 'একো দেবঃ' এই শ্রুতি বাক্যে সর্ব্বদর্শিত্ব, সাক্ষিত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্টরূপে বিষ্ণুর কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সর্ব্বগুণাভাবরূপ অর্থ বলিলে শ্রুতি ও স্মৃতির পূর্ব্বাপর বিরোধবশতঃ ব্যাঘাতদোষ ঘটিয়া থাকে। যদি বল গুণসকলের স্বরূপতঃ নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও আমার অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। যে হেতু 'একঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তোমার নির্গুণত্ব নিষেধের জন্যই প্রথমতঃ নির্গুণত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাবপদার্থ ও অভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়া অভাবের নিষেধক এতাদৃশ নিষেধরূপ ভাবের বহুত্ববশতঃ প্রাবল্যও রহিয়াছে. 'নির্গুণ' এই পদকেই যদি নিষেধক বলা যায়, তাহা হইলে 'নির্গুণশ্চ' এই শ্রুতিস্থ সমুচ্চয়ার্থক "চ" শব্দের উল্লেখ ব্যর্থ হয়। যদি বলা যায় একত্বধর্ম্মের সমুচ্চয়ের জন্য 'চ' শব্দ উল্লিখিত হইলে মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য গুণসকলের অতিক্রম অর্থাৎ অসমুচ্চয়নিবন্ধন দোষই ঘটিয়াছে।

শ্রুতিস্থ 'এক' পদটী সংখ্যাবাচক বলিয়া সাক্ষাদ্ভাবে (নৈয়ায়িক প্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি) গুণের অন্তর্গত, তদ্ভিন্ন 'সাক্ষী'

'চেতাঃ' ইত্যাদি পদগুলি সাক্ষাৎগুণ না হইলেও সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া গৌণভাবে গুণরূপে উল্লিখিত হইতেছে। এ অবস্থায় 'একত্বের' সমুচ্চয় করিয়া অন্যান্য দুর্ব্বলধর্ম্মকে নষ্ট করিবার জন্য 'চ' শব্দ প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অব্যয় 'চ' শব্দের স্থানভ্রংশ বা স্বার্থনাশ যুক্ত নহে। ব্রহ্মস্বরূপাতিরিক্ত সকলের নিষেধে ঐক্যেরও নিষেধ উপস্থিত হয়, যেরূপ একভাণ্ডস্থিত অন্নসমূহের মধ্যে একটীর পরিক্কত ও অন্যটীর অপক্কতা ঘটিলে দোষ হয়, সেইরূপ একশ্রুতিস্থ ধর্ম্মসকলের মধ্যে একত্ব ধর্ম্মের স্থিতি এবং অন্য ধর্ম্মের নাশ বলিলে উহাও দোষ হইয়া থাকে।

বৈয়াকরণগণ—"আদিরন্ত্যেন সহেতা" এই সূত্রে প্রত্যাহার-সমূহের মধ্যে অন্য অক্ষর অন্ত্য অক্ষরের সহিত মধ্য অক্ষর সকলের জ্ঞাপক এবং অন্তিমস্থ "ইৎ" সংজ্ঞক বলিয়া লুপ্ত হয় বলিয়া থাকেন। তদানুসারে এই স্থলেও 'এক' হইতে "নির্গুণ" পর্য্যন্ত সমস্তের গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তিমস্থ "নির্গুণ" এই পদেরই লোপ করা ন্যায্য হইয়া থাকে। যেরূপ সেতুবন্ধের দূরবর্ত্তী পুরুষগণের জলপানের জন্য সেতু ভগ্ন করিলে মধ্যস্থ তৃষিত বহুপুরুষগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া অবশেষে দূরবর্ত্তী পুরুষগণের তৃপ্তি সাধিত হয় সেইরূপ তোমার অভীষ্ট ঐক্য রক্ষার জন্য দূরস্থ "নঞ্" পদের সঙ্কোচ করিলে প্রথমতঃ মদীয় অভিলষিত ধর্ম্মসকলের রক্ষার পরই তোমার ঐক্য রক্ষিত হইতে পারে।

বেদব্যাস শ্রুতিপ্রসিদ্ধ লোকবিরুদ্ধ বা লোকে অবিরুদ্ধ

গুণসকলের মধ্যে যে কোনটীরই ত্যাগ না করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" এইসূত্রে ভগবদ্‌বিষয়ে সর্ব্বধর্ম্মেরই উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সজ্জনপ্রভু বেদব্যাসই অখিল বেদরহস্য সম্যক্ অবগত আছেন। তিনিই শ্রুতিরমণীর কণ্ঠদেশে মঙ্গলসূত্রতুল্য ব্রহ্মসূত্ররাশি বন্ধন করিয়াছেন। 'এক' ইত্যাদির শব্দের নঞ্ সম্বন্ধ অদর্শনহেতু 'ভবতি' এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ অধ্যাহার পূর্ব্বক 'একো ভবতি' অর্থাৎ তিনি এক হইয়া থাকেন এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। ক্রিয়ার অধ্যাহারব্যতীত বাক্যের অপূর্ণতা হয়, পরন্তু সমাসবদ্ধ নিষেধার্থক 'নঞ্' শব্দকে কোনরূপেই পৃথক্ করা যায় না।

'একো দেবঃ' ইত্যাদিস্থলে প্রথমতঃ ধর্ম্মসকলের বিধান করিয়া পুনরায় তাহাদের নিষেধ করিলে তাদৃশবাক্য উন্মত্ত প্রলাপ হইয়া থাকে। বিহিত গুণসকলের নিষেধ অসম্ভব বলিয়া নির্গুণশব্দের সুতরাংই ত্রিগুণ শূন্যস্বরূপ অর্থ বক্তব্য। উত্তরত্র গুণসকলের নিষেধের জন্য প্রথমে তাহাদের অনুবাদ হইয়াছে এরূপ উক্তির কোনও প্রমাণ নাই, যেহেতু অনুবাদ হইলে শ্রুতিতে অনুবাদসূচক "যৎ" ও "তৎ" পদের উল্লেখ থাকিত সেহেতু সেখানে ভিন্ন বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধ তথায়ই 'যৎ' ও 'তৎ' পদের নিয়ম আছে পরন্তু এক বাক্যস্থ বিষয়ের নিষেধে নঞ্‌ই অনুবাদসূচক হইয়া থাকে। নিষেধ্য গুণসকল প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাদৃশ গুণের নিষেধ সঙ্গত হয় না, অপ্রমাণসিদ্ধ গুণের নিষেধ বলিলে পরবর্ত্তী দোষ হইয়া থাকে। নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইলে গুণের অনুবাদক প্রমাণ সকলের

অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, এবং প্রমাণসকল অপ্রমাণরূপে সিদ্ধ হইলেই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। "নির্গুণ" এইপদে প্রথমতঃ 'গুণ' পদদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক পশ্চাৎ, 'নিঃ' এই পদ দ্বারাই তাহার নিষেধ সম্ভব হইলে "এক" ইত্যাদি বাক্যের অনুবাদত্ব কল্পনা ব্যর্থ।

নিগমমাত্রৈকবেদ্য শ্রীহরির সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ অপ্রমাণকল্প ইতর প্রমাণ সকলের দ্বারা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। যে স্থলে শ্রুতির অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তথায়ই নিষেধ্য-বিষয়ের পরসিদ্ধান্তপ্রাপ্তিরূপগতি কল্পনা করা যায়। পরন্তু এস্থলে শ্রুতির অর্থে সন্দেহ না থাকায় পরসিদ্ধান্ত-প্রাপ্ত বিষয়সকলের নিষেধ হইতেছে একথা বলা যায় না। যেহেতু এইসকল নিষেধ্যধর্ম্ম স্পষ্টরূপে শ্রৌত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সগুণত্ব স্থাপন ঃ—এইরূপ শ্রৌতসার্ব্বজ্ঞ্য, দিব্যেন্দ্রিয়-শরীরত্ব, দিব্য ইচ্ছা, কৃপালুত্ব, নিত্যত্ব, ব্রহ্মত্ব, গুরুত্ব এবং নিত্যানন্দত্ব প্রভৃতি গুণের নিষেধ করিতে পারেন না। বিষ্ণুর উপদেষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাভাবে সৃষ্টির আদিতে শ্রুতির নিজের অপ্রচার-ভয় উপস্থিত হইতে পারে। জগৎকর্ত্তৃত্ব না থাকিলে পঠনশীল পুরুষের অভাবেও উক্ত ভয় হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তির অভাবে বেদাপহারী মধুকৈটভ প্রভৃতি দৈত্যগণের ভয়, সর্ব্বেশ্বরত্ব না থাকিলে অরাজক-রাজ্যের বিনাশভয় এবং বিচিত্রশক্তির অভাবে অন্যের অযোগ্য কার্য্যের অনুৎপত্তি-ভয় হইতে পারে। এইরূপ শ্রুতিনির্ণীত ভগবানের যাবতীয়

গুণদ্বারা শ্রুতিরই স্বার্থ বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের অভাবে শ্রুতির নিজের স্বরূপেরই অভাবচিন্তা উপস্থিত হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান তাদৃশ গুণসকলের কারণ অজ্ঞান হইতে পারে না, অতএব বাধাও সম্ভব নহে এবং গুণ সকল অনিত্য হইলে নিত্যভূত বেদধারণও ভগবানের সম্ভব হয় না। গুণসকল গৌণ-নিত্য হইলে ব্রহ্মও গৌণ-নিত্য হইতে পারেন, "যাবদ্-ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্" এই শ্রুতি ব্রহ্ম ও বেদের সমানভাবে সত্যত্ব বলিতেছেন। "বিষ্ঠিতং" পদে 'বি' উপসর্গ ব্রহ্ম ও বেদের সৃষ্টি ও বিনাশ নিষেধ করিতেছে। শ্রুতির নাশ হইলে ব্রহ্ম বধিরতুল্য হইতে পারেন। ব্রহ্ম শ্রুতিশূন্য হইলে লজ্জায় জীবিত থাকিতে পারেন না। অতএব কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং ফলদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট গুণকেই নির্গুণশ্রুতি নিষেধ করিয়াছে।

যদি নিষেধবাক্যকে প্রবল বল, তাহা হইলে তাদাত্ম্যরূপ ঐক্যের বিরোধী তাদাত্ম্য-প্রতিষেধরূপ ভেদ ঐক্যবাধক হয়। এইরূপ একজন চক্ষুস্মান্ ব্যক্তির কথিত অস্তিত্ববিষয়ক বাক্যকেও বহু অন্ধের নাস্তিত্ব-বিষয়ক-বাক্য নিষেধ করিতে পারে এবং "সর্ব্বং শূন্যম্" এইরূপ বৌদ্ধবাক্য ও তোমার "ব্রহ্ম সৎ" এইরূপ বাক্যের নিষেধক হইতে পারে। অতএব বিরুদ্ধার্থ-যুক্ত বাক্যই বাধ্য হয়, অবিরুদ্ধ-অর্থযুক্ত বাধ্য হয় না, যেরূপ সর্পশরীরের বিষপূর্ণ মুখই দণ্ডাদি-প্রহার দ্বারা বাধ্য হয়, পরন্তু পুচ্ছাদিতে দণ্ড-প্রহার-বাধা কেহই প্রদান করেন না;

সেইরূপ "একো দেবঃ ইত্যাদি শ্রুতিতেও বিষপূর্ণ সর্পমুখতুল্য নির্গুণ-পদই বাধার যোগ্য। "এষ সর্ব্বধর্ম্মঃ" "এষ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি সকল বিষ্ণুর গুণ সকলের গান করিতেছে। "অনন্তগুণ, অনন্তরূপ এবং এক একটী অনন্ত-গুণধারী আমার মধ্যে যে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে।" "হে উদ্ধব! আমার অনেক অবতার, অনেক কর্ম্ম এবং অনেক নাম বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই অনন্ত, কেহই তাহার গণনায় সমর্থ নহে।" বিষপূর্ণ কালীয়দমন এবং বিষপূর্ণ অনন্তসর্পে শয়ান শ্রীকৃষ্ণের এই সকলবাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। অথবা—"কেবলো-নির্গুণঃ" এইস্থলে "কেবলঃ অনির্গুণঃ" এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে অধিরুদ্ধ শ্রৌতপদসকল যাবতীয় শ্রৌতধর্ম্মের এক রীতি অনুসারেই বর্ণন করিতে পারেন। মায়াবাদি সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত নৈর্গুণ্য-নিষেধরূপ ফলও তাহা হইলে সিদ্ধ হয় বলিয়া সর্ব্ব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রুতি স্বপ্রতিপাদ্য গুণসকলের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নৈর্গুণ্য নিষেধ করিতে-ছেন,—এইরূপ সঙ্গতিও হইয়া থাকে তাহা হইলে সকল বাক্যের একবাক্যতাও সম্পাদিত হয়। যদি নির্গুণবাক্য গুণসামান্যের নিষেধক হয়, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণেরও নিষেধই হইয়া থাকে। সুখ ও জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে না,—এইরূপ বলিলে "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্যের ভয়ে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলও ব্রহ্মের স্বরূপভূত হউক। "নেহ নানা"

ইত্যাদি শ্রুতিতেই গুণ সকলের অভেদ কীর্ত্তনহেতু উহাদের অভিন্নত্ব এবং গুণত্ব-প্রতিপাদক বহু বাক্যবলে গুণত্বও সিদ্ধ হউক। নির্গুণ উক্তিও বিষ্ণুর গুণ-সকলের ভেদই নিষেধ করুক। ঘট ও তদ্‌গত রূপাদির ভেদ ও অভেদ উভয়পক্ষেই প্রমাণ থাকায় যেরূপ উহাদের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার কর, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ সকলেরও অভেদ ও গুণত্ব বিষয়ে প্রমাণসত্তা-নিবন্ধন অভেদ ও গুণত্ব সিদ্ধ হউক, ঘট এবং তদ্‌গত রূপমধ্যে ভেদাভেদ-দশায় যেরূপ উভয়েরই মুখ্যত্বস্বীকৃত হয়, সেইরূপ গুণসকলের অভেদ এবং গুণত্ব উভয়ই মুখ্য। অঙ্কুরাদি কার্য্যের কর্ত্তৃরূপে কেহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমানদ্বারা যেরূপ একজন কর্ত্তা নির্দ্ধারিত হন, সেইরূপ "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গুণ সকলের নিষেধহেতু অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে গুণ-গুণিভাব ব্যবহারের জন্য কোন নিয়ামক পদার্থের কল্পনা করা উচিত। যদি অবাধিত কোন কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ-স্বরূপ কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ না হইলেও কারণের অভাব কল্পনা করা যায় না, তাদৃশ স্থলে লোককে অন্য কোন একটী কারণের কল্পনা করিতেই দেখা যায়।

"ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুম্"—ভাগবতস্থ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-গুণসমূহের অনন্তত্বনিবন্ধন গণনার অসামর্থ্য কীর্ত্তন করিয়া ঐ সকল স্বরূপভূত পদার্থেরও গুণত্বই স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিবিম্বভূত জীব সকলের অনন্তত্ব-নিবন্ধন বিম্বভূত বিষ্ণুর স্বরূপ যেরূপ অসংখ্য, সেইরূপ ভগবানের গুণ সকলও অনন্ত বলিয়া

তাহারা অসংখ্য হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমানস্থলে বিষ্ণুর গুণাভাবহেতু পক্ষাসিদ্ধি দোষ ভগবানের অনভিমত, সেইরূপ হেতুর অসিদ্ধিদোষও অনভিমত, অতএব গুণসকল অনন্ত-রূপে সিদ্ধ হইল। এই সকল গুণ ঔপচারিক বা ভ্রান্তি-কল্পিত নহে। তাহাদের গুণ-গুণিভাবও বিষ্ণুর শক্তিবশতঃই কল্পিত হয়। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"—এই ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস অভেদস্থলেও পদার্থসকলের গুণগুণিভাব এবং আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব প্রভৃতির নির্ব্বাহের জন্য বিষ্ণুর বিচিত্র শক্তির কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'ধনী এবং তদীয় ভৃত্য উভয়ের ধন আছে,'—এইরূপ বলিলে যেরূপ উক্ত ধনীর ধনের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ গুণবান্ বিষ্ণু এবং তদনুসারিণী শ্রুতি কর্ত্তৃক গুণসকলের সত্তা কীর্ত্তিত হওয়ায় তাহার অসত্তা হইতে পারে না। ধনী এবং তদীয় ভৃত্য ধনের সত্তা স্বীকার করিলে যে ব্যক্তি ঐ ধনের বিষয় শ্রবণ করে নাই বা উহা দর্শন করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির নিষেধবচনে যেরূপ ধনের অসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর গুণ যে ব্যক্তি শ্রবণ বা দর্শন করে নাই, তাহার কথায় ঐ সমস্ত গুণের নিষেধ হইতে পারে না। মিথ্যাভূত অবিদ্যা ও উপাধি-গ্রস্ত সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের মিথ্যাত্বনিবন্ধন ব্রহ্মের সহিত উহাদের অভেদ অস্বীকার করিলে উত্তর-স্বরূপ বক্তব্য এই যে,—উহাদের সত্যত্বনিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত অভেদ সঙ্গত হইয়া থাকে। যদি উহাদের সত্যতা-বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে মিথ্যাত্ব-বিষয়েও সন্দেহ আছে। মিথ্যাত্ব বিবাদগ্রস্ত হইলে শ্রুতিসিদ্ধ ধর্ম্মসকলের সত্যত্বই নিরাপদ হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম সকল অবিদ্যা-উপাধিগ্রস্ত হইলেও অবিদ্যার ন্যায় মিথ্যা হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, ঘটরূপ উপাধিগ্রস্ত মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞান অন্তঃকরণেই উৎপন্ন, পরন্তু উপাধিভূত ঘটপদার্থ বাহ্য ; এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বর্ত্তমান, ঘট নষ্ট হইলেও তদ্-উপাধিগ্রস্ত জ্ঞানের নাশ হয় না। এই যুক্তি অনুসারে সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অভেদ হইলে সর্ব্বপদার্থের ঐক্য হইতে পারে, এইরূপ দোষাশঙ্কা নিবৃত্ত হইল, তোমার মতে মিথ্যাভূত রজত-জ্ঞানস্বরূপ সাক্ষীপদার্থের সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, পরন্তু উপাধিভূত রজতের সত্যত্ব নাই। মিথ্যাভূত পদার্থের সম্বন্ধ-হেতু জ্ঞানেরও মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে আমরাও সত্যভূত ঐশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধহেতুই সকল পদার্থকে সত্য বলিব।

বিষ্ণুপদসঙ্গিনী গঙ্গাদেবীর জলস্পর্শে যেরূপ অশুদ্ধ পদার্থেরও শুদ্ধি সাধিত হয়, সেইরূপ নির্দ্দোষ ঈশ্বরজ্ঞান-সম্বন্ধহেতু সর্ব্ব-পদার্থেরই সত্যত্ব সাধিত হইয়া থাকে, অবাধিত জ্ঞানসম্বন্ধযুক্ত পদার্থ সকলের বাধাশঙ্কা ব্যর্থই হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞত্বের সহিত জগতের সম্বন্ধ যদি দুগ্ধ ও জলের মিশ্রণ-তুল্য বলা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ যোগীন্দ্রগণের জ্ঞানসকল জগতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের অবকাশ অসম্ভব-হেতু হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। "শশশৃঙ্গ" এই উক্তি হইতে শশশৃঙ্গবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানমিশ্র শশশৃঙ্গ হৃদয়ে উৎপন্ন হউক, অথবা তাদৃশ জ্ঞানই অসৎ হউক।

পক্ষান্তরে যদি অন্তঃস্থ জ্ঞানের সহিত বহির্জগতের কেবল-মাত্র বিষয়-বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধই স্বীকার কর, তাহা হইলে

তাদৃশ জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য-স্বীকারে আপত্তি কি ? সূর্য্যের আলোক বহির্জগতে ব্যাপ্ত হইলেও উহা সূর্য্যমণ্ডলের সহিত অভিন্নই হইয়া থাকে। তোমার মতেও বিবিধ পদার্থের ভ্রম ব্রহ্মের জ্ঞানরূপেই অঙ্গীকৃত হয়, এইরূপ স্বীকারে মিথ্যা-পদার্থের ভ্রমরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানও মিথ্যা হউক,—এইরূপ বলিলে এই বিষয়ের কিরূপে পরিহার হইতে পারে ? পদার্থ-সকলের সত্যত্ব-নিবন্ধন তাহাদের জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম ও সত্য। মিথ্যা পদার্থের জ্ঞানরূপ তোমার ব্রহ্মই মিথ্যা হইয়া থাকে, অতএব তোমার স্বকল্পিত বিষচূর্ণ তোমারই অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যাবতীয় ধর্ম্মই ভগবানের সহিত অভিন্ন, ভগবানের ধর্ম্মিত্ব ও একত্ব এবং ধর্ম্মসমূহের ধর্ম্মত্ব ও অনেকত্ব বিষ্ণুর শক্তিবিশেষ হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং "নেহ নানা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গুণের ভেদ-নিষেধহেতু গুণমিথ্যাত্বাভিলাষিণী আশা-রমণীর গর্ভস্রাবই হইয়া থাকে। যেরূপ রাজদ্রোহনিবন্ধন কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষ রাজকীয় শুল্ক প্রদান ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের গুণদ্রোহদোষে মদীয় সদ্‌যুক্তিরূপ শৃঙ্খল দ্বারা দুর্ব্বাদিগণের হৃদয়ে প্রতিপদে আবদ্ধ নির্গুণশ্রুতিও ত্রিগুণশূন্যত্বরূপ অর্থদান ব্যতীত মুক্তিলাভ করিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত যুক্তি জানিবে। গুণসকলের অভিন্নত্ব ও সত্যত্ব ব্রহ্মের স্বরূপভূত সুখাদির ন্যায় সিদ্ধ হইল।

তোমার মতে যেরূপ সুখাদির সহিত ব্রহ্মের অভেদ সত্ত্বেও একশেষ নাই, সেইরূপ আমার মতেও একশেষ নাই, যদি

একশেষ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে দুঃখাভাবের অতিরিক্ত সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। এবম্বিধ মতাবলম্বী তার্কিক-গণেরই জয় হইয়া থাকে, মোক্ষও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ব্রহ্মের সুখরূপত্বাঙ্গীকারী তোমার সহিত সুখাভাববাদী তার্কিকের যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান; তোমার সহিত আমারও তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" এই শ্রুতি 'ব্রহ্মণঃ' এই ষষ্ঠী বিভক্তি অভিন্নস্বরূপ ব্রহ্ম ও আনন্দের আশ্রয়াশ্রয়িভাব প্রকাশ করিতেছে। অতএব গুণগুণিত্ব প্রভৃতি ব্যবহার বিশেষ পদার্থ-বলেই অঙ্গীকর্ত্তব্য। যদি ষষ্ঠীর ঔপচারিক অর্থ (গৌণার্থ) কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে আনন্দ প্রভৃতি পদসমূহের দুঃখাভাব-মাত্র অর্থকল্পনাকারী তার্কিকের জয় হউক। অতএব শ্রৌত যাবতীয় গুণই গুণিস্বরূপভূত হইয়া থাকে। অভেদ স্বীকারে ব্রহ্ম ও গুণসকলের পর্য্যায়ত্ব-আপত্তিদোষ আমাদের উভয়েরই মতে সমান। অতএব আনন্দাদি গুণ সকলকে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ অঙ্গীকার করা অনুচিত, প্রভুর শক্তিবিশেষবলেই এই সমস্ত সামঞ্জস্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। নির্গুণ শ্রুতি সগুণ শ্রুতির বাধক নহে, পরন্তু তার্কিক কর্ত্তৃক গুণত্বরূপে ব্যবহৃত অধর্ম্ম, দুঃখ, ঈর্ষা, এবং দ্বেষাদিরই নিষেধ করিয়া থাকে। যাহার প্রতি যে ব্যক্তির বিদ্বেষ থাকে, সেই ব্যক্তি তদীয় গুণ সকল দেখিতে পায় না, মায়াবাদীও ব্রহ্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বলিয়াই তদীয় অনন্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিতেছে না। যোগিগণ বিজ্ঞান শক্তি ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন,

অতএব যোগীশ্বর ভগবান্ কিরূপে সার্ব্বজ্ঞ্য, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যরহিত হইবেন! মহাপুরুষগণ পরের অণুমাত্র গুণেরই পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক তদীয় বহুদোষ বর্জ্জন করিয়া থাকেন, অতএব ভগবান্ কিরূপে অনন্ত গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানাদি দোষের গ্রহণ করিবেন? চোর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলেও বিদ্যা অপহরণ করিতে পারে না, এইরূপ মায়াবাদীও যদ্যপি বিষ্ণুর অনন্ত গুণ অপহরণ করিয়াছে, তথাপি নির্গুণত্ব-রূপ গুণের অপহরণ করিতে পারে নাই।

মায়াবাদি-মতের বাক্য-সমূহের অখণ্ডার্থতা নিরাস:— মায়াবাদিগণ বলেন,—"আকাশে বহু জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান থাকায় তন্মধ্যে কোনটী চন্দ্র, তাহা জানিতে না পারিয়া কোন ব্যক্তি চন্দ্র কোন্‌টী",—এইরূপ প্রশ্ন করিলে অপর ব্যক্তি চন্দ্র নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "এইটী চন্দ্র" এইরূপ বলিলে যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ শব্দসকলও অখণ্ডার্থ ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র জ্ঞাপন করিয়া থাকে"। এ বিষয়ে উত্তর এই যে, পুরুষ জ্যোতিঃ-স্বরূপে পূর্ব্বে চন্দ্রকে জানিয়াও কেবলমাত্র লক্ষণজ্ঞানের জন্য তাদৃশ প্রশ্ন করিয়া থাকে। অতএব "চন্দ্র কোন্‌টী"—"এই প্রশ্ন-বাক্যে, "চন্দ্র কীদৃশ লক্ষণযুক্ত"—এইরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য।" "চন্দ্র কোন্‌টী"—এই বাক্যের বাক্যার্থ "চন্দ্রত্ব বিশিষ্ট কে?" তাহাই স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়। অতএব প্রশ্ন স্বরূপবিষয়ক না হইয়া লক্ষণবিষয়কই হইয়া থাকে। এইরূপ "প্রকৃষ্ট প্রকাশ-যুক্ত পদার্থই—চন্দ্র" এই উত্তর-বাক্যেও লক্ষণই কথিত হয়। লক্ষণজিজ্ঞাসু পুরুষের নিকট কেবলমাত্র স্বরূপ বলিলে উহা

অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তরই হইয়া থাকে। অতএব শব্দ-সমূহের স্বরূপমাত্র-পরত্ব-বিষয়ে লক্ষণ-বাক্যত্ব বিরুদ্ধহেতুই হইয়া থাকে। "প্রকৃষ্ট প্রকাশযুক্ত পদার্থই—চন্দ্র",—এই লক্ষণ-বাক্য যেরূপ লক্ষণবিষয়ক প্রশ্নবাক্যের উত্তরস্বরূপ বলিয়া লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুবিষয়ক, সেইরূপ সত্য-জ্ঞানাদি-বাক্যও বিশিষ্ট-বস্তুবিষয়কই হইয়া থাকে। স্বরূপমাত্র-পরত্বপক্ষে এক পদ-দ্বারাই স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর বলিয়া অন্যপদ সকল ব্যর্থ হইয়া থাকে, জ্ঞাত-বিষয়ের পুনরায় জ্ঞাপনে কোন প্রয়োজনও নাই। যদি ব্রহ্মবিষয়ে অসত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধের জন্য সত্যাদি পদের প্রয়োগ স্বীকার কর, তাহা হইলে এই যুক্তি অনুসারেই "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (গঙ্গায় গোপপল্লী) এই বাক্যেও গঙ্গাপদ হইতে গঙ্গা ভিন্ন সকলের ব্যাবৃত্তি বশতঃ গঙ্গাপদলক্ষ্য তীরেও লোক জলমগ্ন হইতে পারে। পদ যদি নিজ বাচ্যবিষয়ের বোধক হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ের ব্যাবৃত্তি অর্থাধীনই লব্ধ হইয়া থাকে। তোমার মতেও অন্য-ব্যাবৃত্তি পদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে, কিন্তু স্বরূপই সাক্ষাৎ অর্থ, অতএব সত্যাদি পদ যদি ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের অর্পণ না করে, তাহা হইলে অন্যব্যাবর্ত্তকও হইতে পারে না। পদসকলের মুখ্যার্থের বাধা থাকিলেই লক্ষণা দ্বারা অর্থ কল্পনা করিতে হয়, আবার লক্ষণা স্বীকার করিলে ব্রহ্মে সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বাধা বলিতে হয়। অতএব অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়া থাকে।

ঘটে সত্যত্ব না থাকায় যেরূপ সদ্রূপত্বও নাই, সেইরূপ

ব্রহ্মেও সত্যত্ব না থাকিলে সদ্রূপত্বেরও অভাব হইয়া থাকে। যদি সত্যত্বের অভাবেও সদ্রূপত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শশশৃঙ্গও সদ্রূপবিশিষ্ট হইতে পারে। যদি বল, সত্যধর্ম্মে আত্মাশ্রয়দোষভয়ে সত্য অস্বীকার করিয়াও সদ্রূপত্ব স্বীকৃত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্যধর্ম্মশূন্য হইয়াও সদ্রূপ হইতে থাকেন, তদুত্তরে, সত্য কেবলান্বয়ী-ধর্ম্ম বলিয়া সত্যেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে, অতএব তোমার এই দৃষ্টান্তই প্রকৃত বিষয়ে বিরুদ্ধ। অতএব সত্যত্বরহিত ব্রহ্ম মিথ্যাই হইয়া থাকেন। সত্যত্বনাশে তোমার প্রযত্ন দ্বারা ব্রহ্মাই নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় শিখা মুণ্ডন করিতে যাইয়া মস্তক-ছেদনই উপস্থিত হয়। যদি সত্যপদে ব্রহ্ম লক্ষিতই হন, তাহা হইলে সত্য-পদবাচ্য জগৎই মুখ্য সত্য হইতে পারে। যেরূপ গঙ্গা-পদবাচ্য প্রবাহই—মুখ্যতঃ গঙ্গা, সেইরূপ সত্যপদবাচ্য জগৎই সত্য হইয়া পড়ে, অতএব লক্ষণা দ্বারা সত্যত্বরূপে জগতের রক্ষাই হইল। ব্রহ্মৈক্য-প্রতিপাদক মহা বাক্য সকলও যদি স্বরূপমাত্রপর হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে প্রমাণের অভাব হেতু একত্ব শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎই হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থ-ভেদ সুস্থিরই হইল।

নির্গুণত্বাদীর পরিহাসঃ—দুর্জ্জনগণ যেরূপ সজ্জনের অর্থ অল্পে অল্পে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মায়াবাদি-গণ ব্রহ্মকে বেদের অবাচ্যরূপে বলিয়া অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপবাচক সত্যত্বাদিপদেরও অবাচ্যত্ব বলিতে উপক্রম করিয়া থাকে, অন্ধপুরুষ স্বকীয় অন্ধত্ব গোপন করিলেও অযোগ্যস্থলে পাদপ্রক্ষেপহেতুই তাহার অন্ধত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ-প্রতিপাদক বাক্যসকলের লক্ষণই অর্থ নহে, পরন্তু স্বরূপই অর্থ হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিলে, মূর্খ যেরূপ নিজ গর্ভধারিণীকে বন্ধ্যা বলে, সেইরূপ অন্য ব্যাবৃত্তির জন্য লক্ষণবাক্য সকলের প্রয়োগ করিয়া তাহাকে স্বরূপমাত্রপর-কথন তুল্যই হইয়া থাকে। দুষ্ট যেরূপ অপরের যাত্রাকালে অশুভ দর্শন ঘটাইবার জন্য নিজ নাসিকা ছেদন করিয়া তাহার যন্ত্রনাও সহ্য করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত জগৎকে সত্য-পদবাচ্য বলিয়াও ব্রহ্মের সত্যত্ব নাশ করা হইয়া থাকে। যেরূপ নিজের অযোগ্যতা বৃদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া পুরুষ সমূলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অখণ্ড ব্রহ্মরূপ বিষয়ে সত্যত্ব প্রভৃতি নাশের জন্য প্রযত্ন করায় লক্ষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা সখণ্ডত্বই লব্ধ হওয়ায় মূলহানিই উপস্থিত হইয়াছে। মন্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষ বেতাল-উচ্চাটন-কর্ম্ম করিতে যাইয়া যেরূপ বেতাল হইতে স্বয়ংই অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্মনাশের জন্য অখণ্ডার্থপরত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মায়া-বাদী অখণ্ডার্থরূপ ধর্ম্মেরও নিরাকরণ করিয়া অর্থাধীন সখণ্ডত্ব-রূপ অনিষ্টই প্রাপ্ত হইয়াছে। বীর যেরূপ পরের অস্ত্র দ্বারাই পরকে নিহত করে, সেইরূপ আমরাও অবাচ্য পদদ্বারা বাদীমুখেই ব্রহ্মের লক্ষ্যত্ব উচ্চারণ করাইয়া অর্থাধীন উপস্থিত বাচ্যত্বের সাধন করিয়াছি। শক্তিবিশেষের বলে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়েরও একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।

গুণ-গুণী ভাবাদি ঘটক-বিশেষ প্রতিপাদন :— ঋষিগণের তপোবলে আশ্রমমধ্যে গো ব্যাঘ্র প্রভৃতি একত্রই অবস্থান করে,

এইরূপ তপস্যাবলে ঋষিগণের হৃদয়ে কামনা এবং বৈরাগ্যও একত্র অবস্থান করিয়া থাকে। তপস্যার বিঘ্নকারী রাক্ষসগণ এবং তপস্বিগণও তপোবনে একত্র মিলিত হইতে দেখা যায়। ভগবান্‌ও সেইরূপ নিজ ঐশ্বর্য্যশক্তিবলে নিজের মধ্যে অণুত্ব ও মহত্ব এই উভয় ধর্ম্মেরই সমাবেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু স্বকীয় ঐশ্বর্য্যবিরোধী দুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতির সমাবেশ করেন না। অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ভগবানের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, ঐসমস্ত তদীয় শক্তিবলেই সাধিত হয়। ভগবান্ নিজের মধ্যে অনন্ত গুণসমূহ, অনন্ত বিগ্রহ, সৌন্দর্য্য এবং স্বরূপের সহিত উহাদের অভিন্নত্ব নিজ ঐশ্বর্য্যের অভিবৃদ্ধির জন্য শক্তিবলেই সংঘটিত করিয়া থাকেন। ভগবানের বল, জ্ঞান, ক্রিয়া, সৃষ্টিবাসনা এবং সংহার বাঞ্ছা নিত্য হইলেও তিনি স্বীয় সামর্থ্যবিশেষ-হেতু কখনও উহাদের শক্তিরূপে অবস্থান, কখনও বা প্রকট করিয়া থাকেন। অভিন্ন বস্তুসমুদয়ের মধ্যে যে ভেদকার্য্য লক্ষিত হয়, উক্ত ভেদকার্য্যের নির্ব্বাহক শক্তি-বিশেষই "বিশেষ-পদার্থ" নামে কথিত হয়। পরপ্রকাশক দীপ যেরূপ নিজেরও প্রকাশক হয়, সেই রূপ বিশেষও পরনির্ব্বাহক এবং স্বনির্ব্বাহক হইয়া থাকে। ভগবান্ বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, ভেদ, অভেদ, জন্ম, নাশ প্রভৃতি মহাপাপফলকে স্বরূপের হীনতাজনক বলিয়া নিজের বিষয়ে সংঘটিত করেন না। ভগবান্ যদি সমর্থ-পুরুষ হন, তাহা হইলে পাপফল গ্রহণ করেন না, পক্ষান্তরে যদি পাপফল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অসমর্থ-পুরুষই হইয়া পড়েন। শ্রীনৃসিংহদেব যেরূপ স্বীয় তীক্ষ্ণনখ

দ্বারা শত্রুরই বিদারণ করেন, নিজের বিদারণ করেন না, সেই-রূপ ভগবান্ স্বশক্তিবলে পরেরই দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, নিজের দুঃখ সংঘটন করেন না। বর্ষাকালে ব্রজ্রপাত দৃষ্ট হয়, ভূগর্ভে উৎপন্ন লৌহও দৃষ্ট হয়, পরন্তু উহাদের কর্ত্তৃরূপে কাহারও উপলব্ধি না হইলেও কার্য্যদর্শনে যেরূপ তাহাদের একজন অদৃষ্ট-কর্ত্তা অবগত হইয়া থাকে, সেইরূপ অভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভেদ দর্শন করিয়া উক্ত ভেদের কারণরূপে বিশেষ-নামক পদার্থের কল্পনা করিতে হয়। যিনি বহু লোককে অন্নদান করেন, তিনি যেরূপ ঐ অন্নের পরিবেশনের জন্য একটী দর্ব্বী (হাতা) সংগ্রহ করিতেও অবশ্য সমর্থ, সেইরূপ বিষ্ণুর অনন্ত-গুণ-প্রতিপাদক বেদও তাহাদের সংঘটন-হেতু বিশেষ পদার্থ কল্পনায় সমর্থ। যেরূপ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অনন্ত অবতার রূপ-সমূহের নানাবিধ আকার এবং বহুত্ব সত্বেও মূলগত এক রূপের সহিত অভেদ রহিয়াছে, সেইরূপ গুণসকল অনেক হইলেও ব্রহ্মের সহিত তাহাদের অভেদ রহিয়াছে। বেদবাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাৎপর্য্যবলে বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে। বিষ্ণুর গুণসকলের অভেদ প্রতিপাদিকা শ্রুতিও অর্থাধীন বিশেষ-অর্থই কল্পনা করিয়া থাকে। সুখ যেরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও গুণরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণসকলের গুণত্ব এবং অভেদও প্রামাণিক হেতু শক্তিবলেই সংঘটনীয়। "পর্ব্বত-শিখরস্থ বৃষ্টিজল যেরূপ অধোগামী হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর ধর্ম্মসকলও বিষ্ণু গ্থহইতে পৃরূপে দর্শন করিলে জীব অধোগামী হয়। এই

শ্রুতি বিষ্ণুধর্ম্মের অনেকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহাদের পৃথক্ ভাব নিষেধ করিতেছে, অতএব এইশ্রুতি হইতেই অর্থাধীন বিশেষপদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। এই শ্রুতির আপাততঃ বিচারে অভিন্ন ধর্ম্মসকলের ধর্ম্মিত্বের অনুপপত্তিই বোধ হইয়া থাকে, পরন্তু আপাততঃ অর্থসঙ্গতি না হইলেও উহার অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব প্রমাণ্য সংস্থাপনের জন্য বিশেষ পদার্থই স্বীকার্য্য।

সগুণবাদ উপসংহারঃ—যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া তাহাদের স্বর্গফলজননে সাক্ষাৎ সামর্থ্য না থাকায় কালান্তরে স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য যেরূপ 'অদৃষ্ট' নামক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ গুণগুণিভাবও বিশেষ পদার্থবলেই কল্পনীয়। দুষ্টজন যেরূপ গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দোষই গ্রহণ করে, সেইরূপ নৈর্গুণ্যবাদী গুণবচন পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ বচনই গ্রহণ করিয়াছে। পারলৌকিক ফল না থাকিলে জীবের জন্মগ্রহণই নিরর্থক, বিষ্ণু গুণপূর্ণ হইলেও প্রাকৃত গুণত্রয়শূন্য বলিয়া নির্গুণরূপে উক্ত হইয়াছেন। সর্ব্বগুণ পরিত্যাগ করিলেও চেতন পদার্থের জ্ঞান প্রভৃতি গুণ পরিত্যাগ করা যায় না, অতএব নির্গুণবাক্যে সর্ব্বগুণ-শূন্যত্বরূপ অর্থ বলা যায় না। বিষ্ণুর সগুণত্ব-বিষয়ে সাধক-প্রমাণ সদ্ভাব ও বাধকাভাব-হেতু এবং নির্গুণত্ব-বিষয়ে সাধক-প্রমাণের অসদ্ভাবও বাধক-প্রমাণের সত্তাবশতঃ বিষ্ণুর সকলগুণই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিত্য, সত্য, অনন্ত, শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয় নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধ হইল।

মায়াবাদ সম্বন্ধে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য পদের বিচার

(বেদান্ততত্ত্বসার)

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম" "হে বৎস ! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই অবস্থিত ছিলেন। তিনি 'এক' অর্থাৎ তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাঁহার সমান ও অধিক কেহ নাই বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়।" এইস্থলে মায়াবাদিগণ 'অদ্বিতীয়' শব্দ দ্বারা স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত (বৃক্ষের যেমন আম জাতীয় বৃক্ষের স্বজাতীয় এবং বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইহারা বিজাতীয় বা অন্যান্য বৃক্ষও বিজাতীয় এবং স্বগত মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রাশাখা, ফুল, ফল প্রভৃতি স্বগত)—এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন আপত্তি এই যে, তাদৃশ অর্থাৎ স্বজাতীয়াদি ভেদরহিত ব্রহ্মের জগৎ রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যদি বল মায়াকে স্বীকার করিয়া রচনা সম্ভবপর, তাহা হইলে আপত্তি এই যে, তোমার মতে নির্ব্বিশেষ—জ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মায়া স্বীকার সময়ে মায়ার অস্তিত্ব অবগত আছেন কিনা ? যদি বল অস্তিত্ব জ্ঞাত আছেন ; তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, যিনি জ্ঞানমাত্র স্বরূপ তিনি আবার কিরূপে জ্ঞাতা হইতে পারেন ? আর যদি বল মায়ার অস্তিত্ব

অবগত থাকেন না, তবে তিনি মায়ার অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া তিনি কিরূপে মায়াকে স্বীকার করেন? (ক) বিশেষতঃ তোমাদের মতে ব্রহ্ম যৎকিঞ্চিৎ শক্তিদ্বারা মায়াকে স্বীকার করিয়া জগৎ রচনা করেন, এইরূপ স্বীকৃত হইলে আপত্তি এই যে, যদি পূর্ব্বেও মায়াকে স্বীকার করিবার অনুকূল শক্তি ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে তবে তোমাদের স্বীকৃত নির্ব্বিশেষ ভাবের হানিই হইয়া থাকে। (খ) আরও বল সেই সময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ মায়া হইতে কি ভিন্ন অথবা অভিন্ন অথবা অভিন্ন মায়াত্মক? যদি বল ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া হইতে পৃথক, তাহা হইলে বস্তুতঃ ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতার হানি হয় এবং তাঁহার অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না। (গ) আর যদি মায়ার স্বরূপেই অবস্থান বল, তাহা হইলে আর সৃষ্টির জন্য পৃথগ্‌ভাবে মায়াকে স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া "মায়াকে স্বীকার করিয়া সৃষ্টি করেন" তোমার এই বাক্য নিরর্থক হয়। "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম" ("সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈঃ ২।১) এই যে ব্রহ্মের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহারও কোন আবশ্যক থাকে না। স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় অন্য বস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুকে পৃথক্‌ভাবে বুঝাইবার জন্যই লক্ষণের আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে লক্ষণের আবশ্যক নাই। কেন না, যে ধর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মেই বর্ত্তমান, এবং ব্রহ্মবতীত অন্য কোন বস্তুই নাই, তখন উহা কিরূপেই বা ব্রহ্মেতর বস্তু লক্ষিত হইবে? অতএব ব্রহ্মের সহিত অন্য বস্তুর ভেদস্থাপনের জন্য লক্ষণের অবকাশ কোথায়?

যদি বল যে, অধ্যারোপ এবং অপবাদ ন্যায়দ্বারা শিষ্যকে সহজে বুঝাইবার জন্যই মায়াবাদ স্বীকার করিয়া সৃষ্টির প্রণালী উক্ত হইয়াছে, অন্যথা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের জগৎ রচনা অসম্ভব। অসর্পস্বরূপ রজ্জুতে যেরূপ সর্পের কল্পনা করা হয়, সেইরূপ পরমার্থ বস্তুতে অবস্তুর কল্পনার নামই অধ্যারোপ। সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পরমার্থ বস্তু, অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়পদার্থ অবস্তু; অজ্ঞান পদার্থ সৎ কি অসৎ এইরূপ নির্দ্দেশের অযোগ্য সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানবিরোধীভাবস্বরূপ পদার্থবিশেষ। "আমি অজ্ঞ" লোকের এইরূপ অনুভব দ্বারাই অজ্ঞানের সত্তা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যোপদিষ্টজ্ঞান এ-সমস্তও জগতের অন্তর্গত। অতএব ঐ সকল 'শিষ্যোপদেশের জন্য কথিত হইয়াছে' একথাও বলিতে পার না; কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থব্যক্তি যদি রজতাহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয়, সেইরূপ তোমার মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মোক্ষ লাভের জন্য শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে। মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া কল্পিত শুকপ্রহ্লাদ এবং বামদেবাদির কল্পিত চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

কোন কারাগারাবদ্ধ পুরুষকে কোন কল্পিত পুরুষ যদি স্বপ্নে উপদেশ করে যে "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" সেই বাক্যে যদি তাহার "আমি বন্ধন মুক্ত" এই জ্ঞান হয়, তাহা যেমন কার্য্যকর হয় না, বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া নিজেকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যোৎপন্ন জ্ঞানও অবিদ্যাকল্পিতবাক্যজাত বলিয়া নিজেও অবিদ্যাত্মক-হেতু অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ার পুরুষের বন্ধন নাশ করিতে পারে না। যদি বল যে, কোন ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে কল্পিত সিংহ দেখিয়া ভীতিহেতু জাগ্রত হয়—সেস্থলে কল্পিত সিংহভয় হইতে সত্য জাগরণের ন্যায় কল্পিত আচার্য্য এবং তদীয় কল্পিত জ্ঞান হইতেও শিষ্যের বন্ধননাশক সত্য-জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—স্বপ্নদৃষ্টান্তে স্বপ্নের কারণ দোষ অর্থাৎ তমোগুণ—সত্যপদার্থ। তাহা হইতে উৎপন্ন স্বপ্নই—সিংহরূপ মিথ্যাবস্তু বিষয়ক জ্ঞানের কারণ। সেই জ্ঞান পুনরায় ভয়ের কারণ এবং ভয় জাগরণের কারণ, জাগ্রত দেবদত্ত প্রভৃতি সত্য। কিন্তু দার্ষ্টান্তে অর্থাৎ প্রস্তাবিত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি উপদেশ স্থলে সমস্তই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া এস্থলে স্বপ্ন দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ তোমাদের সিদ্ধান্তানুসারে "নারায়ণঃ পরব্রহ্ম আত্মা নারায়ণঃ পরঃ" (নারায়ণোপনিষৎ) শ্রুতিপ্রতিপাদিত আদিগুরু নারায়ণ, শিষ্য ব্রহ্মার কল্পিত, পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণরূপতত্ব গুরু, শিষ্য অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কল্পিত এবং তাহার

উপদিষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রসারগীতা বাক্যও কল্পিত এইরূপ দুষ্টসিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। তোমরা নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে কর অথচ নিজ মতের এই সমস্ত দোষ কি তোমাদের বিচার্য্য নহে? বিশেষতঃ এই সমস্ত সিদ্ধান্তবাদিগণের মতানুসারে তাহাদের নিজ নিজ গুরুবর্গও কল্পিত হইয়া পড়ায় "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরাগতিঃ" "সহিবিদ্যাতস্তং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠ জন্ম তস্মৈ ন দ্রুহ্যেত কদাচন" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" (ভাঃ ১১।১৭।২২) ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের বিরোধ কি বিচারযোগ্য নহে? যদি বল তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন্নু কংপশ্যেৎ" (বৃহদারণ্য ২।৪।১৪) "যে সময়ে ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, গুরুর অদ্বৈতসাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? ২॥

যদি বল যে,—দ্বৈতজ্ঞান বর্ত্তমানে বাধিত হইলেও পূর্ব্বানুভূত তদীয় সংস্কার বর্ত্তমান থাকায় উপদেশ সম্ভবপর। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে,—যথার্থজ্ঞান অর্থাৎ অদ্বৈত সাক্ষাৎকার দশায় বিনষ্ট অদ্বৈত দর্শনের অনুবৃত্তি অর্থাৎ সংস্কারদ্বারা উপস্থিতি হয় কিনা? যদি বল অনুবৃত্তি হয়,

তাহা হইলে "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" (গীতা ৫।১৫) আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি গীতা বাক্যের সহিত এবং স্বকীয় অনুভবের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ যে কালে রজ্জুরূপে জ্ঞান হয়। সেকালে সর্পভ্রম আর দেখা যায় না। আর যদি বল, দ্বৈত-দর্শনের অনুবৃত্তি থাকে না, তাহা হইলে গুরুকৃত দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরও দেখ "বিদ্রাবি-তো মোহমহান্ধকারো য অশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ। বিভাবসোঃ কিংনু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য (ভাঃ ১১।২৯।৩৭)। অর্থাৎ হে ভগবান্ আদি দেব! তোমার সান্নিধ্যলাভে আমার যাতীয় মোহরূপ মহান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে; সূর্য্য নিকটস্থ হইলে শীত কিংবা অন্ধকার ভয় আর থাকিতে পারে না। শ্রীউদ্ধবের এই উক্তিদ্বারা নিজ তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে —এই অবস্থায় তোমার মতে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া "নমোহস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্। যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী" (ভাঃ ১১।২৯।৪০) এইরূপ ভেদদর্শনমূলক বিজ্ঞপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব রজ্জুসাক্ষাৎকার দশায় যেরূপ সর্পভ্রম থাকিতে পারে না; সেইরূপ গুরুর উপদেশে তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধানদ্বারা অদ্বৈত-দর্শন হইয়া গেলে—বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া উপদেশও অসম্ভব হইয়া পড়ে। আরও বল দেখি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান অবধারনের পর গীতা ১৮।৭৩ "নষ্টো মোহঃ

স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" অর্জ্জুনের এই সমস্ত উক্তির দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎকালে বাধিতানুবৃত্তি অসম্ভব বলিয়া "তোমার প্রসাদে" "স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ" "তব বচনং করিষ্যে" "তোমার প্রসাদে আমি সংশয়হীন হইয়াছি" এবং "তোমার আদেশ পালন করিব" এইরূপ দুর্যোধনাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংকল্প বিষয়ক দ্বৈতদর্শনজাত অর্জ্জুনের বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আরও বক্তব্য এই যে— রজ্জুসর্পাদি দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাধিতানুবৃত্তির সাধন করা যায় না। কারণ রজ্জুতে সর্পদর্শনের হেতভূত চক্ষুর দোষাদি সত্য কিন্তু বাধিতানুবৃত্তির মূলে যে দোষ তাহা যথার্থ নহে; তথাপিও যদি বাধিতানুবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধেই স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ তাহাদের একসময়ে অজ্ঞত্ব অর্থাৎ দ্বৈতদর্শন থাকে পশ্চাৎ গুরূপদেশে অদ্বৈতজ্ঞানের লাভ হয়। যিনি ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহা হইলে যিনি "যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" (মুণ্ডক ১।১।৯) সেই অসমোর্দ্ধ অদ্বয়তত্ত্বের পরানাম্নী একটি শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিক শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ) বল (সত্বা বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা; এইরূপ শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় "পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধৈবশ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। "যো বেত্তি যুগপৎ সর্ব্বং প্রত্যক্ষেণ সদা-স্বতঃ" "যিনি স্বয়ং এককালে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ

উপস্থিত হয়। তাহা হইলে তাদৃশ শক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈতদর্শন এবং উপদেশাদির ব্যবহার কিরূপে সম্ভবপর হয়?

যদি বল, মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের মিথ্যাভূত জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিরোধি হয় না (অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, তদতিরিক্ত প্রতীয়মান প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহাই যথার্থজ্ঞান তাদৃশ মিথ্যাস্বরূপ প্রপঞ্চকে যদি সত্যরূপে জ্ঞান করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ হয়, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিলে উহা যথার্থ-জ্ঞানের বিরোধী হয় না। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যদি ঈশ্বর নিজের অতিরিক্ত জগৎকে মিথ্যারূপে দর্শন করেন, তাহা হইলে জাগতিক জীবাদির নিগ্রহানুগ্রহবিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ উন্মত্ত ভিন্ন কেহই মিথ্যা-বিষয়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না। আরও দেখ—যখন বিশেষ-বিরোধি-ব্রহ্মরূপ আত্মস্বরূপ প্রকাশ পায়, সে সময়ে মিথ্যারূপেও ব্রহ্মের বিবর্ত্তভূত দ্বৈতপ্রপঞ্চের দর্শন হইতে পারে না। কারণ যে সময়ে শুক্তিরূপে শুক্তির প্রকাশ হয়, সে সময়ে তাহাতে রজতভাবের স্ফুরণ হইতে পারে না। অথচ প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মস্ফুরণ দশায়ও ব্রহ্মের দ্বৈতদর্শন হইয়া থাকে। যদি ইহা স্বীকার করা যায় তবে "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদা-ত্মযোনির্জ্ঞঃ কাল কালোগুণী সর্ব্ববিদযঃ" শ্বেঃ ৬।১৬। তিনি বিশ্বের কর্ত্তা, জ্ঞাতা আত্মযোনি (নিজেই নিজেই কারণ) জ্ঞানী, যমেরও নিয়ন্তা, গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ এবং "তেষামেবানু" আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ইত্যাদি গীতাঃ ১০।১১ দ্বৈতদর্শন সূচক শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

আরও দেখ—যে ব্যক্তি চন্দ্র একটিমাত্র, ইহা অবগত আছে তাহার দুইটি চন্দ্র দর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সেই অজ্ঞানের প্রতি (তিমির) রোগই কারণ। সেরূপ ব্রহ্মেরও মিথ্যারূপে জগৎদর্শন অজ্ঞানই বলিতে হইতে এবং সেই মিথ্যা জ্ঞানের মূলে কোনরূপ দোষ কল্পনা করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মের দোষ স্বীকার কর তাহইলে "শুদ্ধে মহাবিভূতাখ্যে পরে ব্রহ্মাণি বর্ত্ততে মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২) হে মৈত্রেয় শুদ্ধ মহাবিভুতিনামক সমস্ত কারণেরও কারণ পরব্রহ্মই ভগবান্ শব্দের প্রতিপাদ্য। "সমস্ত হেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৫) "পরঃ পরানাং সকলান যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ" "বিষ্ণু-সংজ্ঞক পরমপদ সমস্তহেয়গুণবর্জ্জিত" "যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ যাঁহাতে ক্লেশাদি হেয়গুণসকল নাই" ইত্যাদিশাস্ত্রের সঙ্গে বিরোধ হয়। অতএব 'তিমির' প্রভৃতি নেত্রগতদোষশূন্য পুরুষের যেরূপ মিথ্যারূপেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন সম্ভব নহে। সেইরূপ সমস্ত হেয়গুণশূন্য ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যারূপেও দ্বৈতদর্শন সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ যেস্থলে নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি লক্ষণ দর্শনদ্বারা শুক্তি বলিয়াই স্পষ্ট ধারণা হইতেছে—তাদৃশস্থলে মিথ্যারূপেও রজতদর্শন হইতে পারে না। যদি এইরূপস্থলে রজতাভিলাষী কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা হইলে ঈশ্বরের পক্ষে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষভাবে অদ্বয়ানন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও দ্বৈতদর্শন ও তদ্‌বিষয়ক উপদেশাদি ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। আরও রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় নির্ব্বিশেষ

জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে আরোপিত এই যে প্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে ইহার দ্রষ্টা কে ?

যদি বল "নান্যদতোঽস্তিদ্রষ্টেতি" (বৃহদাঃ ৬।৮।২৩) শ্রুতি প্রমাণানুসারে ব্রহ্মই দ্রষ্টা—তাহা হইলে অপত্তি এই যে—তিনি জ্ঞানমাত্রস্বরূপ হইয়া কিরূপে দ্রষ্টা হইতে পারেন ? বিশেষতঃ ভ্রমভূত প্রপঞ্চের সম্বন্ধে যদি তাহার কোনরূপ জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেই তাহাকে প্রপঞ্চের স্রষ্টা এই কথা বলা চলে ; কারণ দর্শকমাত্রেরই বস্তু সম্বন্ধে একটা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলে ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানরূপপদার্থ তাহার আবার প্রপঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞানান্তর সম্ভবপর হয় না বলিয়া তিনি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা হইতে পারেন না। যদি বল মায়ার সহিত যোগবশতঃ তিনি দ্রষ্টা হইতে পারেন তাহা হইলে বল দেখি—মায়ার সহিত ব্রহ্মের এই যে যোগ আগন্তুক অথবা স্বাভাবিক (সর্ব্বদাই বর্ত্তমান) ? যদি বল আগন্তুক, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিভু হইতে পারেন না, কারণ যিনি পরিচ্ছন্ন (সসীম) বস্তু, তাহার সহিত অন্য পদার্থের মিলন আগন্তুক হইতে পারে ; যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থের যোগ বর্ত্তমানই রহিয়াছে কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে আগন্তুকযোগ বলা চলে না। আর যদি বল, মায়ার সহিত এই যোগ স্বাভাবিক, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বদাই মায়াযুক্ত বলিয়া তিনি সবিশেষরূপই হইয়া পড়েন। তবাভিপ্রেত নির্ব্বিশেষরূপের সিদ্ধি হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন মায়া বলিয়া অন্য জাতীয় একটী পদার্থের সর্ব্বদা অস্তিত্ব থাকায় তুমি যে ব্রহ্মকে "বিজাতীয় ভেদশূন্য" বলিয়াছিলে উহাই বা কিরূপে

সিদ্ধ হয়? আরও—যে সময়ে ব্রহ্মের প্রপঞ্চদর্শন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও যখন মায়ার সহিত যোগ ছিল তাহা হইলে তখন প্রপঞ্চদর্শন হয় নাই কেন? যদি বল তখন ব্রহ্মের প্রপঞ্চদর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া দর্শন হয় নাই, তাহা হইলে বল দেখি সে সময়ে ইচ্ছা না থাকিবারই বা কারণ কি? যদি বল, তাহার কারণ ইচ্ছাই বলিব, তাহা হইলে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সবিশেষ হইয়া পড়িলেন। আরও ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিবার পূর্ব্বে মায়া কাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহা হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষই হইয়া পড়েন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন মায়াকে স্বীকার করায় তোমার অভিপ্রেত অদ্বৈতবাদেরও হানি ঘটিয়া থাকে। ৫

যদি বল—মায়া অপরমার্থবস্তু কাজেই তাহার দ্বারা আমার মতের "নির্ব্বিশেষ এবং অদ্বৈতের" কোন হানি হয় না; তাহা হইলে অপরামর্থ শব্দের অর্থ কি? রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা কিংবা সে বস্তু সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় স্থির-সত্তাবিশিষ্ট নহে, তাহাকে অপরমার্থ বলিতেছে? যদি বল এস্থলে রজ্জুতে কল্পিতসর্পের ন্যায় মিথ্যাপদার্থ অপরমার্থ, তাহা হইলে "অজ্ঞানাস্তুত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধীরূপং" "সত্ত্বরজস্তম" এই ত্রিগুণময়; জ্ঞানবিরোধি ভাবই অজ্ঞান (মায়া)—এই যে তোমার মতে অজ্ঞানের লক্ষণ করিয়াছ এই বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ মায়াকে যদি তাদৃশ মিথ্যা পদার্থই বল, তাহা হইলে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গী ৯।১০) "আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করায়

প্রকৃতি চরাচরবিশ্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই যে ভগবানের কথিত মায়া হইতে কার্য্যোৎপত্তি ইহা সম্ভব হয় না, কারণ মিথ্যা পদার্থে কখনও অন্যবস্তু সৃষ্টি করিবার উপযোগী শক্তি বর্ত্তমান থাকে না। যদি বল—কেহ স্বপ্ন দেখিতেছে যে—এক চোর তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, সেস্থলে শিরচ্ছেদরূপ মিথ্যাকার্য্যটি যেমন স্বপ্নকল্পিত চোরস্বরূপ মিথ্যাকারণ হইতে জন্মিতে পারে—সেইরূপ এই জগৎরূপ কার্য্য যেহেতু মিথ্যা, তখন মিথ্যা মায়া তাহার কারণও হইতে পারে। তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২ ২৮) এই বেদান্ত দর্শনের সূত্র ব্যাখ্যায় স্বপ্ন এবং জাগরণের বৈষম্য আছে বলিয়া স্বপ্নদশার প্রতীতিরসঙ্গে ও জাগ্রতদশার প্রতীতির ভেদ আছে। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং "সত্বাচ্চাবরস্য" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৬) অপর অর্থাৎ পশ্চাদভাষী ঘট, শরা প্রভৃতি কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাদি কারণ বিদ্যমান থাকে বলিয়া কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। এই সূত্রেও ব্রহ্মরূপ কারণ যেরূপ ত্রিকালেই সত্বাবিশিষ্ট তেমনি জগৎরূপ কার্য্যও ত্রৈকালিক সত্তাবিশিষ্ট, এইরূপ উক্তির দ্বারা জগতের সত্যতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যথা জগৎকে মিথ্যা বলিলে। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ (গী ১৬।৮) অর্থাৎ অসুরস্বভাবগণ এই জগৎকে মিথ্যা স্থিতিশূন্য এবং ঈশ্বরহীন বলিয়া থাকে, গীতোক্ত এই অসুর-সিদ্ধান্তই হইয়া পড়ে এবং "গৌরনাদ্যনন্তবতীসা জনয়িত্রী ভূতভাবিনী" "বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম"

"অস্মান্মায়া সৃজতে বিশ্বমেতং" (শ্বেতাশ্ব ৪।৯) অর্থাৎ "এই পৃথিবী অনাদি অনন্তকাল বর্ত্তমান, তিনিই সমস্ত ভূতসকলের জননী এবং পালনকর্ত্রী—সেই যাবতীয় বিকার সমূহের প্রসবিনী ভূমি প্রভৃতি অষ্টরূপে বর্ত্তমানা নিত্যা ধ্রুবা অর্থাৎ নিশ্চলা শক্তিকেই মায়া বলে" "মায়ী পরমপুরুষ ইহা হইতে বিশ্ব সৃষ্টি করেন।" "অজামেকাং" শ্বেতাশ্বতর উপণিষৎ ৪।৫)" "প্রকৃতি নিত্যা এবং একা" (শ্বেঃ ৪।৫) ময়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। শ্বেঃ ৪।৬ "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ময়ি নস্তু মহেশ্বম্" (শ্বেঃ ৪।১০) "যাঁহার অংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে" "যস্যাচরব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদংজগৎ" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" "অক্ষর" ব্রহ্ম হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি পরব্রহ্ম। "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম প্রধান সংজ্ঞকং ব্রহ্মই আমার গর্ভধারণের যোনি-স্বরূপ (গীতাঃ ১৪।৩) "মম মায়া দুরত্যয়া" (গীঃ ৭।১৪) "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" (গীতাঃ ১৩।২০) "প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে"। ইত্যাদি শ্রুতিও স্মৃতি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। মিথ্যাবস্তু কখনও 'অক্ষর' 'ধ্রুব' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষটী অর্থাৎ যে বস্তু সবিকার বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় স্থিরসত্তা বিশিষ্ট নহে, উহাই 'অপরমার্থ' শব্দের অর্থ ইহা সঙ্গত হইতে পারে। কারণ—"তিনি (মায়া) সমস্ত জাগতিক বিকার সমূহের জননী এবং অচেতনা" "তিনি নিত্য ও সতত বিকারবিশিষ্টা" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যদ্বারা উহার বিকার এবং সর্ব্বদা পরিণাম

বশতঃ ব্রহ্মের ন্যায় স্থিরসত্তা নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত সতত বিক্রিয়াদি কারণবশতঃই উহাকে গৌণভাবে অনৃত (মিথ্যা) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পৃথিবী প্রভৃতি মায়ার কার্য্য সকলও আবির্ভাব এবং তিরোভাব ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া স্বপ্ন প্রপঞ্চ (স্বপ্নে যে সকল দেখা যায়) ও মরীচিকায় বারিবুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় অসৎ, মিথ্যাদি শব্দদ্বারা গৌণভাবে কল্পিত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে লোকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্যই এইরূপ বলা হয়। তুমি যে বলিয়াছ জাগতিক কার্য্য-সকলের একবার উপলব্ধি হইতেছে, আবার তাহার নাশ হইতেছে—এজন্য সৎ কিংবা অসৎরূপে নির্দ্ধারণ-যোগ্য নহে বলিয়া মিথ্যা; ইহা সঙ্গত নহে—কারণ উপলব্ধি ও বিনাশ-দ্বারা বস্তুর অনিত্যতা নির্দ্ধারিত হয়, মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয় না। যাহা দেশ ও কালের সম্বন্ধবশতঃ কোনস্থানে কোন সময়ে উপলব্ধ হয় এবং কোথাও কখনও উপলব্ধ হয় না, উহাই অনিত্য—ইহা বলবান বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন—"স্বর্গাদিরূপ ফল, বিনাশশীল; যেহেতু উহা ঘৃত, কুশ, সমিধাদি বিনাশীল উপকরণদ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অবিনাশী বস্তুকেই পরমার্থ বলিয়া থাকেন। অবিনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপসম্যতে তত্ত্বনাশী ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্" "যত্ত্ব-কালান্তরেনাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতিবৈ। পরিণামাদি সম্ভূতাং তদ্‌বস্তু নৃপ" (বিঃ পুঃ ২।১৪।২৪-২৫) হে রাজন্, কালান্তরে

ও পরিণামদি ক্রিয়াজন্য অন্য নামপ্রাপ্ত হয় না, এমন বস্তু কি আছে, তাহা বল। "এই শরীরের শেষ আছে" "অন্তবন্তুইমে দেহা" (গী ২।১৮)। "তাহাকেই (আমাকেই) বিনাশশূন্য বলিয়া জানিবে" "আবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি (গী ২।১৭)" "আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ" (গী ৫।২২) আদি-অন্তবিশিষ্ট বলিয়া এই সমস্ত অনিত্য সুখে পণ্ডিতগণ আসক্ত হন না।

আগমাপায়িনোঽনিত্য (গীতা ২।১৪) ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও বিষয়ানুভব উৎপত্তি ও বিনাশশীল অনিত্য। "প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিগম (বেদ) এবং আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারকে উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং অনিত্য জানিয়া আসক্তিরহিত হইয়া বিচরণ করিবে" "এই জগৎ পরিণামশীল ও অনিত্য" এ সমস্ত স্থলে উক্ত নিত্য ও অনিত্য এই দুইটী শব্দ গীতায় ২।২৬ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। অসৎ (অনিত্য বস্তুর—সত্তা পরিণামশীল, কিন্তু নিত্যবস্তু পরিণামশীল নহে। অন্যথা স্বপ্ন-প্রপঞ্চাদির ন্যায় বস্তুতঃ মিথ্যা বলিলে পূর্ব্বাপর শাস্ত্রবাক্য বিরোধ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এজন্য ব্রঃসূঃ ২।২।২৭ "নাভাব উপলব্ধে" অর্থাৎ যেহেতু জগতের উপলব্ধি হইতেছে উহা অসত্য (মিথ্যা) বলা যায় না। ৬॥

যদি বল "একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" "নম্বেক মেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মেতি" (ছাঃ ৬।২।১) এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে

ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইতেছে। অন্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলে ঐ অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে—স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিদবিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায়। "সদেব সৌম্যেদমগ্র অসীৎ (ছাঃ ৬।২।১) এই শ্রুতিবাক্যের ইদং (এই) পদে নাম এবং রূপদ্বারা বিভক্ত, নানা অবস্থা বিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান জগৎ; 'অগ্র' পদে সৃষ্টির পূর্ব্বে, 'এক' পদে নামরূপবিভাগশূন্য বলিয়া এক অবস্থাবিশিষ্ট, 'অদ্বিতীয়' পদে অন্য অধিষ্ঠানশূন্য বুঝাইতেছে। অতএব সম্পূর্ণ শ্রুতির অর্থ এই যে,—এই নামরূপবিভাগবিশিষ্ট, নানা অবস্থাপন্ন, পরিদৃশ্যমান জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপবিভাগশূন্য, এক-অবস্থাপন্ন অন্যাধিষ্ঠানরহিত সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল। কারণ এইরূপ অর্থ করিলেই "জগতের যিনি মূল তিনি আধার-শূন্য" "মূলমনাধার" (সুবাল-শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতির সহিত অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'সৎ' শব্দ বিশেষ্যভূত অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ যাহার বিশেষ; সেই পরমাত্মার বাচক হইলেও তিনি কার্য্যরূপ জগতের কারণ বলিয়া কারণতার উপযোগি অনুকূল গুণযুক্ত প্রকৃতি এবং কালরূপ তাঁহার শরীরের সহিত তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও কালরূপশরীরবিশিষ্ট পরমাত্মারই বাচক হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের সত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু "সদেব" (সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল) এই শ্রুতি বাক্যে 'এব' (ই) শব্দের দ্বারা তাঁহাদের মত নিরাশ করা হইয়াছে। "বহুস্যামি" "আমি বহু অবস্থা ধারণ করিব"

ব্রহ্মের এইরূপ ইচ্ছা বশতঃ তিনি জগৎ সৃষ্টির পরে কার্য্য-রূপে বহু অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে "একমেব" (একাবস্থাপন্নই যে ছিল) এই শ্রুতি বাক্য 'এব' (ই) শব্দের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাদৃশ বহুঅবস্থার নিষেধ করা হইয়াছে। যে সমস্ত শ্রুতিতে জগতের কারণ বর্ণিত হইয়াছে—তাহাদের অবশ্যই একরূপ হওয়া উচিত। যে সমস্ত শ্রুতিতে —"সেই সময়ে বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপক) নিষ্কল (অংশহীন, পূর্ণ) হরি মাত্রই অবস্থিত ছিলেন। "বিষ্ণুস্তদাসীদ্ধরিরেব নিষ্কলঃ" "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্নব্রহ্মানেশানো নেমেদ্যাবা-পৃথিবী ন নক্ষত্রানি নাপোনাগ্নির্সোমো ন সূর্য্যঃ" "স একাকী ন রমতে (বৃহদাঃ ১।৪।৩) একমাত্র নারায়ণই বর্ত্তমান ছিলেন; ব্রহ্মা, শিব, স্বর্গ, মর্ত্ত, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য কিছুই ছিলেন না," "তিনি একাকী রমণ করিতে পারিতেছিলেন না", তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইলে এক কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল।" সুবাল উপনিষদে ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "সে সময়ে কি বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে এখানে কিছুই ছিল না—যিনি জগতের মূল, তিনি আধার রহিত, সেই দিব্য একমাত্র দেব নারায়ণ—তাঁহা হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে" ইত্যাদি বর্ণনা রহিয়াছে (ছাঃ ৬।৩।২)। "এই জগৎ সে সময়ে অবিভক্ত অবস্থায় ছিল, পরে নাম ও রূপদ্বারা ইহাকে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রুতিদ্বারাও পূর্ব্বে অস্তিত্ব-বিশিষ্ট জগতেরই পরে নামরূপ বিভাগ মাত্র অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব "এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয়

সদ্‌রূপেই অবস্থিত ছিল" শ্রুতির ব্যাখ্যা যথার্থই করা হইয়াছে। নচেৎ শ্রুতিগণের পরস্পর অর্থ-ব্যাঘাত দোষ উপস্থিত হয়। ভাগবতেও উক্ত তাৎপর্য্য আছে "একো নারায়ণো দেবঃ" প্রলয় কালে ঈশ্বর নিজমায়াদ্বারা পূর্ব্বরচিত এই জগৎকে নিজ কালশক্তিদ্বারা সংহারপূর্ব্বক এক অদ্বিতীয় আত্মাধার অখিল জগতের আশ্রয় নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তদীয় সত্বাদি শক্তিসকল তখন নিজ কাল-শক্তিবশতঃ সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছিল। তখন প্রধান ও পুরুষের (প্রকৃতি ও জীবের) অধিপতি উত্তমাধম সলের শ্রেষ্ঠ, আদিপুরুষ "কেবল" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।" এস্থলে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ 'ভগবান্‌কেই' 'অদ্বিতীয়' পদদ্বারা নির্দ্দেশ করায় 'বিশিষ্ট' অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বয়ত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইল। বরাহপুরাণ "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌-ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥" এই বচনদ্বারা এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রাভিমানী দেবগণের উক্তিদ্বারা ও স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌-বিশিষ্ট পরমাত্মাই জগতের মূলকারণ—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ বিচার করিয়া থাকেন যে—"এই জগতের কারণ কি? ব্রহ্ম না কালাদি? আমরা কোন্‌ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতেছি, প্রলয়কালে আমাদের স্থিতি কোথায় এবং কোন নিয়ামককর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া সুখদুঃখে—

ব্যবস্থানুসারে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। কাল, স্বভাব, নিয়তি (পাপপুণ্য লক্ষণ কর্ম্মরূপা অদৃষ্ট), যদৃচ্ছা (আকস্মিকী প্রাপ্তি), আকাশাদি ভূতসকল, কিম্বা আত্মাই আমাদের কারণ" তাহা বিচার করা উচিত; উহাদের (কালাদির) সংযোগ কারণ নহে, যেহেতু আত্মা চেতনপদার্থ, কালাদি অচেতন পদার্থ তাহার কারণ হইতে পারে না। জীবকেও কারণ বলা চলে না—কারণ জীব সুখদুঃখহেতু—কর্ম্মের অধীন।

অনন্তর ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানের নিজ প্রভাবদ্বারা সংবৃতা আত্মশক্তিকেই কারণরূপে দর্শন করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং অদ্বিতীয়স্বরূপে কাল, আত্মা প্রভৃতির সহিত যুক্ত-সমস্তকারণের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন (শ্বেতাশ্ব ১।১।১-৩)। বেদান্তসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবও নিজভক্তিযোগবলে ইহাই নির্ণয় করিয়াছিলেন। ("ভক্তিযোগেণ মনসি" ভাঃ ১।৭।৪-৬) ইত্যাদি 'অগ্রে' পদে প্রলয়কালে বলিলেই —"অক্ষর (জীব) তমোগুণ-প্রবলা প্রকৃতিতে লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমেশ্বরে অবিভক্তরূপে অবস্থান করে"। (বিঃ পুঃ)। আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিণী প্রকৃতির কথা বলিয়াছি সেই প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) উভয়েই পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই সমস্তের আধার, তিনিই পুরুষোত্তম এবং বেদ-বেদান্তে বিষ্ণুনামে অভিহিত (বিঃ পুঃ)। মহাভারতেও "যখন ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবতার প্রলয় হয় এবং চরাচরসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও সমস্ত আকাশাদিভূতগণের প্রকৃতিতে লয় ঘটিয়া থাকে, তৎকালে

সর্ব্বাধারভূত এক নারায়ণই অবস্থান করেন"। এই সমস্ত বহুপ্রমাণবাক্যদ্বারা সে সময়ে স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়। অতএব বিশিষ্টব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপিত হইল। যদি "অগ্র" শব্দে "কালের পূর্ব্বে আর সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই অগ্র শব্দার্থ," এই অর্থ করা যায়, তাহা হইলে "বিধাতা পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন" এই ঋগ্বেদীয় বাক্যের কোন সদর্থ হয় না। বিশেষতঃ তাদৃশ পূর্ব্বসৃষ্টিরহিত কালে জীব কিম্বা তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের অভাববশতঃ দেবমনুষ্যাদি-প্রাণিভেদে বিষম-সৃষ্টির কারণ কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বলা যায় যে,—ঈশ্বরের ইচ্ছাই বিষম সৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে 'যিনি সৎকর্ম্ম করেন তিনি উত্তম জন্মলাভ করেন' 'সাধুকরী সাধুভবতি' (বৃহদা ৬।৪।৫) এই শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ এবং ঈশ্বরের বিষমদৃষ্টি ও নির্দ্দয়তারূপ দোষ উপস্থিত হয়। যদি বল, প্রপঞ্চই যখন মিথ্যা তখন আর বৈষম্যাদি দোষ কি? উত্তর এই যে, প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" (মুণ্ডক ১।১।৭) অর্থাৎ "ঊর্ণনাভ যেরূপ নিজকৃত সূত্রভূত গৃহদ্বারা তাহাতেই বদ্ধ হয়"; ইত্যাদি শ্রুতির সহিত অর্থ বিরোধ হয় এবং বিষমসৃষ্টি নিবন্ধন ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত দোষ-খণ্ডনের জন্য "যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম সাপেক্ষ হইয়াও সৃষ্টি করেন, কাজেই বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হইতে পারে না এই "বৈষম্য—নৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি"

(ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) সূত্রের বিবর্ত্তবাদমতে কোন আবশ্যকতা থাকেনা ॥ ৭ ॥

আরও বল দেখি—সৎস্বরূপ-ব্রহ্মে কল্পিত এই প্রপঞ্চের দ্রষ্টা কে? যদি বল,—অনাদিঅবিদ্যাকর্ত্তৃক ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলে ব্রহ্মই স্বগত নানাভাব দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অসঙ্গত, কারণ—যিনি নিত্যমুক্ত-পূর্ণ-স্বপ্রকাশ (অন্যের প্রকাশ্য নহেন) জ্ঞানমাত্রস্বরূপ এবং নিষ্কল (অংশহীন), তাঁহার আচ্ছাদন অসম্ভব। 'বস্তুর স্বরূপ বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাহার প্রকাশ নিবৃত্তির নাম আচ্ছাদন। জ্ঞানের অপর নামই প্রকাশ'। তোমার মতে 'প্রকাশ' বা জ্ঞানমাত্রই যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্রহ্মের অবিদ্যাকর্ত্তৃক আচ্ছাদন অসম্ভব, যদি হয় তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপেরই নাশ ঘটিয়া থাকে। যদি বল—ব্রহ্মের স্বরূপভূত প্রকাশ সর্ব্বদাই থাকে, তাহার বিশদভাব (স্বচ্ছতা) মাত্র অবিদ্যাকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়, কাজেই স্বরূপনাশের আশঙ্কা নাই—তাহা হইলে বল দেখি সেই বিশদভাব, স্বরূপভূত প্রকাশ হইতে অতিরিক্ত কি না? যদি বল—উভয়ই এক, তাহা হইলে বিশদভাবের আচ্ছাদনে স্বরূপনাশই হইয়া থাকে। আর বিশদভাবকে স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলিলে ব্রহ্ম বিশদভাব বিশিষ্ট বলিয়া তোমার অভিলষিত নির্ব্বিশেষবাদের হানি ও সবিশেষবাদই সিদ্ধ হয়। আরও দেখ নির্ব্বিশেষপ্রকাশমাত্র পদার্থের অজ্ঞানবিষয়ক অনুভব ও জগদ্রূপ ভ্রমদর্শন হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ

অনুভব ও ভ্রমপ্রভৃতি জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানমাত্রের হয় না—ইহা জাগতিক বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। আরও বল দেখি—ব্রহ্মই যদি অনাদি অবিদ্যাবশতঃ স্বগত নানাভাব দর্শন করেন, তাহা হইলে প্রলয়কালে অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রপঞ্চ দর্শন হয় না কেন? আর দেখ—ব্রহ্মের অজ্ঞান স্বীকার করিলে—নিজের (ব্রহ্মের) অজ্ঞাননিবৃত্তিরদ্বারা ব্রহ্মেরই মুক্তি সম্ভবপর হয়; সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত জীবের মুক্তির নিমিত্ত শ্রবণাদি বিষয়ে যত্ন নিষ্ফল। কারণ—স্বপ্নে কল্পিত মুক্তিকামী পুরুষের চেষ্টা এবং রজতাভিলাষীর শুক্তিতে কল্পিত রজত সংগ্রহের চেষ্টা যেরূপ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া বিফল হয়, সেইরূপ এস্থলেও জীব ও তদীয় শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্ন অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া বিফলই হইয়া পড়ে। শুক, প্রহ্লাদ, বামদেবাদির এবং আধুনিক জীবের মোক্ষের জন্য প্রযত্নও নিষ্ফল হয়। যেহেতু উহা আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য, সেই আচার্য্যও তোমার মতে ব্রহ্মের অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত পদার্থ মাত্র। আরও দেখ—একই ব্রহ্ম যদি সমস্তপ্রাণীর শরীরে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—একই ব্যক্তির যেরূপ "আমার পাদদেশে বেদনা, মস্তকে সুখবোধ হইতেছে" এক শরীরেই স্থানভেদে এবম্বিধ সুখদুঃখের পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞান হয়—সেইরূপ ব্রহ্মেরও নানাপ্রাণীশরীরভেদে কোনও শরীরে সুখ, কোনও শরীরে দুঃখানুভূত হইতে পারে এবং ইনি জীব, ইনি ঈশ্বর,

বদ্ধ, মুক্ত, শিষ্য, আচার্য্য, পণ্ডিত ও ইনি মূর্খ এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না। সৌভরি প্রভৃতিরও যোগবলে অনেক শরীরধারণকালে এক আত্মাতেই ভিন্নভিন্ন শরীরগত সুখ-দুঃখের অনুভব দৃষ্ট হইয়াছে। যদি বল—প্রতি শরীরে আত্মার ভেদবশতঃ এক শরীরের সুখ-দুঃখ অন্য শরীর-গত আত্মায় অনুভূত হয় না—ইহা অসঙ্গত। কিন্তু আত্মা অভিন্ন হইলেও প্রতিশরীরে অহংপদার্থের ভেদ আছে বলিয়াই এক শরীরের সুখদুঃখ অন্য শরীরগত অহং পদার্থের অনুভূত হয় না। 'অহং পদার্থই সুখ-দুঃখের অনুভবকর্ত্তা। ইহাও অসঙ্গত--কারণ আত্মা এবং অহং পদার্থ একই তত্ত্ব এবং তিনিই জ্ঞাতা। এই অহংপদার্থ এবং অহঙ্কারতত্ত্ব এক নহে। অহঙ্কারতত্ত্ব অন্তঃকরণ-বিশেষ। উহা জড়বস্তু এবং জ্ঞানের কারণ, কাজেই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ জ্ঞানের কর্ত্তা নহে সেইরূপ উহাও কর্ত্তা নহে। এ বিষয়ে—"প্রকৃতি অচেতনা এবং বিকারসমূহের প্রসবিনী; ইহা যিনি জানেন, বিজ্ঞাতা পুরুষের বিজ্ঞান শক্তির লোপ হয় না" (বৃহদা ৪।৩।৪০)। "তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই" "এই পুরুষই জানেন" "বিজ্ঞাতা পুরুষকে আর কোন্ করণদ্বারা জানা যাইবে?" এসমস্ত শ্রুতি এবং মোক্ষধর্ম্মের—"হে গন্ধর্ব্ব! পুরুষ অচেতনা-প্রকৃতিকে অবগত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষকে জানিতে পারেন না"—প্রভৃতিই প্রমাণ ॥ ৮ ॥

আরও দেখ—যে বস্তুর কোনও একস্থানে সত্তা আছে,

তাহারই অন্যবস্তুতে সাদৃশ্যাদিবশতঃ কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রপঞ্চ ; মনুষ্য-শৃঙ্গাদি পদার্থের ন্যায় স্বরূপ-শূণ্য বলিয়া ব্রহ্মে তাহার কল্পণা হইতে পারেনা। সর্পদি পদার্থ সত্য বলিয়াই রজ্জু প্রভৃতিতে তাহার কল্পনা হইয়া থাকে। আকাশের নীল-বর্ণ প্রতীতি উহা পূর্ব্বে অনুভূত (অন্যত্র) এবং সত্য পদার্থ। স্বপ্নে ও ইহজন্মে বা জন্মান্তরে দৃষ্ট বা শ্রুত পদার্থেরই অনুভব হয়। ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন "অদৃষ্ট কিংবা অশ্রুত বিষয় হইতে বিষয়ান্তররে উৎপত্তি হয় না (ভা ১১।২৬।২৩)। কেবল সত্যপদার্থেরই আরোপ হয় এমন নিয়ম নাই, কিন্তু যে বস্তুর কদাচিৎ প্রতীতি হইয়াছে সেই বস্তুরই আরোপ হইতে পারে একথাও বলিতে পার না, কারণ—শশকশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় যে বস্তু একান্ত অসৎ তাহার প্রতীতিই সম্ভবপর নহে। যদি বল—রজ্জুতে সর্পকল্পনাস্থলে যেমন ইন্দ্রিয় দোষাদি কারণ, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ-প্রতীতি-বিষয়েও অবিদ্যা-রূপ দোষই কারণ —এবিষয়ের সত্যতার কোন কারণ আবশ্যক নাই। তাহাও সঙ্গত নহে—যেহেতু কারণের সত্তা থাকিলেই তাহা হইতে কার্যোপোত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার মতে প্রপঞ্চ-প্রতীতি-রূপ কার্য্যের কারণীভূত "অবিদ্যা" মিথ্যা বলিয়া তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি (প্রপঞ্চ-প্রতীতি) সম্ভবপর হয় না। রজ্জুতে আরোপিত (কল্পিত) সর্প মিথ্যা হইয়াও ভয়োৎপাদনরূপ সত্য কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। কাজেই কার্য্য সর্ব্বত্রই কারণের সত্তাকে অপেক্ষা করে এরূপ নিয়ম নাই—ইহা অসঙ্গত। যেহেতু যাহাতে অন্য পদার্থ সৃষ্টির অনুকুল শক্তি

বর্ত্তমান আছে, তাহাকেই কারণ বলে। মিথ্যা পদার্থে অন্য পদার্থ সৃষ্টির অনুকুল শক্তি থাকা অসম্ভব বলিয়া ইহা কাহারও কারণ হইতে পারে না। রজ্জু-সর্পরূপ দৃষ্টান্তস্থলেও কল্পিত (মিথ্যা) ভয়রূপ সত্য কার্য্যের কারণ নহে, কিন্তু তাদৃশ সর্প বিষয়ক জ্ঞানই ভয়ের কারণ—জ্ঞান সত্য পদার্থ, কাজেই তাহা হইতেই ভয়োৎপত্তি-রূপ সত্য কার্য্য হইতে কোন বাধা নাই। কারণ মাত্রই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি বর্ণনা সঙ্গত হয় না। যদি বল—রজ্জুতে কল্পিত সর্প—মিথ্যা হইয়াও যেরূপ তদ্বিষয়ে জ্ঞান-রূপ কার্য্যের কারণ হয়, সেইরূপ ভয়েরও কারণ হউক না কেন? উত্তর এই যে—উক্ত স্থলে কল্পিত সর্প জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু দোষই মিথ্যা বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের কারণ, এস্থলে 'বিষয়'জ্ঞানের কারণ হয় না; ইহাই নিয়ম। ৯॥

যদি বল—আমরাও ঘট পট প্রভৃতি বস্তুকে একান্ত মিথ্যা বলিনা, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকালপর্য্যন্ত উহাদের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকি—ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে—কারণ, যেবস্তু শুক্তিতে কল্পিত রজতের স্বরূপের ন্যায় মিথ্যা, সে কখনও ব্যবহার যোগ্য হইতে পারেনা। যদি বল—স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইয়াও স্বপ্ন-কালপর্য্যন্ত ব্যবহারের উপযোগী রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে—তাহা হইলে প্রতিভাষিক (শুক্তি প্রভৃতিতে কল্পিত রজতাদি) পদার্থ এবং ব্যবহারিক (ঘট-পটাদি) পদার্থের ভেদ নির্ণয় অসম্ভব অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগি সত্তাবিশিষ্ট উহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পার

না। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প, ভূ-দলন (ভূমির ফাঁটা), জলধারা প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তগুলি যেকোনরূপেই কল্পনা করা যাউক না কেন, কল্পিত বস্তু সকলের যেমন মিথ্যা-বিষয়ে কোনরূপ ভেদ নাই (মিথ্যাত্বে সমস্তই তুল্য) সেইরূপ একই ব্রহ্মে কল্পিত মিথ্যাপদার্থসকলের মধ্যে আবার এইবস্তু ব্যবহারিকসত্তাবিশিষ্ট, এইবস্তু প্রতিভাষিকসত্তা বিশিষ্ট —এইরূপ ভেদ হইতে পারে না। ১০ ॥

অবচ্ছেদবাদে—(অজ্ঞানকর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই 'জীব' প্রভৃতি সংজ্ঞালাভ করে এই মতে) যেমন অনেক বৃক্ষের সমষ্টি একটি বন নামে কথিত হয়, সেইরূপ বহুরূপে প্রকাশিত জীবগত অজ্ঞান সকলের সমষ্টি এক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞান সমষ্টি উৎকৃষ্ট (সৃষ্টিকালে মূল প্রকৃতি ভিন্ন মন,বুদ্ধি, প্রভৃতি অন্য কোনও ক্ষুদ্র উপাধি ছিল না, সুতরাং তৎকালে তদুপহিত ঈশ্বরচৈতন্য উৎকৃষ্ট) উপাধি বলিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান (সত্ত্ব, রজ ও তম এই সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, যখন অসমান হইয়া কোনও একটী বৃদ্ধি পায় তখন সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমেই প্রকৃতির অর্থাৎ অজ্ঞানের সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বজীবস্বরূপ, সুখময় ও জ্ঞানময় সত্ত্ব অংশ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমষ্টি-অজ্ঞান বা মহত্তত্ত্বের সত্ত্বগুণটি প্রধান বা প্রবল থাকে। রজঃ ও তমগুণ বিলুপ্তপ্রায় বা অভিভূত থাকে। সেইজন্য তাহাকে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলা যায়) এবং তদ্দ্বারা উপহিত চৈতন্যবস্তুই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, জগৎকারণ 'ঈশ্বর'

নামে কথিত হন। তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়াই 'সর্ব্বজ্ঞ' সংজ্ঞা বিশিষ্ট—এই বিষয়ে "যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সর্ব্ববিৎ" এই শ্রুতি প্রমাণ। অজ্ঞানের এই সমষ্টিই সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া 'কারণশরীর' নামে প্রচুর আনন্দযুক্ত এবং কোষের (তরবারি আদির খাপ) মত ব্রহ্মের আচ্ছাদক বলিয়া আনন্দময়কোষ নামে, সমস্ত জগতের বিশ্রামস্থান বলিয়া সুষুপ্তিনামে এবং স্থূলসূক্ষ্ম (বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের) যাবতীয় প্রপঞ্চের প্রলয়স্থাননামে কথিত হইয়া থাকেন। যেমন একই বন আবার ব্যষ্টি (পৃথক পৃথক) ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানসমষ্টিও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়ে ইন্দ্র (ঈশ্বর) নিজ-শক্তিসমূহদ্বারা বহুরূপ হইয়া থাকেন "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃহ দাঃ ২।৫।১৯) এই শ্রুতি প্রমাণ। ব্যষ্টি অজ্ঞানই হেয়উপাধিবিশিষ্ট সুতরাং মলিন-সত্ত্বপ্রধান (মহত্তত্ত্ব নামক মূল অজ্ঞানের পর তদ্গত রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কার ও অন্তকরণ নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, রজ ওতমোমিশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণাদির প্রকাশশক্তি অল্প, সুতরাং তদুপহিত জীবচৈতন্য অল্পজ্ঞ ও মলিন-সত্ত্বপ্রধান। এবং ইহা দ্বারা আচ্ছাদিত চৈতন্য-বস্তু অল্পজ্ঞ বলিয়া প্রাজ্ঞ (প্রায় অজ্ঞ) বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু তিনি সমস্ত অজ্ঞানেরপ্রকাশক না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানের প্রকাশ করেন, সেইজন্য তিনি প্রাজ্ঞ। বন ও বৃক্ষের যেমন অভেদ, এবং উক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞানেও সেই-রূপ অভেদ রহিয়াছে। এবং উক্ত অজ্ঞানদ্বয়কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত

ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞনামক চৈতন্যবস্তুদ্বয়েরও বনকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত অজ্ঞানের ও বৃক্ষ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় অভেদ বর্ত্তমান। বনবৃক্ষ এবং তাহাদের বিচ্ছিন্ন আকাশের আধারস্বরূপ যেমন একটী নিরবচ্ছিন্ন মহাকাশ রহিয়াছে, সেইরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টিঅজ্ঞান এবং তাহাদিগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আধার-স্বরূপ যে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনিই তূরীয় (বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেরূপ চতুর্থ, সেইরূপ জীবেরও বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ অবস্থা অপেক্ষা কেবলচৈতন্যাবস্থা তূরীয়। নিগুণতাহেতু নাম কল্পনা না হওয়ায় 'চতুর্থ' শব্দে উল্লিখিত হয়) নামে কথিত হন। এ বিষয়ে সেই শিব (মঙ্গলময়) অদ্বিতীয় চৈতন্যই (চতুর্থ) বলিয়া নির্দ্ধারিত ; "শিবমদ্বৈতং চতুর্থ্যংমন্যন্ত" (মাণ্ডূক্য ১।৭) এই শ্রুতি প্রমাণ। বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ তূরীয় বস্তুই যেকালে অজ্ঞান এবং তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্নচৈতন্যদ্বয়ের সঙ্গে অপৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হন সেই সময়ে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) মহা-বাক্যের বাচ্যরূপে এবং যখন পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হন তৎকালে উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু—"নিরবচ্ছিন্ন তূরীয় চৈতন্যবস্তু, ঈশ্বরের আধারস্বরূপ" তোমার এই বাক্য-"যিনি এই জগতের মূল, তাঁহার আর আধার নাই" "দিব্য নারায়ণ দেব অদ্বিতীয়" "যিনি এই অখিলজগতের আশ্রয় তিনি আত্মাধার, তাঁহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই" ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ (কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহেরদ্বারা ঈশ্বর অন্য আধার অপেক্ষা করেন না,

ইহাই পাওয়া যাইতেছে)। আরও দেখ—বৃক্ষের সমূহের নামই বন। কাজেই প্রথমতঃ বৃক্ষসকলের উৎপত্তি হইলে পশ্চাৎ তাহাদের সমষ্টি বনরূপে পরিণত হইতে পারে। তোমার দৃষ্টান্তেও যেহেতু জীবসকলকে বৃক্ষতুল্য এবং তাহাদের সমষ্টিভূত ঈশ্বরকে বনতুল্য বলা হইয়াছে—কাজেই জীবের উৎপত্তির পর ঈশ্বরের উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে বলিয়া—"তিনি প্রথমে এক ছিলেন পরে আমি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিব" ছাঃ ৬।২।৩ "এই জীবরূপস্বরূপদ্বারা তেজঃ প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের বিভাগ করিব" ছাঃ ৬।৩।২—এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক ঈশ্বরের বহুভাব ধারণ ও জীবভাব প্রাপ্তির বিষয় যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হয় না। যদি বল সমষ্টিই প্রথমে জন্মে পশ্চাৎ তাহার অংশ সকলই 'ব্যষ্টি' নামে কথিত হয় বলিয়া সমষ্টিরূপ ঈশ্বরের বহুভাব ও জীবভাব অসম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে—ব্যষ্টির সমূহাবস্থাই সমষ্টি নামে অভিহিত হয় বলিয়া ব্যষ্টির জন্মই প্রথম হইয়া থাকে। ইহা সেনা, বন, রাশি প্রভৃতি স্থলে দেখা যাইতেছে। আরও বল—সমষ্টিঅবস্থাকালে জীবের অস্তিত্ব থাকে কি না? যদি থাকে তাহা হইলে আবার জীবভাবধারনের জন্য ঈশ্বরের বৃথা সংঙ্কল্পের আবশ্যক কি? যদি বল—তখন জীবের অস্তিত্ব থাকে না—তাহাও অসঙ্গত—কারণ শ্রুতিই বলিতেছেন "জ্ঞানবান (জীব ও ঈশ্বর) কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না বা মৃত হন না" "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদ্" (কঠ ১ ২॥১৮) অর্থাৎ জীব নিত্য জন্মরহিত।

জীবের পূর্ব্বকর্ম্মের ফলভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি স্বীকার করায় সর্ব্বদাই জীবের সত্তা অবগত হওয়া যায়। অন্যথা জীবের সৃষ্টি যদি আকস্মিক (কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে) বলা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহার অভাব বশতঃ তদীয় শুভাশুভ কোন কর্ম্ম না থাকায় প্রথম সৃষ্টিতেই দেব, মনুষ্য, কীটাদির ভাবের সঙ্গতি হয় না।

"বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয় না" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪) যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম-সাপেক্ষ, তাহা শ্রুতিতে—'দেবাদি' বিষম সৃষ্টিতে ভগবান্ তাহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন।' দেবাদি শরীরধারণ কর্ম্মসাপেক্ষ্য ইহা শ্রুতিতে "যিনি উত্তম-কর্ম্ম করেন তিনি দেবাদি উত্তমশরীর এবং পাপ-কর্ম্মফলে পাপদেহ লাভ করেন" (বৃহদাঃ ৪।৫।৫)। "পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপকর্ম্মদ্বারা পাপী হইয়া থাকে"। "হে বৎস! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎমাত্রই ছিলেন" এই শ্রুতির দ্বারা তৎকালে ব্রহ্মের অবিভক্ত-ভাবে অবস্থান বশতঃ জীবের অভাবই অবগত হওয়া যায়। অতএব জীবের অভাবে তদীয় শুভাশুভ কর্ম্মের অভাব বশতঃ প্রথম সৃষ্টিতেই দেবাদি বিভাগের বৈষম্য কিরূপে সঙ্গত হয়? এই বিষয় ব্রহ্মসূত্রের প্রশ্নোত্তর-সূচক একটী সূত্র বলিয়াছেন—তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) কর্ম্ম ছিল না, কারণ (সে সময় ব্রহ্মের জীবরূপে) বিভাগ ছিল না। উত্তর—ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু (জীব ও তদীয় কর্ম্মপ্রবাহ) অনাদিকাল বর্ত্তমান। ইহা যুক্তিরদ্বারা উপপন্ন ও শাস্ত্রোপলব্ধ হইতেছে (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৫)। জীব অনাদিকাল বর্ত্তমান থাকিলে "হে বৎস! সৃষ্টির

পূর্ব্বে সৎমাত্রই ছিলেন" ব্রহ্মের ঐরূপ অবিভক্তভাবে অবস্থান কিরূপে সঙ্গত হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রহ্ম ও জীব অনাদি হইলেও অবিভক্তরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। কারণ—প্রলয়কালে জীব ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ হইলেও নাম এবং রূপশূণ্য বলিয়া পৃথগরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। এস্থলে এতাদৃশ সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থানের নামই অবিভাগ—কিন্তু জীবের একান্ত অভাব নহে। অন্যথা জীবকে উৎপত্তিশীল বলিলে তাহার বিনাশও যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ—উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই বিনাশী। অতএব জীব যদি উৎপত্তি-বিনাশীল হয়, তাহা হইলে "অকৃতাভ্যাগম" ও "কৃত-বিনাশ-রূপ দোষদ্বয়" উপস্থিত হয়। ("অকৃত যাহা করা হয় নাই তাহার"—"অভ্যাগম" উপস্থিতি বা প্রাপ্তি)। এস্থলেও জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্তা না থাকায় দেব, নারকি শরীর লাভের উপযোগী সদসৎ কর্ম্ম ছিল না। কাজেই সৃষ্টিকালে তাদৃশ শরীরলাভ অকৃত বিষয়েরই প্রাপ্তি। "কৃত বিনাশ" যাহা করা যায় তাহার নাশ (ফললাভ না হওয়া)। এস্থলেও জীব বিনাশশীল হইলে দেহত্যাগান্তে আস্তিত্ব না থাকায় শুভাশুভকৃত কর্ম্মের বিনাশই হইয়া থাকে, ফলভোগ ঘটে না। (বস্তুতঃ উক্ত বিষয়দ্বয় অনুভব ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া দোষমধ্যে গণ্য)। "জ্ঞানবান্ (জীব) জাত বা মৃত হন না", ইহাদ্বারা জীবের এবং "বিধাতা সূর্য্য-চন্দ্রকে পূর্ব্বসৃষ্টিরঅনুরূপ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন" ইহাদ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিভাব উপলব্ধ হইতেছে। "জীব ও প্রপঞ্চ তৎকালে অবিভক্ত ছিল, তাহাই নাম

ও রূপদ্বারা বিভক্ত করিয়াছিলেন" ইহাদ্বারা কেবল নামরূপ বিভাগমাত্রই নূতন বলিয়া জানা যায়। "প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিবে" "হে অর্জ্জুন! প্রলয়ে ভূতগণ আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়" এই সমস্ত গীতার বাক্যের দ্বারাও জীব-স্বরূপের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥১১॥

যদি বল ঘট ভগ্ন হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী আকাশ যেরূপ পূর্ব্ববৎ নিরবচ্ছিন্নভাব (মহাকাশ) লাভ করে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলে তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন-জীবভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ও পুনরায় নিরবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়—এই প্রকার ঘটাকাশ দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মই দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হন—তাহা সঙ্গত নহে। কারণ ঘটও আকাশের দৃষ্টান্তানুসারে দেহাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অংশকেই যদি জীব বল, তাহা হইলে—ঘটটী স্থানান্তরিত করিলে পূর্ব্বস্থ আকাশ মুক্ত হইয়া মহাকাশে ও যেস্থানে স্থানান্তরিত হয় সেই মুক্ত মহাকাশের কতকাংশ আবদ্ধ হয়—সেইরূপ দেহাদিও স্থানান্তরে যাইলে পূর্ব্বস্থান—যাহা ব্রহ্মের অংশ জীবভাবরূপে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা মুক্ত হইয়া যে স্থানে গমন করে সেইস্থানে ব্রহ্মের কতক মুক্তঅংশ তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীবভাবপ্রাপ্ত হয়—এরূপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। কিন্তু বস্তুত তাহা হইতে পারে না—কারণ আমরা দেখিতে পাই, দেহের পূর্ব্বস্থানে অবস্থানকালে যে আত্মার "আমি এখানে অবস্থান করিতেছি"—এরূপ জ্ঞান জন্মে, দেহ অন্যত্র গমন করিলেও সেই আত্মারই "যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি"—এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

তোমার মতে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্তানুসারে দেহাদি উপাধিরই স্থানান্তর গমন হয়, জীবের নহে; কাজেই জীব উভয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া—"যে আমি পূর্ব্বস্থানে ছিলাম, সেই আমি এখানে আসিয়াছি"—এই প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞানের অপলাপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ দেহের স্থানভেদে জীবের ভেদ হইলে, দেহ এইস্থানে অবস্থানকালে তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীব এস্থানে কোন সদসৎকর্ম্ম করিলে স্থানান্তরে উহার ফল-স্বরূপ পুরস্কার বা দণ্ডগ্রহণকালে, সেইস্থানে দেহ মধ্যবর্ত্তী জীব অন্য বলিয়া একের কর্ম্মজন্য অন্যের ফলভোগরূপ অত্যন্ত অযৌক্তিক কার্য্যের অবতারণা হয়। যদি বল—দেহাদি উপাধির গমনাদিবশতঃ প্রতিক্ষণ জীবের ভেদ ঘটিলেও তদ্দার অবচ্ছিন্ন জীবের ধারা এক এবং পূর্ব্বজীব হইতে পরবর্ত্তী জীবে, তাহা হইতে তৎপরবর্ত্তী জীবে ক্রমশঃ বাসনার সঞ্চার হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানান্তরে গমনেও—"যে আমি পূর্ব্ব-স্থানে ছিলাম সেই আমি এখানে, আসিয়াছি"—এইরূপ পূর্ব্বা-পর ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান কিংবা পূর্ব্বোক্ত সদসৎ কর্ম্ম ফলভোগ-বিষয়ে কোনরূপ অসঙ্গিত হয় না। তাহা হইলে—বৌদ্ধমতের ন্যায় তোমার মতেও আত্মার অনিত্যত্ব সাধিত হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত; কারণ তাহা হইলে লোকের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না এবং যে কর্ম্ম করা হয় নাই তাহার ফলভোগ উপস্থিত হয়—এরূপ এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ—তোমার মতে আত্মা গতিহীন ও দেহাদি উপাধিই গতিশীল বলিয়া এক উপাধির গমনে মুক্ত হইলে অন্য

উপাধি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পুনরায় তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে—এরূপভাবে আত্মার মুক্তির সম্ভব হয় না বরং উপাধির নাশ এবং গমনাগমন আছে বলিয়া—উপাধিরই মুক্তি সম্ভবপর হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ—উক্ত দৃষ্টান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ—যেমন শব্দগুণযুক্ত অতিশয় অবকাশ (অনাবৃতভাব) প্রদ আকাশ ঘটদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অল্প অবকাশ-দায়ক হইলেও ঘটের যাহা স্বাভাবিক দোষ (ভঙ্গুরত্বাদি দোষ) দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং ঘট ভগ্ন হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিশয় অবকাশ-দায়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণযুক্ত, অসংসারী জীব সংসারদশায় অল্পজ্ঞ এবং ভগবানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়াও জন্মমরণাদি দেহধর্ম্মের-দ্বারা লিপ্ত হয় না এবং দেহ মৃত অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে পুনরায় ব্রহ্মভাব সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মভাব-সম্পন্ন অর্থে—পাপশূন্যতা, প্রভৃতি ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণ তাহা লাভ করা বুঝিতে হইবে। "অর্চ্চিরাদি পথে জীবাত্মা পরজ্যোতিঃ লাভ করিয়া যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা স্বীয়রূপেরই আবির্ভাবত্মাক—কোন অভিনবরূপের আবির্ভাব নহে। কারণ শ্রুতিতে "স্বীয়রূপ সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন" ; উক্ত সূত্রানুসারে তৎকালে জীবের বৃহত্বাদিগুণেরই আবির্ভাব হয়। (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১)। অন্য শ্রুতিতেও আছে—"ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ৮।১২।৩)। "সেই জীব আনন্ত্যধর্ম্মলাভের যোগ্য" (সচানন্ত্যায়কল্পতে) ইত্যাদি। যদি বল "(আমি ব্রহ্ম) জীবরূপ আমার আত্মা (স্বরূপ) দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ

বিভাগ করিব (ছাঃ ৬।৩।২)—এই সঙ্কল্পবাক্য হইতে ব্রহ্মেরই—জীবভাবপ্রাপ্তি অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলে এস্থলে বিচার্য্য এই যে—উক্ত সংকল্পপূর্ব্বক জীবভাবপ্রাপ্তির কর্ত্তা নির্ব্বিশেষ 'ব্রহ্ম' অথবা মায়াউপাধিযুক্ত 'ঈশ্বর' এই উভয়ের মধ্যে কে? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্কল্প অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে জীবভাব-ধারণের কর্ত্তা বলিতে পার না। যদি বল ঈশ্বর, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানতত্ত্বই ঈশ্বর এবং মলিনসত্ত্ব-প্রধানতত্ত্বই জীব—ইহা স্বীকার করিয়াছ। অতএব যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান তিনি কেন নিজে ইচ্ছা করিয়া মলিনসত্ত্ব-প্রধান রূপগ্রহণ করিতে যাইবেন? এ জগতে এক উন্মত্ত ভিন্ন এরূপ নিজের অনিষ্ট কল্পনা ত' আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। আর যদিই বা এই সঙ্কল্প ঈশ্বরেরই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যখন তিনি নিজের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা ধারণ করিতে নিজেই সমর্থ, তখন তিনি নির্ব্বিশেষ অবস্থাই বা ধারণ করেন না কেন? যদি বল তিনি (ঈশ্বর) বিদ্যারূপ উপাধি (পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান) বিশিষ্ট থাকিয়াই অবিদ্যারূপ (মলিনসত্ত্বপ্রধান) উপাধি ধারণ করিয়া জীবভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; জীবভাবপ্রাপ্তির জন্য নিজ প্রকৃত উপাধি ত্যাগ করিতে হয় না—তাহা হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যার (বিশুদ্ধ ও মলিনসত্ত্বের) সাঙ্কর্য্য (মিশ্রণ) দোষ উপস্থিত হয়; উভয়ের পৃথগ্‌ভাবে পরিচয়ের উপায় থাকে না। ঈশ্বর ও জীব উভয়কে ভিন্ন বলিলে—ঈশ্বরের উপাধির নাম—বিদ্যা এবং জীবের উপাধির নাম—অবিদ্যা, এইরূপ বিদ্যা

ও অবিদ্যার পরিচয়ের একটা নিয়ম করা যায়। কিন্তু তোমার মতে, যদি ঈশ্বর নিজ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান উপাধিবিশিষ্ট থাকিয়াই মলিনসত্ত্বপ্রধান উপাধি গ্রহণ করেন—এই কথা বল, তাহা হইলে উভয় উপাধি এক ঈশ্বরেরই বলিয়া কোন্‌টী বিদ্যা কোন্‌টী অবিদ্যা তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। আরও দেখ—"সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ামক হন"—এই যুক্তি হইতেও জীব এবং ঈশ্বরকে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা উচিৎ; অন্যথা ঈশ্বর জীব হইলে নিজেই নিজের অন্তর্য্যামী এবং নিজেই নিজের নিয়ামক—এরূপ অর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাদৃশ অর্থ—"অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করিতেছে" এইরূপ বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। আরও দেখ শ্রুতিতে আছে,—"তিনি যাহাকে অধোগতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক, তাহারদ্বারা পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন"। এখন তোমার মতে "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও জীব-স্বরূপ নিজেরদ্বারা নরকভোগের উপযোগী অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন" উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থ হয়; কিন্তু উহা অত্যন্ত অযৌক্তিক অর্থাৎ নিজের পক্ষে নিজের এরূপ অনিষ্টসাধন অসম্ভব, বিশেষতঃ—"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"(ভাঃ ২।১০।৬) "অন্যরূপ (বিরূপ) পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপাবস্থিতিই মুক্তি"—এই মুক্তির লক্ষণানুসারে যে অবস্থা হইতে ঈশ্বর সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীবভাব ধারণ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই ভাব প্রাপ্তিই মুক্তি

এইরূপ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ-প্রধান। অতএব মুক্তিও তাদৃশ গুণযুক্ত অবস্থা লাভ—ইহাই সিদ্ধ হয়। তোমার নির্গুণবাদ সঙ্গত হয় না। ব্রহ্ম-সূত্রকার এইরূপ সূত্র করিয়াছেন,—"ইতর জীব যদি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের মঙ্গল না করা এবং অমঙ্গল করা এইরূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। (ইহার বিশেষ অর্থ বলিতেছেন)—জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদবাদী (মায়াবাদিগণ)—"তত্ত্বমস্যি" (তুমিই ব্রহ্ম) ছাঃ ৬।৮।৭ "ইয়মাত্মাব্রহ্ম" এই আত্মাই (জীব ব্রহ্ম (বৃহদাঃ ৬।৪।৫, মাণ্ডূক্য ২) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ উক্তি হইয়াছে, ইহা বলিয়া থাকেন। এখন এবিষয়ে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে যে—যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প হইয়াও জীবস্বরূপ নিজে ভোগের জন্য সুখময় জগৎ সৃষ্টি না করিয়া এইরূপ দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন বলিয়া দোষ উপস্থিত হয়। এরূপ আরও অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন অথচ বুদ্ধিমান হইয়া কেহই ত্রিতাপময় (আধ্যাত্মিকাদি) অনন্তদুঃখপূর্ণ—ঈদৃশ নিজের আহিতকর জগতে প্রবৃত্ত হয় না। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ স্বীকার করিবার উপায়ও তোমার নাই;—যেহেতু তোমার মতে জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ বলিতে গিয়া ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলকে পরিত্যাগ করাই হইয়াছে। কারণ ভেদ থাকিলে আর অভেদ সিদ্ধি হয় না। যদি বল—জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদ স্বাভাবিক, ভেদ—ঔপাধিক

(কল্পিত), যে সকল শ্রুতিবাক্যে অভেদ কথিত হইয়াছে উহারা স্বাভাবিক অভেদই প্রতিপাদন করিতেছে, এবং যে-সকল শ্রুতিতে ভেদ কথিত হইয়াছে, তাহারা ঔপাধিক ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম নিজ হইতে স্বভাবতঃ অভিন্নরূপে জীবকে জানেন কি না? যদি বল জানেন না, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তির হানি হয়। যদি বল জানেন—তাহা হইলে নিজ হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকেও নিজের দুঃখ বলিয়া জানিয়াও তিনি কেন হিত করেন না এবং অহিত করেন—এইরূপ দোষ প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ॥১২॥

যদি বল মায়া 'আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকে' এই শ্রুতি হইতে জীব ও ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ জানা যাইতেছে, অতএব মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই 'ঈশ্বর' এবং বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই 'জীব'—ইহা নির্ণীত হইতেছে। ইহাও বলিতে পার না, কারণ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব, শ্রুতির সঙ্গেও বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ শ্রুতির দ্বারা 'ঈশ্বর ও জীবনিত্য, জন্মাদি রহিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেমন—"তিনিই (ঈশ্বর) সমস্তের কারণ—মন ও বুদ্ধির অধিপতি, তাঁহার অন্য জনক বা অধিপতি নাই" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯) "জ্ঞানবান (জীব) জন্ম-মরণশীল নহে" (কণ্ঠ ১।২।১৮)। অন্য শাস্ত্রবাক্যেও অবগত হওয়া যায় যে, "ঈশ্বর জীবগণের ইন্দ্রিয় শরীরাদি প্রদান করেন" (ভাগবত বেদস্তুতি ১০।৮৭।২)—ঐসকল বাক্যের সঙ্গেও বিরোধ

হয়। যেমন বেদস্তুতিতে (ভাঃ ১০।৮৭।২।)—"ঈশ্বর অর্থ (বিষয়), ধর্ম্ম (জন্মলাভের হেতু পুণ্যকর্ম্ম), কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।" "মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করিয়া থাকেন" এই শ্রুতির প্রকৃত-অর্থ এই—"মায়া আভাস অর্থাৎ অযথার্থরূপে (যাহার যাহা স্বরূপ, তাহার বিসদৃশরূপে) জীব ও ঈশ্বরকে প্রতিপাদিত করিয়া থাকে—উভয়ের প্রকৃততত্ত্বের বিপরীতভাব জন্মাইয়া থাকে। অযথার্থ অর্থেই—"আভাস" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—হেত্বাভাস (অযথার্থ হেতু), ধর্ম্মাভাস (অযথার্থ ধর্ম্ম) ইত্যাদি। এস্থলে ময়াকৃত বিপরীত ভাব কি, তাহা বলিতেছেন,—(১) "তিনি (জীব) জন্মরহিত, নিত্য ও নিরন্তর বর্ত্তমান," (২) "তিনি আত্মা হইয়াও ঈশ্বর নহেন," (৩) "তিনি ঈশ্বরত্বের অভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করেন"। ইত্যাদি বাক্যোক্ত জীবের সম্বন্ধে দেহাত্মবুদ্ধিও স্বতন্ত্রাত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, তদ্দ্বারা—"এই দেহই আমি, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী" জীব এইরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ —"তিনি জীবগণের অন্তর্য্যামী এবং জগতের পালক", "তিনিই নিত্যমঙ্গলময় অচ্যুতস্বরূপ," "যিনি আমাকে জন্মরহিত ও অনাদি বলিয়া জানেন," তিনি জগতের আধার এবং তাঁহার অন্য আধার নাই"—এতাদৃশ ঈশ্বরসম্বন্ধে জীবগণের অযথার্থ বুদ্ধি জন্মায়। তাহারা (দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব) তাঁহাকে মায়া উপাধিযুক্ত অন্যকর্ত্তৃক সৃষ্ট, এবং অন্যের আশ্রিত

বলিয়া ধারণা করে। (৪) "আমি পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি ঈশ্বরস্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছি, মূর্খগণ আমাকে এইরূপ মনে করে।" (৫) "মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে" "আমার শ্রেষ্ঠস্বরূপ অবগত নহে।" (গীতা ৭।২৩-২৪)। যদি বল 'আভাস'-শব্দ প্রতিবিম্ব অর্থেও প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া এস্থলে সেই অর্থের অঙ্গীকার করা যাউক। তাহাও বলিতে পার না, কারণ—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল" (তৈঃ ২।৪।৭) এইশ্রুতিদ্বয়স্থ—"অসৎ" এবং "শূন্য" শব্দ—শূন্যঅর্থে প্রসিদ্ধ বলিয়া 'শূন্য'ই বাস্তবতত্ত্ব ইহাই জানা যায়—তবে উহা অঙ্গীকার করা হয় না কেন? উহা অঙ্গীকার না করিবার যাহা কারণ; এ স্থলে আভাস শব্দ 'প্রতিবিম্ব' অর্থে গ্রহণ না করিবারও তাহাই কারণ ॥ ১৩ ॥

যদি বল জীব ভিন্ন হইলেও "তুমিই সেই বস্তু" "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) এবং এই সকল বাক্য একতাব্যবহার কিরূপে সত্য হয়? এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রকার সূত্র বলিতেছেন—জীব 'অংশ', কারণ—'ভেদ ও অভেদরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে'। সূত্রার্থ যথা—জীব ব্রহ্মের অংশ—কারণ 'নানা' (ভেদ) ও 'অন্যথা' (অভেদ—একত্ব) ভাবে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। শাস্ত্রাদিতে উভয়বিধ নির্দ্দেশ দেখা যায়। নানা (ভেদ) নির্দ্দেশ যেমন,—একজন (ব্রহ্ম) স্রষ্টা, অন্য (জীব) সৃষ্ট, একজন নিয়ন্তা, অপর নিয়াম্য (নিয়মের অধীন), একজন সর্ব্বজ্ঞ, অপর অজ্ঞ, একজন স্বাধীন, অপর পরাধীন, একজন শুদ্ধ, অপর অশুদ্ধ, একজন সমস্ত-কল্যাণ-গুণ-সমূহের আধার, অপর দুঃখাদিযুক্ত, একজন পতি,

অপর তাঁহার নিয়োগযোগ্য (ভৃত্য) ইত্যাদি। অন্যথা অর্থাৎ অভেদ ব্যবহারও দেখা যায়—যেমন "তত্ত্বমসি" এই ব্রহ্ম আত্মা "যয়াত্মা ব্রহ্মে" (বৃহদাঃ ৬।৪।৫) ইত্যাদি। কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই দাশ (নীচজাতিবিশেষ), কিতব (ধূর্ত্ত) প্রভৃতিও বলা হইয়াছে। যেমন বেদের অথর্ব্বণ-শাখিগণ—"ব্রহ্মই দাশ (জাতিবিশেষ) সমূহ, ব্রহ্মই দাস (কৈবর্ত্ত) সমূহ, ব্রহ্মই এই ধূর্ত্তগণ"—উক্তিদ্বারা ব্রহ্মই দাস ও ধূর্ত্ত প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন—ইহা বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বজীবব্যাপী বলিয়া জীব হইতে অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ ব্যবহার দেখা যায়, অতএব উভয় ব্যবহারের প্রাধান্য রক্ষার জন্য এই জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে স্বীকার করাই সঙ্গত।

যদি বল,—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ত' প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারাই লব্ধ হইতেছে, তাহা হইলে ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতির আর অধিক প্রতিপাদ্য না থাকায়—ঐসকল শ্রুতির বস্তুত প্রামাণ্য হইতে পারে না অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা-ফল, অর্থবাদও উপপত্তি এই ছয়টি লক্ষণদ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের নিয়ম আছে, তন্মধ্যে 'অপূর্ব্বতা' হইতে শাস্ত্রের বিষয়-নির্ণয়ের প্রণালী এই যে—শাস্ত্রের বিষয়টী 'অপূর্ব্ব' অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে অন্য কোন প্রমাণদ্বারা লব্ধ হয় নাই—উহাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে বিষয়টী অন্য প্রমাণদ্বারা প্রাপ্ত, তাহা বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এস্থলেও শ্রুতি-কথিত জীব

ব্রহ্মের ভেদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে, কারণ উহা 'অপূর্ব্ব' নহে —যেহেতু শাস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদিদ্বারাও ভেদ লব্ধ হইতেছে। কিন্তু অভেদশ্রুতির প্রতিপাদ্য অভেদই বাস্তবিক, যেহেতু উহা 'অপূর্ব্ব'। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ—এই জীব-সকল ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট, তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত, তাঁহার শরীরভূত, তাঁহার নিয়োগাধীন, তাঁহাতে অবস্থিত, তৎকর্ত্তৃক পালিত, তৎকর্ত্তৃক বিনাশযোগ্য, তাঁহার উপাসক, তাঁহার প্রসাদ-লব্ধ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপপুরুষার্থের ভোগকর্ত্তা এবং এসমস্ত বিষয়ের দ্বারা সম্পাদিত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু একমাত্র শ্রুতি-হইতেই ঈদৃশ ভেদ জানা যায় বলিয়া ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্যের প্রামাণ্য হানি হইল না ('অপূর্ব্বতা'রদ্বারা ভেদ-শাস্ত্রই প্রতিপাদ্য—ইহাই নির্ণীত হইল)।

অতএব যেসকল শ্রুতিতে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর হইতে সিদ্ধ, ভেদের অনুবাদ (পশ্চাৎকীর্ত্তন) দ্বারা মিথ্যাভূত জগৎ-সম্বন্ধেই উপদেশ দিতেছে—একথা নিরস্ত হইল। স্মৃতিতেও উক্ত আছে (ব্রহ্মঃ সূঃ ২।৩।৪৪) এই সূত্রের ভাষ্যে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫।৭) ইত্যাদি ভগবৎবচন উল্লিখিত হইতেছে। ইহার অর্থ—আমার বিভূতি-স্বরূপ অংশই স্বভাবতঃ সত্যসঙ্কল্পাদি গুণযুক্ত হইয়াও অনাদি-কালাচরিত কর্ম্মরূপ-অবিদ্যার আবরণে স্বরূপের তিরোধান-বশতঃ সঙ্কুচিত জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইয়া জীবরূপে জীবলোকে

অর্থাৎ সংসারদশায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রুতিতেও এইরূপ আছে—"পূর্ব্বের ঐ সত্যকামগুলি অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে" (ছাঃ ৮।৩।১)। জীবের কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম ছিল না, কারণ সেসময়ে জীবের বিভাগ হয় নাই ;—এ-কথা বলিতে পার না ; কারণ 'জীব ও কর্ম্মপ্রবাহ অনাদিকাল বর্ত্তমান' (ব্রঃ সূত্রঃ ২।১।৩৫) "ইহা উপপন্ন ও উপলব্ধ হইতেছে" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৬) এই ব্রহ্মসূত্রে জানা যায়। স্মৃতিতেও বলিতেছেন—"অনাদিকালসংযুক্তঃ সংসারপদবীংগতঃ"। যদি বল অংশশব্দ বস্তুর একদেশকে বুঝায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশ এই বাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একদেশ ইহা নির্ণীত হইলে জীবের যেসমস্ত দোষ উহা ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্মবস্তু বিভাগের অযোগ্য বলিয়াও জীবকে তাঁহার 'অংশ' বলা যায় না। তদুত্তরে ব্রঃ সূঃ বলিতেছেন—"প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ (ব্রহ্ম সূঃ ২।৩।৪৫) সূত্রে 'তু' শব্দ দ্বারা বিপক্ষাশঙ্কা খণ্ডন করিয়াছেন। প্রকাশ বা প্রভা প্রভৃতির ন্যায় জীব ও পরমাত্মারই অংশ বটে। প্রভারূপ প্রকাশ ধর্ম্মটী যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ ; গোত্ব, অশ্বত্ব, শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি বিশেষণীভূত ধর্ম্মগুলি যেমন সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট গো-অশ্বাদি বিশেষ্য বস্তুর অংশ ; অথবা দেহ যেমন দেহী মনুষ্যাদির অংশ এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, অংশ অর্থ—কোন বস্তুর একদেশে যাহা অবস্থিত, অতএব কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর যে বিশেষণ তাহা তাহার অংশই বটে। বিবেচকগণও বিশিষ্টবাক্যে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে

"এই অংশটী বিশেষণ ; এই অংশটী বিশেষ্য"—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং বিশেষণ পদার্থ যে অংশ ইহা স্থির হইল। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যেরূপ স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, সেইরূপ জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও অংশাংশিভাবও স্বভাবগত পার্থক্য উপপন্ন হইতেছে। সূত্রে সেইজন্য বলিয়াছেন—"নৈবংপরঃ" অর্থাৎ জীব যেপ্রকার, পরমাত্মাও ঠিক সেইরূপ নহে। প্রভা হইতেপ্রভাযুক্ত বস্তুযেরূপ অন্য বা পৃথক, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় নিজাংশভূত জীব হইতে পরমাত্মাও পৃথক্‌ই বটে। জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাব জনিত স্বভাব বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই শ্রুতিতে ভেদের নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর শ্রুতিতে যে অভেদ নির্দ্দেশ—উহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানের অযোগ্য বলিয়া বিশেষণস্বরূপ জীব ও জড়বস্তুর বিশেষ্য পর্য্যন্তত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা পর্য্যন্ত অর্থ ধরিয়া সম্ভবপর হয়। "তুমিই সেই বস্তু" "এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদি স্থলে 'তৎ' ও 'ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায় 'ত্বং' (তুমি) 'অয়ং' (ইহা) এবং 'আত্মা' শব্দও জীবরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায় অভেদ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। ১৪ ॥

যদি বল—"হে বৎস! তৎকালে (সুষুপ্তিকালে) জীব পরমাত্মায় বলীন হইয়া নিজভাব প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ৬।৮।১) এই শ্রুতিদ্বারা জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত একত্ব (অভেদ) জানা যায়, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ—"প্রাজ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ) আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব বাহ্য বা আভ্যন্তরিক কোন

বিষয়ই অবগত থাকে না" (বৃহদাঃ ৪।৩।২১)—এই শ্রুতি-দ্বারা জানা যায় যে, স্বপ্নদশায় সর্ব্বজ্ঞ-পরমাত্মার আলিঙ্গনে জীবের সর্ব্বশ্রম দূরীভূত হইয়া যায় এবং বাহ্যাভ্যন্তর কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। অতএব পূর্ব্ব শ্রুতির অর্থ যদি জীব ও পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে পরশ্রুতিতে উক্ত সর্ব্বজ্ঞ নিজস্বরূপ কর্ত্তৃক তৎকালে অজ্ঞ জীবের আলিঙ্গন সম্ভব হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির এরূপই অর্থ হয় যে, স্বপ্নকালে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত একজনের সর্ব্বজ্ঞ-ভাব অন্যের অজ্ঞভাব এবং এককর্ত্তৃক অন্যের আলিঙ্গন অসম্ভব হয়।) বস্তুতঃ "সতাসৌম্য" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীব ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য (অভেদ) উক্ত হয় নাই। কিন্তু সুষুপ্তিকালে নামরূপানুসন্ধান থাকে না বলিয়া প্রলয়কালের ন্যায় ব্রহ্মে লয় হয়—ইহাই "স্বমপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। "স্ব" শব্দ-দ্বারা নিজের আত্মা-অন্তর্য্যামী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। (স্বম্-নিজ-আত্মভূত-অন্তর্য্যামী-ব্রহ্মকে "অপীতঃ" অপিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) কিন্তু "স্ব" শব্দে নিজ অর্থাৎ জীবকে বুঝায় নাই, কারণ নিজেতে নিজের লয় সম্ভব হয় না। এস্থলে "সতা" (সতের সহিত) এই তৃতীয়া বিভক্তির স্বাভাবিক অর্থানুসারে "সম্পন্ন" শব্দে পরিষ্বঙ্গ (আলিঙ্গন) শব্দের সহিত ঐক্য বশতঃ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত ঐক্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-র্ভেদেন" ব্রঃ সূঃ এই সূত্রেও সুষুপ্তি ও উৎক্রমাণাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ১৫ ॥

অনন্তর প্রতিবিম্ববাদ লিখিত হইতেছে—যদি বল, দেহস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হৃদয় গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ছায়া এবং আতপের ন্যায় বর্ত্তমান জীব ও পরমাত্মা জগতে স্বকৃত ফল ভোগ করেন, ইহা ব্রহ্মবাদীগণ বলিয়া থাকেন—এই শ্রুতির দ্বারা জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করা হইতেছে—তাহাও সঙ্গত নহে—কারণ এস্থলে দীপ্তিশালী পরমাত্মা এবং মলিন জীব একদেহে অবস্থান করিলেও জীব ছায়ার ন্যায় অপ্রকাশ-স্বভাব ও পরমাত্মা আতপের ন্যায় প্রকাশশীল—এই ব্যবস্থাটী মাত্র প্রতিপাদন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য (জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-রূপে প্রতিপাদন করা তাৎপর্য্য নহে)। যেহেতু এরূপ অর্থ করিলেই—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬ ও মুঃ ৩।১।১) "দুইটী পক্ষী সর্ব্বদা সংযুক্ত ও সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহরূপ একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জীব কর্ম্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করে, ঈশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। "অস্থূল মনণ্ব হ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত মচ্ছায়মি" (বৃহদাঃ ৩।৮।৮) এস্থলেও ব্রহ্ম আতপ না হইলেও আতপের ন্যায় প্রকাশ স্বভাবই আতপ শব্দের অর্থ এবং জীব ছায়া না হইলেও ছায়ার ন্যায় মলিন স্বভাবই ছায়া শব্দের অর্থ সঙ্গত হয়। "স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, লোহিত, ছায়াযুক্ত নহে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের ছায়া নিষেধ করাতেও এস্থলে ছায়াশব্দে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়। "যদি বল—এক চন্দ্রই যেরূপ জলাশয় ভেদে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হন, সেইরূপ

এক ব্রহ্মই বিভিন্ন ভূতে অবস্থান করত এক ও বহু ভাবে লক্ষিত হইতেছেন। এক আকাশই যেরূপ ঘটাদি পাত্র ভেদে এবং এক চন্দ্রই যেরূপ জলাশয় ভেদে পৃথক্ (বহু) হইয়া থাকে; সেইরূপ এক পরমাত্মাই দেহাদিভেদে অনেকরূপে প্রকাশিত হয়েন" (যাজ্ঞবল্ক্য ১৪৪) ইত্যাদি বচনানুসারে "তড়াগ (বৃহৎ জলাশয়), কুল্যা (কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জলাশয়), কেদার (ক্ষেত্রস্থ বদ্ধ জল) প্রভৃতি জলাধারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় মায়া অহঙ্কার এবং তাহার বিকার, ইন্দ্রিয়াদি ভেদে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের ছায়াই ঈশচৈতন্য, জীবচৈতন্য প্রভৃতি ঔপাধিক ভেদ-যুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই ঔপাধিক ভেদকে অবলম্বন করিয়াই "উভয়েই নিত্য কিন্তু একজন সর্বজ্ঞ, অপর অল্পজ্ঞ, একজন ঈশ্বর, অন্য ঈশ (ঈশ্বর, প্রভু) নহে" (শ্বেতাশ্বঃ ১।৯) ইত্যাদি ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে।

সসীম বস্তুরই ছায়াপাত সম্ভব, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন তাদৃশ ব্রহ্মের ছায়াপাত সম্ভবপর নহে। "ছায়াবিশিষ্ট নহে" (বৃহদাঃ ৩।৮।৮) এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ছায়াপাত নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল—"ছায়া কাল্পনিক, তাহা হইলে ঈশ্বরও জীবও কাল্পনিক হইয়া পড়েন। ঈশ্বর ও জীবকে কাল্পনিক স্বীকার করিলে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃহদাঃ ২।৪।৫) "যে এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তী" (শ্বেতাশ্বঃ ৩।১০) অর্থাৎ "যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমৃতপদ প্রাপ্ত হ'ন।" এ সকল বিধানবাক্য অনর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল—"এসকল শাস্ত্রবাক্য ও অনর্থক (মিথ্যা); তাহা হইলে

ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে কিছু জানিবার আর উপায় থাকে না। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অন্য প্রমাণের অগোচর বস্তু। আত্মানুভবও তাদৃশবস্তুর প্রতিপাদন করিতে পারে না; কারণ তোমার মতে জীব মিথ্যাপদার্থ কাজেই তদ্বিধায়ক অনুভবও তদতিরিক্ত বিষয় প্রকাশে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব যাহারা সমস্ত প্রমাণ ও প্রমেয়বস্তুকে এইরূপ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের আর ব্রহ্মবাদে অধিকারের কোনরূপ উপায় থাকে না। অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যদ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ-স্বভাবাদি বিষয়ের সত্যতা অবাধে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব জলচন্দ্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও জড়পদার্থসকল ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ হইলেও ব্রহ্ম উাহাদের দোষদ্বারা কখনও লিপ্ত হন না। অন্তর্য্যামী-পুরুষের নির্দ্দোষতা শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"একো-দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১১) "সেই দেব অদ্বিতীয় ও সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত" "যেমন একই চেতনঅগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতাগ্নিরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমনি একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রতিরূপিত বা প্রতিবিম্বিত হয়েন। যাহা বিম্বের সদৃশ ও তদধীন, তাহাই প্রতিবিম্ব। অতএব জীবাত্মা বিম্বস্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া তৎসদৃশ হইলেও তিনি (জীব) বিম্বস্বরূপ হয়েন না, তদ্বহির্ভাগেই অবস্থান করেন। তিনি মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মার বহিশ্চর কিরণ-পরমাণু সদৃশ"॥ "যেনন সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষুর নিয়ন্তা বলিয়া

চক্ষুনামে অভিহিত হইয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি জীবাত্মাসম্বন্ধীয় দুঃখে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি বাহ্য অর্থাৎ জীবস্বরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার নিয়ন্তা।" অন্যথা "আকাশ এক হইয়াও যেমন ঘটাদিতে পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়" ইত্যাদি আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ ব্যর্থ হয়॥ ১৬॥

যদি বল—"এক আকাশই যেমন দৃষ্টিদোষে শ্বেত, নীলাদি বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক আত্মাই ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে" এই সকল অভেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে—এ সমস্ত স্থলে অবৈলক্ষণ্যই তাৎপর্য্য। 'ভেদ' শব্দে বিলক্ষণ (বিসদৃশ) অর্থ বুঝায়, উহা লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, যেমন সুসদৃশ পদার্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে—যে, ইহাদের কোন ভেদ নাই। সেইরূপ এস্থলেও পদ্মের পরাগ-পরমাণু প্রভৃতির যেমন কোন-রূপ বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) লক্ষিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য, পশু এবং কীটাদিভেদে বিভিন্ন শরীরগত জীবগণেরও শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে বস্তুতত্ত্বরূপে বিচারে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না বলিয়াই একত্ব (অভেদ বাদ) উক্ত হইয়াছে ও নানাত্ব (ভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। তদভিপ্রায়মূলক ভগবানের বচনও রহিয়াছে যেমন—"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে" ইত্যাদি (গীতা ৫।১৭) "ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম" অর্থাৎ প্রকৃতির হরিই পরম পদ ও সত্ত্ব দ্বারাই জড় মুক্তিলাভ করে এবং সত্ত্বই নারায়ণ স্বরূপ।" লিঙ্গ পুরাণেও কথিত আছে সেই বিষ্ণু

(সর্ব্বব্যাপী) পুরুষোত্তমসত্ত্বস্বরূপ। সেই সর্ব্বাধিপতি হরি-ভিন্ন অন্যের পালন সামর্থ্য নাই।" এই সমস্ত শাস্ত্র বাক্য দ্বারা প্রমাণজ্ঞ ব্যক্তিগণের 'হরি' ভিন্ন অন্য কোন চেতন সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে না। "তিনিই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম ও বরুণকে নিগ্রহ পূর্ব্বক হরণ (সংহার) করেন বলিয়া 'হরি' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ১৭॥

নারায়ণ সম্বন্ধে ও শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে যে—"তৎকালে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন," "সেই নারায়ণই কেবল নিত্যবস্তু", "সমস্ত পাপ (হেয় গুণ) শূন্য সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী দিব্য একমাত্র দেবতাই নারায়ণ", "নারায়ণই পরমব্রহ্ম, নারায়ণই পরমাত্মা"। সুবালউ পনিষদে আছে—'তৎকালে কোন্ বস্তু বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র যিনি জগতের মূল অন্যআধারশূন্য তিনিই ছিলেন, তাঁহা হইতেই সকল প্রজা সৃষ্টি হইতেছে, সেই একমাত্র দিব্য দেবতাই "নারায়ণ" নামে খ্যাত। "তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বসাক্ষী, আত্মযোনি (অন্য কারণশূন্য, নিজেই নিজের কারণ) চৈতন্যময়, কালেরও নিয়ন্তা, গুণবান, সর্ব্ববিদ্যাশালী; প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) অধিপতি, গুণত্রয়ের ঈশ্বর এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধন ও মোচনের কারণ" (শ্বতাশ্ব ৬।১৬)।" "শ্রীহরির সর্ব্বদেশ-কাল-ব্যাপক মোক্ষদায়ক বিভূতি-মাত্রই 'কেবল' নামে কথিত হয়।" স্কন্দপুরাণে আছে—"পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশে জীবকে বদ্ধ করেন এবং মুক্তিদাতারূপে তিনিই ভবপাশ হইতে মুক্ত করেন"

এ সকল শাস্ত্রবচনের দ্বারা নারায়ণে সর্ব্বহেয়গুণাভাব ও কল্যাণ গুণ সকলের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়। এই সকল বচনে উক্ত 'সৎ' ব্রহ্ম, "আত্মা" এবং "শিব" প্রভৃতি শব্দগুলিও এক প্রসঙ্গে উত্থাপিত নারায়ণ শব্দ যুক্ত থাকায় তাঁহারই বাচক বুঝিতে হইবে। ১৮ ॥

যদি বল,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই অবস্থিত ছিলেন, ইহাই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে আবার কারণ অবস্থায় সূক্ষ্মচিৎ, অচিদ্‌বিশিষ্ট ছিলেন—ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহাই বলিতেছেন যে—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি (তৈঃ ৩।১) "যাঁহা হইতে (সৃষ্টিকালে) এই সকল ভূতগণ জাত হয় এবং জন্মের পর যাঁহাতে অবস্থান করে আবার প্রয়াণ (বিনাশ) কালে যাহাতে প্রবিষ্ট হয়" বাক্যানুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জড়জগৎ স্থূল আকার ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে তাহাই জানা যায়, তাহাদের স্বরূপেরই একান্ত নাশ হয় এরূপ অর্থ নহে। অক্ষর (জীব) তমোগুণে (প্রকৃতিতে) লীন হয় এবং প্রকৃতি পরমপুরুষে একীভাবে অবস্থান করে। ইহার দ্বারা তমঃ শব্দের বাচ্য প্রকৃতির পরমাত্মায় একীভাব জানা যায়। একীভাব শব্দের অর্থ—"পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্ধারণের অযোগ্য হইয়া অবস্থান করা, "লয়" শব্দের অর্থ ইহাই"। যেমন—"পক্ষীগণবৃক্ষে লীন হইয়া আছে, হরিণগণ বনে লীন হইয়া আছে"। এইজন্য শ্রুতিও বলিতেছেন—"পূর্ব্বে তমো গুণে আচ্ছন্ন হইয়া অনির্দ্দেশ্য ছিল," "ইহা হইতে মায়ী

(ঈশ্বর) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে মায়া-দ্বারা অপর (জীব) আবদ্ধ হইয়া থাকেন" (শ্বেতাশ্ব ৪।৯)। ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপে অবস্থান শ্রুতিও কহিয়াছেন যেমন,—"সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করিতেছেন"। এস্থলে যদি ঈশ্বর ও জীব এক হন, তাহা হইলে নিজকর্ত্তৃক নিজের শাসন ব্যাপারটী অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করে এইরূপ বাক্যের ন্যায় অত্যন্ত অসঙ্গত হয়। বিশেষতঃ "তিনি যাহাকে অধোগতি প্রদানের ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন" এই সকল বাক্যদ্বারা তিনিই জীবের কর্ম্মপরিচালক, জানা যায়। তিনি যদি জীব হইতে অভিন্ন হন, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও নিজের নরকভোগোপযোগী কর্ম্মের পরিচালক এবং পাপকর্ম্ম হইতে নিবারণে সমর্থ হইয়াও প্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন (ইহা নিতান্তই যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ হয়) ॥ ১৯।

যদি বল,—"জীবও ব্রহ্মের ভেদ অজ্ঞানকৃত এবং ভেদ শ্রুতি গুলিও অজ্ঞানকৃত ভেদেরই প্রতিপাদক" তাহা হইলেও অজ্ঞান যদি জীবের বল, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষও তাহার ফল সমানই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের অজ্ঞান বলিলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের পক্ষে আর অজ্ঞানের সাক্ষী হওয়া বা জগদ্‌রচনা করা সম্ভব হয় না। যদি বল,—"অজ্ঞান দ্বারা প্রকাশের তিরোধান (আচ্ছাদন) হয় মাত্র" তাহ'লেও তিরোধান দ্বারা প্রকাশের নিবৃত্তি হইলে স্বরূপেরই নাশ হইয়া পড়ে। কারণ, তোমার মতে প্রকাশ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এ সমস্ত দোষ সহস্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

"অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (ব্রহ্মসূঃ ২।১।২২) সূত্রে 'তু'শব্দে বিপক্ষের আশঙ্কা (অভেদ) নিষেধ করা হইয়াছে। 'বহ্ম' ত্রিতাপ দুঃখভোগযোগ্য জীব হইতে পৃথক পদার্থ, কারণ, শ্রুতি প্রভৃতিতে ভেদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে, 'জীব' হইতে 'পরব্রহ্ম'কে ভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—"তিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে ভিন্ন, আত্মা যাঁহাকে জানিতে পারে না, আত্মা যাঁহার শরীরস্বরূপ, যিনি আত্মাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন, তিনিই অমৃতময় অন্তর্য্যামী" (বৃহাদাঃ ৩।৭।২২) !" আত্মা এবং তাহার প্রেরককে পৃথক্ জানিয়া যিনি তাঁহার সেবা করেন, তিনিই তাহাদ্বারা অমরত্ব লাভ করেন" ("পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্ব মেতি" (শ্বেতাশ্ব ১।৬)। "স কারণং কারণাধিপাধিপঃ (শ্বেতাশ্ব ৬।৯) "তিনি সমস্তের কারণ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরও অধিপতি ;" "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং" (শ্বেতাশ্ব ৪।৬) "উক্ত দুই জনের মধ্যে একজন (জীব) কর্ম্মফলকে মধুর বলিয়া ভোগ করে, অপর (ঈশ্বর) কর্ম্মফলের ভোক্তা না হইয়া সাক্ষীরূপে দর্শন করেন।" দুই জনেই নিত্য ; তন্মধ্যে একজন সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর, অপর অল্পজ্ঞ ও অনীশ্বর, "মায়ী ইহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, অপর (জীব) মায়াকর্ত্তৃক ইহাতে আবদ্ধ হয়।" "তিনি প্রকৃতি, জীব ও গুণত্রয়ের অধিপতি" "নিত্যো নিত্যানাং"। "যিনি জীবের অন্তরে বিচরণ করেন, জীব তাঁহার শরীরস্বরূপ, জীব তাঁহাকে জানিতে পারেনা, তিনিই সর্ব্বভূতরন্তরাত্মা, সর্ব্বহেয়গুণশূন্য, অদ্বিতীয় দিব্য

দেবতা নারায়ণ নামে খ্যাত।" এইরূপ সুষুপ্তি কালেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কথিত হইয়াছে। সেইরূপ বক্ষ্যমান গুণগুলি পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) সেই সমস্ত গুণ জীব সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না বলিয়া এই প্রকরণের বিষয় জীব নহে" ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন। "মনোময়, প্রাণ, শরীর, জ্যোতীরূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, রস, জগদ্ব্যাপী বাক্যহীন ও আদর শূন্য" এই বাক্যোক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত গুণগুলি পরমাত্মাতেই যথাযথ ভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে। ২০॥

যদি বল "সেক্রতু করিবে" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীবের সম্বন্ধে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। "মনোময় প্রাণ শরীর" ইত্যাদি শ্রুতি সেই উপাসনা বিধিরই গৌণ বিধি, যদিও ব্রহ্মে গুণ না থাকুক তথাপি উপাসনার অনুরোধ "মনোময়ত্বাদি" কল্পিতগুণেরদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে; যেমন—"মনকে ব্রহ্ম ভাবে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি স্থলেও মন প্রভৃতিতে ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া উপসনার বিধি রহিয়াছে। অন্যথা যদি ব্রহ্মের বস্তুতঃই তাদৃশ গুণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে—"তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন" ইত্যাদি নির্গুণতা প্রতিপাদক শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়, কাজেই মনোময়ত্বাদি গুণগুলি পারমার্থিক (যথার্থ) নহে। ইহাও সঙ্গত নহে—কারণ তাহা হইলে—"মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা, কারণ—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ যে মনোময়ত্বাদি গুণ—এখানে সেই সমুদয়

ধর্ম্মেরই উপদেশ হইয়াছে"—এই সূত্রের সঙ্গে বিরোধ হয়। ব্রহ্ম সমগ্র বেদান্ত গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ; এস্থলেও বাক্যের প্রারম্ভে—"এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই সমস্তই তাহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত এবং তাহাতে বিলীন হয়, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে"—এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহারই অবগতি হইতেছে, এবং মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে তাঁহারই উপদেশ হইতেছে। অনথ্যা "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।২।১) এই সূত্রের—সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থে কল্পিত উপদেশ হেতু—এইরূপ অর্থ করিলে ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না।" এই সমস্তই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিই জগতের অভাব জ্ঞাপক ইহাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে—"সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত ও বিলীন হয়" ইত্যাদি পরবর্ত্তী হেতু সঙ্গে বিরোধ হয়। আরও দেখ—যদি "এই সমস্তই ব্রহ্ম" এই বচন হইতে জগৎকে ব্রহ্মের আভাসরূপে জানা যাইতেছে বলিয়া ইহা জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক বিধি—এরূপ বলিলে পুনরায় "সে ক্রতু (যজ্ঞ) করিবে" এ সগুণ উন্যাসনা বিধি অনর্থক হয়। কারণ তোমার মতে যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানময়, তাঁহার সম্বন্ধে সগুণ উপাসনা বিধি সঙ্গত হয় না। "শব্দহীন, স্পর্শহীন ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের নির্গুণতা জ্ঞাপক নহে, পরন্তু সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে প্রদিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্যেও, কাজেই ইহার সঙ্গেও সগুণশ্রুতির কোন বিরোধ নাই। "যে ঈশ্বরে সত্বাদি

প্রাকৃতগুণ নাই" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও তাঁহার সম্বন্ধে ভূত-ভৌতিক গুণেরই নিষেধ হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যদি বল, সেস্থলে—"সেইরূপ তিনি রসহীন গন্ধহীন নিত্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গন্ধরসাদি নিষেধ ও এস্থলে—"সর্ব্বগন্ধময়; সর্ব্বরসময়" ইত্যাদি দ্বারা সমস্ত গন্ধরসের বিধান করা হইতেছে। একবস্তুতে গুণ ও তাহার অভাব, উভয়ের সঙ্গতি হয় না বলিয়া, বিষয়ের ভেদ করিয়া বিরোধ পরিহার কর্ত্তব্য। অতএব কার্য্য ব্রহ্ম (মায়াবাদী মতে ঈশ্বর প্রভৃতি) সম্বন্ধে মনোময়ত্বাদিগুণ এবং শুদ্ধব্রহ্ম সম্বন্ধে "শব্দ শূন্যতা" প্রভৃতি ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য। তাহাও অসঙ্গত, কারণ—"এই সমস্ত বিশ্বই পুরুষ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বিশ্ব জীবিত আছে," "বিশ্বপতি আত্মাধীশ্বর নিত্য শিব এবং অচ্যুত" "কবিগণ (তত্ত্বজ্ঞানিগণ) তাঁহাকে ক্ষিরোদকশায়ী বলিয়া জানেন অথবা যাঁহাকে যোগীগণ হৃদয়সমুদ্রের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন" "তাঁহার মহৎ যশঃ" "যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ মহৎ হইতেও মহৎ" "তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই" "তাঁহার সমান নাই" "পুণ্ডরীকাক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, বা হইবেও না"। বরাহপুরাণে "নারায়ণাৎপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" ব্রহ্মপুরাণে "নহি বিষ্ণুসমাকাচিদ্ গতিরণ্যাভিধীয়তে (আশ্রয় নাই)। বেদসকল সর্ব্বদা এরূপ কীর্ত্তন করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে (৬।১৬)—"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কাল-কালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ সংসার-

মোক্ষ-স্থিতিবন্ধহেতুঃ॥" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তর্য্যামীরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চৈতন্য চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ২২॥

"সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুর্জ্ঞানগম্যোহ্যসৌ স্মৃতঃ, নহিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বমুনিগণৈরপি, বক্তুংশক্যা বিষুক্তস্য সত্ত্বাদৈরখিলৈগুণৈঃ" (সেই বিষ্ণু সগুণ অথচ নির্গুণ, তিনি জ্ঞানগম্য ; সমস্ত মুনিগণও তাঁহার সকল গুণগণের কথা বলিতে সমর্থ নহেন ; কারণ তিনি প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণবিমুক্ত) "এষ আত্মাহতপাপ্মা (ছাঃ ৮।১৫) (তিনিই আত্মা ও সর্ব্বপাপরহিত) ; "পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধেব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)। (তাঁহার বিবিধা পরাশক্তির কথা শুনা যায়) "তত্ত্বং নারায়ণঃ পর" (নারায়ণই পরমতত্ত্ব) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা এক নারায়ণই পরমতত্ত্ব, দিব্য সদ্‌গুণসমূহের আধার বলিয়া তিনি সগুণ এবং প্রাকৃত হেয়গুণরহিত বলিয়া তিনি নির্গুণ ; এইরূপ বিষয়ের ভেদ-বর্ণনা-হেতু একের পক্ষেই সমস্ত সঙ্গত হয়। অতএব সগুণ-নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধত্ব কোনরূপেই বলা যায়না ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। (ইতি বেদান্ততত্ত্বসার)॥

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর মায়াবাদ শোধক ষোলটি শাস্ত্রযুক্তি।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক ষোলটি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন—(১) প্রথমতঃ উক্তমতে অনাদিকাল হইতেই অনন্যাশ্রয়া (অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষাহীন) অবিদ্যা এবং অবিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্মের জীবাদি দ্বৈতভাব কল্পিত হয় ; অথচ (অবিদ্যাদ্বারা কে কল্পনা করিবে) কল্পনাকারী দ্বিতীয় কেহ নাই—ইহা

স্বীকৃত হওয়ায়, জীবাদি দ্বৈতভাব কল্পনা অবিদ্যার স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হয়, তবে অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা সে কখনই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া তাহাতে উক্ত মতবাদি-গণের নিজেদেরই কেবলাদ্বৈতস্থাপনরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

(২) উক্তমতে মায়া ব্রহ্মাশ্রয়া অথচ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিমত্তা নাই, ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুও নাই, যদি তাহাই হয়, তবে শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তির পৃথক্ সত্তা না থাকায় অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বাভাবিকী, আরোপিতা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তির কোনটিই না হওয়ায়, অবিদ্যা ষষ্ঠজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় (অলীক বস্তুর ন্যায়) আত্যন্তিক সত্তাহীন হইয়া পড়ে।

(৩) তৃতীয়তঃ, উক্ত মতানুযায়ী অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যই প্রতিবিম্ব-ভাব প্রাপ্ত হ'ন—ইহা স্বীকার করিলে সেই প্রতিবিম্বের কল্পনাকারী না থাকায় কে কল্পনা করিবে? হার যদিই বা কল্পনাকারী ব্যতীতই কল্পনা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যখন সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত অব্যবহিত ছটার বা দীপ্তির সম্বন্ধ নাই, তখন প্রতিবিম্বভাহও সম্ভবপর হয় না। যেমন সূর্য্য দূরস্থ হইলেও পৃথিবীস্থ জলাদির নিকট পর্যন্ত সূর্য্যের কিরণাদির সম্বন্ধ বা সত্তা বর্ত্তমান থাকা হেতুই জলাদিতে প্রতিবিম্ব সম্ভবপর নতুবা সম্ভবপর হইত না; সেইরূপ অবিদ্যার সন্নিহিতরূপে (মায়াবাদীর মতে) ব্রহ্মের কোন রূপ ছটা-সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব।

(৪) সুতরাং উক্তমতে ব্রহ্মে যদি অবিদ্যার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই 'ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব' ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে, পক্ষান্তরে ঐরূপ জীব-ভাবের সিদ্ধি হইলেই ব্রহ্মে উক্ত জীব-কর্ত্তৃক কল্পিত অবিদ্যার সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব উহাতে পরস্পরাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ ঘটিতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্পর্ক কল্পিত না হইলে জীব হয় না; আর জীব না হইলেও ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনার সম্ভব হয় না। সুতরাং পরস্পরাশ্রয়-দোষ হইতেছে।

(৫) উলুক (পেঁচা) যখন সূর্য্যে অন্ধকার কল্পনা করে, তখন সেই সূর্য্যও অন্ধকার হইতে পৃথক্ তাহার (উলুকের) দৃষ্টিই (তৃতীয় পদার্থ) তাহার সহায়ক হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপ যে জীব ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনা করে, তাহার পক্ষেও পূর্ব্ব হইতেই একটা পৃথক্ অবিদ্যার সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। যখন সেই অবিদ্যার দ্বারাই জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি বিবর্ত্তের সিদ্ধি সম্ভবপর হয়, তখন প্রতিবিম্ববাদিগণের কথিত জীবাদিরূপ প্রতিবিম্বের উপস্থাপক অপর একটি উপাধিরূপ অবিদ্যার কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

(৬) মায়াবাদীর মতে 'ব্রহ্ম—জ্ঞানমাত্র, তিনি জ্ঞানবান্ নহেন।' যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ-কল্পনা সম্ভবপর নহে। কারণ, জ্ঞানবানেরই সাময়িকভাবে অজ্ঞান দৃষ্ট হয় এবং তাহা সম্ভবপরও বটে; কিন্তু কেবল-জ্ঞান মাত্র বস্তুতে আজ্ঞান দৃষ্টও হয় না, তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

(৭) মায়াবাদী বলেন—'জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ মিথ্যা কল্পনা মাত্র'—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও উক্ত মত সঙ্গত নহে ; কারণ, মরুমরীচিকাতে কল্পিত জল যেরূপ কোন প্রয়োজন-সাধক হয় না, সেইরূপ কাল্পনিক উপাধির সম্বন্ধ দ্বারাও কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মে কাল্পনিক অবিদ্যাসম্বন্ধদ্বারা জীব বা ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(৮) এখানে দৃষ্টান্তে (সূর্য্য ও জলগত তদীয় প্রতিবিম্ব স্থলে লোকব্যবহারে যেরূপ একহাত পরিমিত কাঠির দ্বারা পরিমাপ করিয়া আকাশের একদেশকে একহাত আকাশ বলা হয়, সেরূপ আকশের একদেশরূপ অবয়ব স্বীকার করা হয় এবং সূর্য্য-রশ্মির সহিত উহার তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিহেতু ঐ আকাশের সহিত অব্যবহিত রশ্মির সম্বন্ধদ্বারা জলাদিতে যে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রকাশ হয়, তাহা অতিশয় অসম্ভব নহে। কারণ, সূর্য্যরশ্মির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত আকাশের অবয়ববিশেষ রূপধারণ করিয়াছে এবং উহাতে রশ্মির অব্যবহিত-সম্বন্ধও রহিয়াছে, আর এখানে প্রতিবিম্বাধার জলও রূপবান্। পরন্তু এই দৃষ্টান্তদ্বারা রূপহীন, নিরবয়ব অদৃশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আর উপাধি (অবিদ্যা) হে হেতু রূপহীন, সেই হেতু তাহাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব একান্তই অসম্ভব।

(৯) আর দর্পণাদিতে মুখাদির যে প্রতিবিম্ব, উহা দৃশ্য হওয়ায় উহার দ্রষ্টা উহা হইতে ভিন্ন হয়। পরন্তু উক্ত প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্বরূপ জীব ও ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্বভাব-

প্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা অন্য কে হইবেন? আর যদি ইহারা ঐ প্রকার দৃশ্য হন, তবে জগতের দৃশ্য পদার্থ মাত্রই জড় বলিয়া ইহারাও জড় না হইবেন কেন?—ইত্যাদি অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। (সাধারণতঃ দার্শনিক মতে দৃশ্য পদার্থ মাত্রই জড়)।

(১০) যখন প্রতিবিম্ব বস্তুতে নিজ উপাধির কল্পনা করা বা বিনাশ করার উপযোগী সামর্থ্য দেখা যায় না, তখন উক্ত-মতে প্রতিবিম্বরূপ জীব ও যে "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ নিজের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিজের উপাধি-স্বরূপ অবিদ্যাকে নষ্ট করিবে, ইহা অসঙ্গত। যখন জীবের পক্ষে নিজের উপাধিরূপ অবিদ্যাকেই বিনাশ করা সম্ভবপর নহে, তখন জীবের দ্বারা তৎপদার্থের (ব্রহ্মের) উপাধির (অবিদ্যার) নাশের কথা আর কি বলা যাইবে? (উক্ত মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত অজ্ঞানের নাশই মোক্ষ)।

(১১) যখন বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের অধিষ্ঠান (বিম্বের অধিষ্ঠান আকাশ ও প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান জল) পৃথক্, তখন উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয়, প্রতিবিম্বের ক্ষোভকালে (অর্থাৎ জলাদির আলোড়নে জলমধ্যগত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুব্ধ হইলেও সূর্য্যস্বরূপ) বিম্বের ক্ষোভ দৃষ্ট হয় না; আর বিম্ব অপেক্ষা সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বের বিপরীতভাবে উদয় দেখা যায়। আর কেবল দর্শনকারীর দৃষ্টি দর্পণাদি-স্বচ্ছবস্তুতে সংযুক্ত হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিলে ঐ বিপরীত দিকস্থ মুখাদিরূপ যে বিম্ববস্তু দেখা যায়, ঐ বিম্বও প্রতিবিম্ব এক নহে—ইত্যাদি

কারণে প্রতিবিম্ব বিম্ব না হওয়ায় প্রতিবিম্বের (অর্থাৎ জীবের-স্বরূপ) বিনাশই এখানে মোক্ষ হইয়া পড়ে।

(১২) আর যেহেতু ঈশ্বর নিত্য বিদ্যাময় এবং জীব অনাদিকাল হইতেই 'আমি জানি না'—এই রূপ (নিত্য অবিদ্যাগ্রস্ত) অভিমান-বিশিষ্ট, সেইহেতু ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাংশের সম্বন্ধ কল্পনা করা জীবের পক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্বই সম্ভবপর হয় না।

(১৩) উক্ত মতে অবিদ্যার আবরণশক্তিতে প্রতিবিম্বিত-চৈতন্যজীব ও বিক্ষেপশক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈত্যন্যই ঈশ্বর অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ উপাধিতে অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে 'ঈশ্বর সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন'—এই শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩।৭) সহিত বিরোধ হয়।

(১৪) আর পক্ষান্তরে, উপাধিদ্বয়কে দুগ্ধ ও জলের ন্যায় পরস্পর মিশ্রিতরূপে স্বীকার করিলে উহাতে একটি প্রতিবিম্বই সম্ভবপর হয় তখন আর জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটী প্রতিবিম্ব থাকে না।

(১৫) ঈশ্বরকে মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপে স্বীকার করিলে এবং তাঁহার পৃথক্ শক্তি স্বীকার না করিলে নিঃশক্তিক প্রতিবিম্বের ন্যায় ঈশ্বরকর্ত্তৃক মায়ার বশীকরণের শক্তিত্ব অভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যই অসিদ্ধ হয়।

(১৬) বরং উক্তমত স্বীকার করিলে জলগত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেমন জলের অধীনহেতু জলের আলোড়নে প্রতিবিম্ব ও ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ উপাধির চেষ্টার আনুগত্য-হেতু

ঈশ্বরও মায়ার বশীভূত হন। আর অধিক বিচারে প্রয়োজন কি? শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপৈশ্বর্য্যকে মায়িকমাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে পরমেশ্বর-নিন্দাজনিত দুর্ব্বার অনির্ব্বচনীয় অগণিত মহাপাতকেরই প্রসঙ্গ ঘটে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদও তাঁহার ভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৯) "অম্বুবদ-গ্রহণাৎতু ন তথাত্বম্" এই সূত্রের দ্বারা প্রতিবিম্বভাব নিরাশ করিয়া তৎপরবর্ত্তী সূত্রের (৩।২।২০) দ্বারাই প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য মাত্র স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং (২।৩।৪৮) "আভাস এব চ" সূত্রেও এইপ্রকার প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিবিম্বাভাস শব্দের অর্থ—প্রতিবিম্বের তুল্য; বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে।

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের মায়াবাদ শোধন

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার-প্রণালীই ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। এই কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষমত হইতে জগতে ঈশবিরোধের বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদ—শূন্যবাদের রূপান্তর বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। এই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ হইতে তান্ত্রিকমত, বাউল-মত, প্রকৃত-সহজিয়া-মত প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎসেবা-বিরোধি-মত জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবৎবিমুখ মায়া-কবলে কবলিত জীবের যতপ্রকার অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্তের মূলেই স্বল্পবিস্তর এই মায়াবাদবিচার অবস্থিত। পঞ্চোপাসনাও ঐ মায়াবাদেরই সন্ততিস্বরূপ। Henotheist সম্প্রদায় বিষ্ণুকে কর্ম্মফলবাধ্য বিচার মনে ক'রে নির্ব্বিশেষ-

বাদের আবাহন করেন। বহুদেবতাবাদ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ-বাদকে তাহাদের প্রাপ্যসীমা বিচার করে।

ব্রহ্মসূত্রে ব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের বিচারই ব'লেছেন বস্তু-পরিণামবাদ ব্যাসের অভিমত নহে। কাজেই আচার্য্য শঙ্কর ব্যাস পাছে 'ভ্রান্ত' প্রতিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় যে বাদ উঠিয়েছেন, তাহার কোন অবকাশ নাই। ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রকে উপলক্ষ করিয়া "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি"—এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, আনন্দময়-বাক্যে ব্রহ্ম-শব্দটী সংযুক্ত না থাকায় "তাঁহাকে 'মুখ্য ব্রহ্ম' বলা যাইতে পারে না। আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' বলিলে বাধ্য হইয়া অবয়ব-সম্বন্ধ-হেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই বলিতে হয়। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় কথিত হইলে তাহাতে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে জানা যায়; কেন না, আধিক্য-অনুসারেই 'প্রচুর' শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন,—আনন্দময় "শুদ্ধ ব্রহ্ম" নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তি না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দেখা যায়, তথাপি অন্ন-ময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধ-ব্রহ্মবোধকতা নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"—এই ছান্দোগ্য-মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাদকে দোষযুক্ত 'বিকারবাদ' বলিয়া

বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। পরিণাম-বাদের লক্ষণ এই—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। একটী সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটি সত্য তত্ত্বের উদয় হইলে তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, উহাই 'বিকার' বা 'পরিণাম। ইহার উদাহরণ-রূপে আমরা দেখিতে পাই,—'দুগ্ধ' একটী সত্যপদার্থ; উহাই 'দধি'রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত। 'ব্রহ্ম'—একটী সত্যবস্তু, তাহা হইতে 'জীব'রূপ অন্য একটী সত্যবস্তু, 'মায়িক ব্রহ্মাণ্ড'রূপ আর একটী সত্যবস্তুর পৃথগ্‌রূপে উদয় হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা "পরিণাম' বলা হয়।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মেরই শক্তি যে জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে। তাহা আমরা "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিমন্ত্রে জানিতে পারি। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের শক্তিধর্ম্মই জগদ্‌রূপে পরিণত হয়,—এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১). "তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সম্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ছাঃ ৬।৮।৪), ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং "(ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি ছান্দোগ্যমন্ত্রে সেই ব্রহ্মই যে নিজ-শক্তিক্রমে চিজ্জড়াত্মক জগদ্‌রূপে, পরিণত, ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব—'উপাদেয়,' ব্রহ্ম—'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত

হইয়াছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলে এই 'জগৎ'ও 'জীব'কে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। 'সম্মুলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ ইত্যাদি' ছান্দোগ্যমন্ত্র হইতে জানা যায়,—'জীব'ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু। সুতরাং এস্থলে "ব্রহ্মের বিকরিত্ব হইবে"—এই নিরর্থক আশঙ্কায় 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি' ও 'শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি'র ন্যায় জীব ও জগতের মিথ্যা-স্বরূপ কল্পনা করা প্রতারণা-মাত্র। অবশ্য এরূপ অদৈব-মোহন-কার্য্যের ভার লইয়া আচার্য্য শঙ্কর ভগবৎ আদেশেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি তদনুসারেই প্রচার করিয়া অদৈবদিগের হাত হইতে বেদ-সরস্বতীকে রক্ষা করিয়াছেন।

মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতিতে যে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগস্থল আছে। জীব শুদ্ধ চিৎকণ, মানবদেহবিশিষ্ট জীবের যে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, সেইটীই বিবর্ত্তের স্থল। যে বস্তু যেটী নয়, তাহাকে সেইবস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে বিবর্ত্ত একটী মহাদোষ। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধিদোষে দুষ্ট। এরূপ বিবর্ত্তদোষকে মূল-বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা বঞ্চনা-মাত্র। অচিন্ত্যশক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এরূপ ভ্রমের উদয় হয়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন,—আনন্দময়-শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয় বিকার-বোধক—প্রাচুর্য্য-বোধক নহে। এ সম্বন্ধে সর্ব্ব-

সম্বাদিনী'তে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন,—'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা"—এই শ্রুতি-বাক্যে 'মুখ্য ব্রহ্ম'ই উপদিষ্ট। "বিকার-শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ"-সূত্রে বিকার-শব্দে 'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য্য-শব্দে 'সাদৃশ্য' ব্যাখ্যাত হইলে সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না,—এরূপ প্রসক্তি হয়। যেহেতু তাঁহার ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা বেদান্তের তত্তদর্থ প্রতিপন্ন হয় না। 'ময়ট্'-প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শব্দ-সমূহের অন্য অর্থই বা কি হইতে পারে,—একথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে বিকার ও প্রাচুর্য্যার্থ-ব্যতীত তাহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মায়াবাদিগণের মতে বিবর্ত্তে বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়-ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্ব-স্বরূপে অজ্ঞান-দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিচার তাহাদের যুক্তিতেই টিঁকিতে পারে না। অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম-রহিত, সর্ব্ববিলক্ষণ, অহঙ্কার-শূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ব্রহ্ম পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁহাতে মানবমনীষা বা জীবমনীষার নিকট, যাহা অচিন্তনীয়, সেরূপ অবিচিন্ত্যশক্তির অধিষ্ঠান আছে। এজন্য শ্রীমন্মহা-প্রভু চিন্তামণির উদাহরণ দিয়া শক্তি-পারিণামবাদ বুঝাই-য়াছেন। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক

শক্তি দেখা যায় অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামণি স্বর্ণ প্রসব করিয়াও যখন নিজে অবিকৃত থাকে, তখন পরব্রহ্মে যে অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ জীব ও জগৎ প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকিবার শক্তি নিহিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাত-কফ-পিত্ত ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পরস্পর-বিরোধি ধাতু-শোধনের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধি-গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি ব্যাপার বিচারিত হইলেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। শ্রুতি বলেন,—সনাতন-পুরুষ বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট। অপরে তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে বলিয়াছেন,—আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য-সহস্রশক্তি-বিশিষ্ট। ব্রহ্ম-সূত্রেও আত্মার ঐ প্রকার বিচিত্রতার স্বীকার আছে,—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮)।

ব্রহ্মে কখনও দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় তাঁহাতে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনা-হেতু কল্পনা করা যাইতে পারে না। "ব্রহ্ম যে অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিত"—এই শ্রুতিমন্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি-অনুসারে ব্রহ্মে দ্বৈত-অনুপপত্তি দূরীভূত হইয়াছে। অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া অবশিষ্ট। সে-জন্য নির্ব্বিকারস্বভাব-সম্পন্ন হইলেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকার-বিশিষ্ট না হইয়াও সুবর্ণ-প্রসবে সমর্থ—অয়স্কান্তমণি যেরূপ নিজে বিকারবিশিষ্ট না হইয়াও অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ

ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ব্রহ্মের বিকারযোগ্য শক্তিই বিকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয়। সন্মাত্রত্ব-প্রকাশমান স্বরূপেরই বিস্তাররূপ দ্রব্য-নামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। পূর্ব্বে জল দর্শন করিয়া জল-সম্বন্ধে যে ধারণা উদিত হয়, উহার অপ্রসঙ্গ-সময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরিত হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান-ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সহিত অভেদপর বলিয়া আরোপ করিলে জল কিছু মিথ্যা হইয়া যায় না, কিম্বা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তিও মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তুও মিথ্যা হয় না; কিন্তু বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ"—এই ন্যায় অবলম্বনে স্বপ্নেও জাগরণ কালের দৃষ্টবস্তুর আকারস্বরূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে। তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নয়। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা; বিশ্ব মিথ্যা নয়। বিশেষতঃ বিবর্ত্তের উদাহরণ জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ বলিয়া, পরিণাম-বাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য বলিয়া এবং জ্ঞানাদি উভয়প্রকরণে পঠিত বলিয়া "সন্দংশন্যায়সিদ্ধ" প্রাবল্য-হেতু শক্তি পরিণামকেই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া জানা যায়।

শক্তিপরিণামবাদই "জন্মাদ্যস্য"-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য

অনন্ত নিত্যশক্তির পরিণাম যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত—অনন্ত নিত্যশক্তিসমূহ, যাঁহার অধীন,—এরূপ শক্তি-সমূহের প্রভুই ঈশ্বর। নিত্যানিত্যশক্তি, আত্মানাত্ম-শক্তি প্রভৃতির যুগপৎ অবস্থিতি অনন্তরূপে বিরাজমান পরমেশ্বরে কিরূপে সম্ভব, তাহা জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীন থাকা-কালে বুঝিতে পারে না। তজ্জন্য মানবজ্ঞানের নিকট প্রতীত ঐরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-গুণ-সমাশ্রয় পরমেশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানের অহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা কল্পনার দ্বারা বিপুল বলিয়া জ্ঞান করিয়া যে শক্তিরাহিত্য-রূপ একটী অবস্থাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করে, তাহা চিন্ত্যশক্তির একটী প্রকার-ভেদমাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া বুঝিতে গেলে বিবর্ত্তবাদ গ্রহণীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্তা নিহিত, ইহা জানিতে পারিলে ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রপঞ্চাতীতরূপে প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", তদুত্তরে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রটী। এই সূত্র পরিণাম-বাদের উদ্দেশ্যেই লিখিত। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় মন্ত্র, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"—এই মুণ্ডক-মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক সমূহের তাৎপর্য্যই পরিণাম-বাদ। কিন্তু পরিণাম-বাদ গ্রহণ করিলে

পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দুষ্টসূত্র ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব ভ্রান্ত বলিয়া কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তিবাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, ইহার প্রতিষেধার্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার করিয়া বেদের অংশবিশেষের অন্যতাৎপর্য্য-জ্ঞাপক বিবর্ত্ত-বাদই সত্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। নির্বিশেষবাদী লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তাহাই তত্ত্ববাদের পরিবর্ত্তে "মায়াবাদ"-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদ্বৈতবিচার-দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হইবার পরেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদ শ্রৌতপথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধাবৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদান্তার্থকে আদর করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষ্মণা-বৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাষ্যে প্রচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ হয়,—ইহাই সাত্বত শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—"মায়াবাদিভাষ্য-শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ তাঁ'র দোষ নাহি, তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে, তা'র হয় সর্ব্বনাশ। (চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৯ ও আ ৭।১১৪)। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—শ্রীশম্ভু বলিলেন,—দেবি, আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্রসকল বলিব, তাহা শ্রবণ কর—যে-সকল তামস-শাস্ত্রের শ্রবণ-মাত্রে জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হয়। এই সকল শাস্ত্রে শ্রুতিবাক্য-সকলের লোকনিন্দিত কদর্থ প্রদর্শন-পূর্ব্বক কর্ম্মস্বরূপের ত্যাগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিত্যাগে

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হয় বলিয়া ইহাতে উক্ত হইয়াছে এবং আমি পরমাত্মা ও জীবের ঐক্য ইহাতে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ঈশ্বর, জীব ও জড়ে—পঞ্চভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "তত্ত্বমসি"—এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠ "তৎ"-পদের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন করিয়া জীবনিষ্ঠ "ত্বং" পদের দ্বারা জীবের ব্যপদেশ করিতেছে। "তৎ" এবং "ত্বং" পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্ব্বজ্ঞত্বও অল্পজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ-ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না। ঈশ্বর কখনই জীব নহেন। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সৌসাদৃশ্যমাত্র আছে। Quantitative reference এ জীব ও ব্রহ্ম সমান নহেন।

প্রতিবিম্বভূত নিখিল জীবের বিম্বস্বরূপ বিষ্ণু স্বাভাবিক অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি "নিত্যো নিত্যানাং" এই শ্রুতি-মন্ত্রানুসারে বহু নিত্য প্রতিবিম্বভূত জীবের বিম্ব-স্বরূপ। "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ"—এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক নিত্যগুণত্ব বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে মায়া-বাদী মায়া-উপধিযুক্ত বলিতে চা'ন! ইহা শ্রুতি-বিরোধ-ব্যতীত আর কিছুই নয়। মায়াবাদিগণ শ্রুতির কদর্থ করিয়া "অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর ও জীব —এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন," বলিয়াছেন। মায়ার বিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান্ খণ্ড—ঈশ্বর, আর অবিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অল্পখণ্ড—জীব। যেমন মহাকাশ নিত্যই বিদ্যমান আছে, একটী ঘটের দ্বারা তাহার কতক অংশ আবৃত হওয়ায় তাহা ঘটাকাশ আখ্যা লাভ করিয়াছে, আবার ঐ

মহাকাশের তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ শরাব-দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহা শরাবাকাশ নাম ধারণ করিয়াছে। সূর্য্য যেমন সরোবরে ও জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হইয়া যথাক্রমে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারে দৃষ্ট হয়, তেমনি ব্রহ্মও বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃহদ্রূপে ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া ক্ষুদ্র জীব-রূপে পরিচিত হয়েন। ইহার নাম—প্রতিবিম্ববাদ।

বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আচার্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়। কেননা, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর। যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ অপরাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা—মায়িক। মায়িকশব্দের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে শুদ্ধতত্ত্ব নির্ব্বাকার ও নির্ব্বিশেষ, কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন; শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য ও রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি—জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন এবং রাম-কৃষ্ণাদির বিলাসও জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মদোষে ও গুণে জড়শরীর পাইয়া বদ্ধ হ'ন। কিন্তু চৈতন্য নিজ-ইচ্ছাতে জড়শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামত পুনরায় জড়শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-

কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয়। যে পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞানলাভ না করেন, সে পর্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞানলাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য—এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষ্ণাদিরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানের কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মায়াবাদী রাম-কৃষ্ণ স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এই জন্যই মায়াবাদী—কৃষ্ণ অপরাধী। প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী। 'ব্রহ্ম,' 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। 'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণ স্বরূপ"—দুইত 'সমান'॥ 'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ' —তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দ-রূপ॥" দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ॥ নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস বগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ 'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ। কৃষ্ণেরস্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯-১৩৫॥

মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি করেন তাহাও অপরাধ। কেন না তাহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ অনুমোদন করেন না। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়; তাহা কেবল সাত্ত্বিক ভাবাভাস প্রতিবিম্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ।

বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে নিতান্ত দুঃখ অনুভব করেন, কারণ তাহাতে ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ, নিরাকার, এই জগৎ মায়া মাত্র মিথ্যা; জীব বস্তুত নাই,—কেবল অজ্ঞান কল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান—ইত্যাদি বিচার আছে।

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে। সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি, আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥ মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর। মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর"।

আচার্য্য কহে,—'আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে। আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥ স্বরূপ কহে,—"তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে। 'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এইমাত্র শুনে॥ জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান। যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ॥ (চৈঃ চঃ অ ২।৯৫—৯৯)।

নাস্তিক্য পাঃ ঃ—অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত-পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃত-পূজা দুই প্রকার—অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত-ধর্ম্মকে ভাবজজ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবৎবুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয় সাধকেরা ভৌম মূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন; প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেকভাবসকলকে ব্রহ্ম বোধ জ্ঞান করেন—ইহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব নিরাকার ও সাকারবাদ, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবাদমান। জ্ঞানকে অতিক্রম করত যুক্তি-তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য

বলিতে চাহে না ; এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতিজ্ঞান-জনিত-চেষ্টা দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না। নাস্তিকতা ও নির্ব্বাণবাদ চেতনের আস্বাস্থ্য লক্ষণ। 'নাস্তিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেখা যায়, নাস্তীতি মন্যতে যঃ সঃ বাক নাস্তি পরলোকঃ ঈশ্বরো বেতি মতির্যস্য স এব নাস্তিকঃ, অর্থাৎ যিনি বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বা যাহার মতে ভগবান্ ও পরলোক নাই, সে ব্যক্তিই নাস্তিক শব্দবাচ্য। "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়া দ্বিজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" মনুসংহিতা (২।১১) অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র বা তর্ককে আশ্রয় পূর্ব্বক ধর্ম্মমূল বেদ ও শ্রুতিকে অমান্য করে সেই সকল বেদ-নিন্দক বলিয়া অভিহিত।

প্রত্যক্ষবাদের উপরই তর্কশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষবাদিগণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক বা মনের দ্বারা (বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা) যাহা বিচার করিয়া উঠিতে পারেন, তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করেন। সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব যখন নানাবিধ বিদ্যার অলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা; নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য লক্ষণ।

থিয়সফিষ্ট্-মত—যাহা আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচারিত

হইতেছে তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজেকাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্যসকল মতই ঐ মতের অনুগত।

সৎযুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—(১) ব্রহ্মনির্ব্বাণ বাদই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে, কল্পনা করিতে হয়, কেন না, তিনি এমন অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীনতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

(২) আত্মা ব্রহ্মনির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

(৩) পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্ম নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

(৪) ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তাজ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় এবং ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ঘটেনা।

মায়াবাদীদিগের অনুগত যে পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায় দেখা যায় তাহারা শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব-ভেদে পঞ্চ প্রকার। তাহারা ঈশ্বরের নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি স্বীকার না করিয়া "সাধকের সময়িক সুবিধার জন্য যে কল্পিত মূর্ত্তির পূজা করেন তাহা পৌত্তলিকতা। "ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই সত্য, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণ আবির্ভাব—বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক-ভাব হইবে। বাক্যেরদ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনা কাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না।"

শ্রীগৌরসুন্দর চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জীনমান মূর্ত্তিরই নিষেধ; শুদ্ধ মুজর্‌রদি মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিয়াছিলেন; অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল। পৌত্তলিকতা পাঁচ প্রকার (১) অসভ্য বন্য জাতিগণ, অগ্নি পূজকগণ ও জোভ (Jove) স্যার্টর্ণ (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক, গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর। (২) জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত অলোচনা ক্রমে যুক্তির দ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়।

(৩) চরমে নির্ব্বাণ যাহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সংস্থান মূর্ত্তিসকলকে সাধনের

উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানে না অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে—'পঞ্চোপাসনা (মায়াবাদান্তর্গত) বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।

(৪) যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।

(৫) যাহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।

শ্রীমূর্ত্তি সেবন ও পৌত্তলিকমতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থতত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তি সেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক-তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুকে ভগবান্ নির্দ্দেশ এ সকলই মায়াবাদ।

ইতি মায়াবাদ শোধন সমাপ্ত।